উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৫৯৭.৬৬ (+৫৭.৭৫)
নিফটি : ২৪,৬৩১.৩০ (+১১.৯৫)

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা
তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
স্ক্যাবিগন
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত ৪৪
উত্তরাখণ্ডের ধারালির পর জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়ার। চসোতি গ্রামে ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ধসে সিআইএসএফ জওয়ান সহ কমপক্ষে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। » ১৫

কমিশনকে সুপ্রিম-নির্দেশ
বিহারে এসআইআরের পর যে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে, মঙ্গলবারের মধ্যে তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। » ১৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ ৩৪°	সর্বনিম্ন ২৭°	সর্বোচ্চ ৩৩°	সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৩°	সর্বনিম্ন ২৬°	সর্বোচ্চ ৩৩°	সর্বনিম্ন ২৫°

২২ অগাস্ট বঙ্গে মোদি
তিনটি নতুন মেট্রো রুটের উদ্বোধন সহ একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে ২২ অগাস্ট ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাশাপাশি দলীয় সভাও করবেন তিনি। » ১৫

শিলিগুড়ি ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 15 August 2025 Friday 18 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 89

ছুটিতেও ছুটি নয়

আজ স্বাধীনতা দিবস

সেই উপলক্ষ্যে শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। প্রিয় পাঠক, উত্তরবঙ্গ ও দেশ-বিদেশের টাটকা খবর পেতে চোখ রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টালে www.uttarbangasambad.com

সেনা তোমায় স্যালুট।। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জওয়ানকে সম্মান খুদের। জম্মুতে বৃহস্পতিবার।

রোগশয্যায় রাজগঞ্জের গ্রাম

রাজগঞ্জ ব্লকের চেকরমারি, পেলকুগছ, নতুনপাড়া, পোয়ালিগছ সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা এখন এই রোগে আক্রান্ত। আক্রান্ত হচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরাও। তীব্র আতঙ্কে কাটছে দিন।

রণজিৎ ঘোষ ও রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ ব্লকের চেকোরমারিতে ক্যাম্প করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা। -সূত্রধর

রাজগঞ্জ, ১৪ অগাস্ট : গ্রামের পর গ্রাম খাঁখাঁ করছে। সমস্ত মানুষ যেন কার্যত ঘরবন্দি। ল্যাপ্টোস্পাইরা সংক্রমণ একের পর এক গ্রামে ছড়িয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের চেকরমারি, পেলকুগছ, নতুনপাড়া, পোয়ালিগছ সহ আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা এখন এই রোগে আক্রান্ত।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি আক্রান্ত হচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরাও। কায়েতগছের এক আশাকর্মী গতকাল রাতে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পেলকুগছের আরেক আশাকর্মী হাসপাতালে ভর্তি না হলেও জ্বর শুরু হয়েছে। তাঁর মেয়েরও ইতিমধ্যে ল্যাপ্টোস্পাইরা পজিটিভ ধরা পড়েছে। ল্যাপ্টোস্পাইরার দোসর হয়েছে হেপাটাইটিস-এ এবং স্ক্রাব টাইফাস। বেশ কিছু রোগীর শরীরে এই তিনটি রোগেরই সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে।

গুরুতর অসুস্থদের হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে রেখে চিকিৎসা হচ্ছে। যাঁদের সংক্রমণ ততটা তীব্র নয়, তাঁরা বাড়িতেই রয়েছেন। গ্রামে গ্রামে শিবির করে রোগীদের ওষুধ দেওয়া এবং রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এই রোগ ঘিরে এলাকার মানুষ এখন তীব্র আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এদিন দুপুরে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে রোগীদের দেখতে গেলে মহিলাদের ক্ষোভের মুখে পড়েন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বিডিওকে সামনে পেয়ে আক্রান্ত রোগীর পরিবারের এক আত্মীয় ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আপনি ব্লক প্রশাসনের প্রধান। চাইলেই হ্যাচারিকে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।' এরপর বিডিওর সামনে কাঁদতে কাঁদতে এক মহিলা বলেন, 'আপনারাই ভালো থাকুন। আমরা বুঝি আর ওখানে বাঁচতে পারব না।' এর উত্তরে অবশ্য বিডিও মহিলাদের শান্ত থাকার কথা বলেন।

প্রায় এক মাস আগে চেকরমারির নতুনপাড়ার বাসিন্দা শেফালি প্রধান (৩২) নামে এক মহিলা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর রক্ত পরীক্ষায় ল্যাপ্টোস্পাইরা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। সেই শুরু। তারপর থেকে চেকরমারিতে একের পর এক বাসিন্দা জ্বর, বমি ভাব, মাথা সহ পুরো শরীরে ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েন। তাঁদের চোখও হলুদ হয়ে যায়। এভাবে একজন, দুজন করতে করতে পাশের গ্রাম পেলকুগছ, পোয়ালিগছ, বাইনগছ এলাকাতেও বাসিন্দাদের মধ্যেও এই উপসর্গ দেখা যায়। এর পরেই হুঁশ ফেরে স্বাস্থ্য দপ্তরের।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরের খোঁজে

স্বাধীনতা, স্বাধীনতার অপব্যবহার ও অশিক্ষা

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ও স্বাধীনতা, তুমি কোথায়? ৭৮ বছর পরেও তোমায় হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় লক্ষ লক্ষ ভারতীয়। রাজনীতির আবহে, শিক্ষার আলোয়, স্বাস্থ্যের মানচিত্রে।

চাওয়া তো অল্পই হে স্বাধীনতা। তবু তা মেলে না। ধর্ম ও জাতপ্রথার সঙ্গে উড়ে যায় কোন অজানায়, কেউ জানে না।

মাঝে মাঝেই কয়েকজনকে বলতে শুনবেন, 'এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলাম?' স্বাধীনতার বহু যুগ পরেও অনেককে যেমন বলতে শোনা গিয়েছে, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।'

স্বাধীনতা নেই, একথা বলা পাপ। স্বাধীনতা 'ঝুটা' হতেও পারে না কখনও। তবে স্বাধীনতা আজ সবচেয়ে পাওয়া যায়, পাড়ার ক্লাবের আড্ডায় নয়। সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেলেবদের নামে যা খুশি গালাগালের আনন্দ মেলে সেখানেই। এটা কি কম বড় স্বাধীনতা?

অবশ্যই 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা'র মতো ব্যাপারও রয়েছে। কারও ভাগ্য খারাপ থাকলে কম বিতর্কিত কিছু লিখেও জেলে যেতে হয়। অনেক সময় দায়ী হয় ভাগ্য, অনেক সময় বিবেচনাবোধের অভাব।

শিলিগুড়ির মহানন্দা ব্রিজের পাশে প্রতিদিনই মহিলারা এসে বাড়ির ময়লা জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে যায় নদীতে। এ কি কম বড় স্বাধীনতা?

জলপাইগুড়িতে টোটোর ভাড়া উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি, তবুও ইচ্ছেমতো বহু টোটো ড্রাইভার বাড়তি টাকা চায় মানুষের কাছে। এ কি কম বড় স্বাধীনতা?

মালদার ভূতনি প্রতিবছর বন্যায় ভাসে, কয়েক কোটি টাকা বন্যাত্রাণে দেখানো হয়। অর্ধেক যায় নেতাদের পকেটে। দূরদর্শিতা দেখিয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নেওয়া হয় না ইচ্ছে করে। নেতা-আমলারা বন্যা পরিদর্শনে যান লঞ্চে খেতে খেতে। তাঁদের পক্ষে সেটা কি কম বড় স্বাধীনতা? *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

জনতার প্রশ্নে তেড়ে গাল সাবিত্রীর

আজাদ ও অরিন্দম বাগ

মানিকচক ও মালদা, ১৪ অগাস্ট : এবার কদর্য ভাষা ব্যবহারে অভিযুক্ত মানিকচকের বিধায়ক তৃণমূলের সাবিত্রী মিত্র। বুধবার সাতসকালে মানিকচকের ভূতনি দক্ষিণ চণ্ডীপুরে সদ্য নির্মিত বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় সিপিএমের ও বিজেপির বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছিলেন সাবিত্রী। তাঁর অভিযোগ ছিল, ওই দুটি রাজনৈতিক দল মিলিতভাবে রাতের অন্ধকারে বাঁধ কেটে দিয়েছে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধেই অশালীন ভাষা ব্যবহারের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়েছে মালদায়। ভাইরাল হওয়া একটি অডিওতে (যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) শোনা যাচ্ছে, ভূতনির বাসিন্দা পরিচয় দিয়ে ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা এক ব্যক্তিকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করছেন প্রচণ্ড রেগে থাকা মানিকচকের বিধায়ক। ওই অডিও প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় সমাজমাধ্যমে। তীব্র প্রতিবাদে সরব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। যদিও বিধায়ক সাবিত্রীর দাবি, 'কথোপকথন এডিট করে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করা হয়েছে।'

ভাইরাল অডিও, তুলনা কেষ্টর সঙ্গে

ভূতনি দক্ষিণ চণ্ডীপুরে সদ্য নির্মিত বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর সেখানে পরিদর্শনে গিয়ে বুধবার বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন বিধায়ক সাবিত্রী। ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকায় তৈরি বাঁধ কেন জলের তোড়ে ভেঙে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন করেন স্থানীয়দের অনেকেই। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের পরেও কেন বন্যার কবলে পড়তে হল ভূতনিকে, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সে সময় কিছুটা চটে গিয়ে সাবিত্রী অভিযোগ করেন, 'নদীর জলের স্রোতে বাঁধ ভাঙেনি, রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে বিজেপি ও সিপিএম ষড়যন্ত্র করে রাতের অন্ধকারে বাঁধ কেটে এই বিপত্তি ঘটিয়েছে।' আর এ নিয়ে বুধবার রাতে নিজেকে ভূতনির সাধারণ বাসিন্দা দাবি করে একজন বিধায়ককে ফোন করে নানা প্রশ্ন তোলেন। ভাইরাল হওয়া অডিওতে শোনা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি বলছেন, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে মাটির বদলে বালির বাঁধ করা হয়েছে। ঠান্ডা ঘরে বসে কোটি কোটি টাকা লুট করে কেন বিরোধীদের নামে কুৎসা রটাচ্ছেন, বিধায়ককে প্রশ্ন করেন। এরপরেই প্রচণ্ড চটে যাওয়া সাবিত্রী ফোন মারফত প্রশ্নকারীকে অশালীন ভাষায় আক্রমণ করেন। দুজনের কথোপকথনের অডিও আপলোড করা হয়েছিল সমাজমাধ্যমে। যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। সমাজমাধ্যমেই নিন্দার ঝড় ওঠে। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

দলকে ৩ দিন সময় দিলীপের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্দরে বিদ্রোহ ঘোষণার পরেই দিলীপ বর্মনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ানো শুরু করেছেন শাসকদলের কাউন্সিলাররা। সূত্রের খবর, শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৃণমূলের পরিষদীয় দলের বৈঠকের পর থেকেই দিলীপের থেকে দূরত্ব রাখছেন তাঁরই সহকর্মীরা।

অন্যদিকে, শোকজের জবাব দেওয়ার পর প্রায় ১০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে। এখনও রাজ্য থেকে দিলীপ পালটা কোনও জবাব পাননি। তাই আগামী তিনদিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন দিলীপ। তিনদিনের মধ্যে রাজ্য থেকে কোনও জবাব না পেলে তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সেই পদক্ষেপ রাজবংশীদের নিয়েই হবে বলে জানিয়েছেন দিলীপ।

দূরত্ব বাড়ছে
- দিলীপের থেকে দূরত্ব রাখছেন তাঁরই সহকর্মীরা
- রাজ্য নেতৃত্বের শোকজের জবাব দেওয়ার পর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় ১০ দিন
- এখনও রাজ্য থেকে দিলীপ কোনও উত্তর পাননি
- তিনদিনের সময়সীমা মেয়র পারিষদের, অন্যথা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

তাঁর বক্তব্য, 'গত পাঁচ তারিখ আমি শোকজের জবাব দিয়েছিলাম। এখনও রাজ্য থেকে কোনও উত্তর মেলেনি। আরও তিনদিন অপেক্ষা করব। এরপর যা পদক্ষেপ করার আমি করব। রাজবংশীদের নিয়ে খেলার পরিণাম কী হতে পারে তা দেখিয়ে দেব। কোচবিহার থেকে মালদা সব নিয়ে আন্দোলন হবে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

মা আসছেন **৪৪** দিন পর

ORIENT GROUP SINCE 1963

ORIENT JEWELLERS®
Trust of Hallmark

সাঁইথিয়া ও মল্লারপুর শুভ উদ্বোধন
১৭ই আগস্ট, ২০২৫

চাকদহ ও মাথাভাঙ্গা শীঘ্রই আসছে

ফ্ল্যাট ₹2000/-* টাকা ছাড় — ১০ গ্রাম সোনার গহনার মূল্যের উপর
+ ফ্ল্যাট 20%* ছাড় — সোনার গহনার মজুরীর উপর
ফ্ল্যাট 50%* ছাড় — হীরের গহনার মজুরীর উপর

মল্লারপুর- স্টেশন রোড, পুরোনো পোস্ট অফিসের কাছে, সেনপট্টি ✆83730 99926
সাঁইথিয়া- মেইন রোড, রুপালী মোড়, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে ✆83730 99936

অফারটি শুরু ১৭ই আগস্ট, ২০২৫ থেকে

Customer Care: +91 83730 99950 www.orientjewellers.in

বীরভূম - সাঁইথিয়া সাঁইথিয়া মেইন রোড, রুপালী মোড়, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে 83730 99936 - মল্লারপুর স্টেশন রোড, পুরোনো পোস্ট অফিসের কাছে, সেনপট্টি 83730 99926 | নদীয়া - বেথুয়াডহরী 83730 99925 | মুর্শিদাবাদ - বেলডাঙা 83730 99944 - রঘুনাথগঞ্জ 83730 99927 - ধুলিয়ান 83730 99992 | মালদা - কালিয়াচক 83730 99912 - গাজোল 83730 99915 - সুজাপুর 83730 99916 | দক্ষিণ দিনাজপুর - বালুরঘাট 83730 99953 | উত্তর দিনাজপুর - কালিয়াগঞ্জ 83730 99903 - রায়গঞ্জ 83730 99964 - রায়গঞ্জ (গ্র্যান্ড) 83730 99906 - ইসলামপুর 83730 99965 | দার্জিলিং - শিলিগুড়ি সেবক রোড 83730 99952 | জলপাইগুড়ি - মালবাজার 83730 99904 - জলপাইগুড়ি 83730 99922 - ধূপগুড়ি 83730 99960 | আলিপুরদুয়ার - ফালাকাটা 83730 99985 - আলিপুরদুয়ার 83730 99943

স্কুলের পাঠ নিতে জীবন বাজি

আজ স্বাধীনতা দিবস। আর প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খরস্রোতা লেতি নদী পেরিয়ে স্কুলে যাবে ওরা। তুলবে তেরঙা। তবু দুর্দশা ঘুচবে কি?

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৪ অগাস্ট : প্রতিদিনই জীবন বাজি রাখা। আর সেটা স্কুলে আসার জন্য। ভরা বর্ষায় খরস্রোতা পাহাড়ি লেতি নদী হাত ধরাধরি করে পেরোচ্ছে একদল খুদে। পরনে ইউনিফর্ম। পাড়ে চরম উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে সহপাঠীরা। এমন ভাইরাল ভিডিও (যদিও ওই ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) দেখে আঁতকে উঠেছেন সবাই। দ্রুত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেও অবশ্য কোনও সুরাহা হয়নি।

এদিকে, এই পরিস্থিতিতে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে স্কুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুক্রবার আবারও একইভাবে নদী পেরিয়ে স্কুলে পৌঁছে যাবে নিকিতা বিশ্বকর্মা, নিকি রাই, অনন্যা সুব্বারা।

দিনভর প্রবল বৃষ্টির মাঝে গত ১৩ অগাস্ট বিকেলে ভিডিওটি ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তুড়িবাড়িতে তোলা হয়। যেখানে একদল খুদে পড়ুয়াকে হাত ধরাধরি করে রীতিমতো ফুঁসতে থাকা লেতি নদী পেরিয়ে ঘিস বনবস্তির গ্রামে ফেরার চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে। যা দেখে রীতিমতো আঁতকে উঠেছেন নেটিজেনরা। অনেকেরই মনে দশমীর রাতে মালের হড়পার স্মৃতি ভেসে উঠেছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে অবশ্য পাহাড়ি লেতি নদীর জলস্রোত অনেকটাই শান্ত। দেখা গেল, কয়েকজন গ্রামবাসী নদী পেরিয়ে যাতায়াত করছেন। কেশর রাই, অমৃত রাই নামে দুই গ্রামবাসী বাচ্চাদের কোলে তুলে নদীর অপর পাড়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কালিম্পং জেলার ঘিস বনবস্তির বাসিন্দা কেশর জানালেন, একদিকে পাহাড় ও অন্যদিকে নদী দিয়ে ঘেরা তাঁদের

খরস্রোতা লেতি নদী পারাপার স্কুল পড়ুয়াদের।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

A quality product from
PAN BAHAR
প্রত্যেক
বাহুবলীর
হৃদয়ে
স্পন্দিত
হয় ইন্ডিয়া
Baahubali
PAN MASALA
HAPPY INDEPENDENCE DAY
NO TOBACCO NICOTINE
www.panbahar.in
CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH. NOT FOR MINORS

পরিদর্শন

গয়েরকাটা, ১৪ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে গেলেন মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশা নিয়ে নিজেই সরব হন বিধায়ক। এদিন পরিদর্শনের পর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকাবাসীর কাছে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। মাদারিহাট উপনির্বাচনের অন্যতম প্রতিশ্রুতি ছিল এই সাঁকোয়াঝোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়ন। ইতিমধ্যে, তিনি বিধানসভার বাদল অধিবেশনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের দাবি তোলার পাশাপাশি স্বাস্থ্য দপ্তরকে আবেদন জানিয়েছেন।

শুভেন্দুর ওপর হামলার শুনানি

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : কোচবিহারে শুভেন্দু অধিকারীর গাড়িতে হামলা হওয়ার পর নিরাপত্তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন তিনি। হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বৃহস্পতিবার মামলার প্রথম শুনানি হয়। রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই পুলিশ মামলা করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে। সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট আগামী বুধবার আদালতে জমা দেবে রাজ্য।

শুভেন্দুর আইনজীবী রাজদীপ দাস বলেন, 'আগামী বুধবার এই মামলার ফের শুনানি হবে। এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন সরকার আদালতকে জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে পদক্ষেপ করেছে। পুলিশ কী করেছে সেই সংক্রান্ত নথি সরকার পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে পেশ করবে।'

চলতি মাসে ৫ তারিখ কোচবিহার গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কোচবিহার ঢোকার মুখে খাগড়াবাড়ি এলাকায় শুভেন্দুর গাড়িতে হামলা করা হয়। হামলায় শুভেন্দুর গাড়ির জানলার কাচ ভেঙে যায়। কোর্টের অনুমতি নিয়েই শুভেন্দু ওই দিন কোচবিহারে গিয়েছিলেন বলে জানানো হয়। তাঁর গাড়িতে হামলার ঘটনা নিয়ে কোচবিহারের পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে নিরাপত্তার

তদন্ত শুরু

প্রশ্ন তুলে ঘটনার বিচার চাইতে তিনি হাইকোর্টে যাবেন বলে জানিয়েছিলেন।

যদিও কোচবিহার পুলিশ শুভেন্দুর গাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানিয়েছে। গত সোমবার শুভেন্দু এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার এদিন প্রথম শুনানি ছিল।

শিবির

মালবাজার, ১৪ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের শিবির হল ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতে। পশ্চিম ডামডিম এলাকার ডামডিম চা বাগানের হাটখোলা ময়দানে শিবির হয়। ২০/৬৪ থেকে ২০/৬৬ পর্যন্ত মোট তিনটি বুথের জন্য আলাদা তিনভাগে আলোচনা হয়। চা বাগানের বিভিন্ন লাইনের বাসিন্দারা রাস্তাঘাট, নর্দমা, পথবাতি, কালভার্ট নির্মাণের প্রস্তাব দেন। তেরঙা বেলুন উড়িয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। উপস্থিত ছিলেন মালের বিধায়ক এবং অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক সহ অন্যরা। কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে 'মিউজিক্যাল বল' খেলায় অংশ নেন মন্ত্রী জ্যোৎস্না। কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডা ও তাঁর দল আদিবাসী সমাজের গানের মাধ্যমে অতিথিদের স্বাগত জানান। এরপর অতিথিরা তিনটি বুথের বাসিন্দাদের কথা শোনেন।

মিছিল

বানারহাট, ১৪ অগাস্ট : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বানারহাট অভয়া মঞ্চের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার রাতে বৌবাজার থেকে শুরু হয়ে বানারহাট তরুণ সংঘ পর্যন্ত একটি মিছিল হয়। পাশাপাশি একটি পথসভাও হয়। নেতৃত্বে ছিলেন লোপামুদ্রা বিশ্বাস, ছায়া চক্রবর্তী সহ সংগঠনের নেতারা। ডুয়ার্সের গ্রামীণ এলাকায় আর অন্য কোনও জায়গা থেকে এমন মিছিলের খবর মেলেনি।

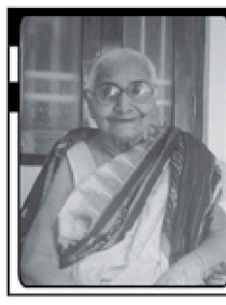

শ্রদ্ধাঞ্জলী

পঞ্চম মৃত্যু বার্ষিকী

আভা সোম, মৃত্যু- ১৫ই আগস্ট, ২০২০

মা, তুমিই ছিলে আমার নির্ভরতা,
মা, তুমিই ছিলে আমার শান্তির বার্তা,
মা, তুমিই ছিলে আমার একমাত্র নিরাপত্তা,
মা, তুমিই ছিলে আমার শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দাতা,
আজও, প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্ত আমার সমস্ত অনুভূতি জুড়ে শুধু তোমারই যে বসবাস।
– গৌতম সোম, পুত্র, গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

জশ্রীথা ভৌমিক (রাই) : তোমার ষষ্ঠ জন্মদিবসে জানাই অফুরন্ত ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। **–মা (প্রিয়াঙ্কা), বাবা (সুমিত) ও তোমার প্রিয়জনেরা। দেবনগর, জলপাইগুড়ি।**

বিবাহবার্ষিকী

অশোক ভৌমিক, রত্না ভৌমিক : শুভ বিবাহবার্ষিকী 15 অগাস্ট 2025। 25 বছর। **বাবা ও মা প্রণাম। দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।**

শ্রী ধ্রুবরাজ মিত্র ও শ্রীমতী বাণী মিত্র : মা ও বাবার শুভ বিবাহবার্ষিকীতে জানাই প্রণাম। **–দীপ্ত, বুই, পল্লব ও পাপ্পা। শিলিগুড়ি।**

বিকল ইঞ্জিন, দেরিতে পদাতিক

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় বেলাকোবা ছাড়িয়ে রানিনগর স্টেশনে প্রায় তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে শিয়ালদা থেকে নিউ আলিপুরদুয়ারগামী ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেস। দীর্ঘক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় অনেক যাত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে ট্রেন থেকে নেমে বাসে রওনা হন গন্তব্যের উদ্দেশে।

সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে রানিনগর স্টেশনের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে পদাতিক এক্সপ্রেস। পরে বেলা ১টা বেজে ৩ মিনিটে এনজেপি থেকে বিকল্প ইঞ্জিন এনে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে রওনা করা হয় ট্রেনটিকে। রেল সূত্রে খবর, রানিনগর বা বেলাকোবা স্টেশনে পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপ নেই। সময়সারণি অনুযায়ী, সকাল ১০টা ৩ মিনিটে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে পৌঁছানোর কথা পদাতিক এক্সপ্রেসের। তবে, এদিন বেলাকোবা স্টেশন ছাড়িয়ে রানিনগর পৌঁছোতে পারেনি ট্রেনটি। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের আরপিএফ আধিকারিক বিপ্লব দত্ত বলেন, 'আলিপুরদুয়ারগামী পদাতিক এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে রেলের আধিকারিক সহ আরপিএফ কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। এনজেপি থেকে বিকল্প ইঞ্জিন এনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, ট্রেনে পর্যাপ্ত জল ছিল। যাত্রীদের আশ্বস্ত করা হয়।

রানিনগর স্টেশনে তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল পদাতিক এক্সপ্রেস। -সংবাদচিত্র

পদাতিকে এদিন সওয়ার ছিলেন মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের একাধিক বাসিন্দা। এরমধ্যে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী এবং কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষও। রেলযাত্রায় হয়রান হয়ে, একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'রেলের যাত্রা এখন যন্ত্রণার হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাইমটেবিল মেনে চলার কোনও বালাই নেই। গাড়ি হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এভাবে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। শিশু, প্রবীণ নাগরিকরা রয়েছেন। জলের ব্যবস্থা নেই। একটা ট্রেন তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলে যে কী দুর্ভোগ হয়- দেখার কেউ নেই। দিনের পর দিন রেলের ভাড়া বেড়েই চলেছে। অথচ রেলের এখন কার্যত অভিভাবকহীন দশা।' আরেক যাত্রী শ্যামল দাস বলেন, 'প্রথমে মনে করা হয়েছিল, কেউ চেন টেনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যে যাত্রীরা টের পান, ইঞ্জিন বিকল হয়েছে বলে থমকে গিয়েছে পদাতিক।'

> রেলের যাত্রা এখন যন্ত্রণার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা ট্রেন তিন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলে যে কী দুর্ভোগ হয়- দেখার কেউ নেই।
>
> **রবীন্দ্রনাথ ঘোষ** *চেয়ারম্যান কোচবিহার পুরসভা*

মালদা থেকে পদাতিকে উঠেছিলেন কোচবিহারের বাসিন্দা রমেন্দ্র বর্মন। রানিনগরে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বাসে কোচবিহার রওনা হন বলে জানান। আলিপুরদুয়ারের শ্রীময়ী বসু তাঁর পরিবার নিয়ে আর নামেননি ট্রেন থেকে। শিশুদের নিয়ে সমস্যা হলেও বাইরে থেকে খাবার জোগাড় করেন অন্য যাত্রীদের সহযোগিতায়। বিকল্প ইঞ্জিন আনা হচ্ছে বলে রেলের ঘোষণা শুনে ট্রেনেই থেকে গিয়েছিলেন তিনি।

পুজোর প্ল্যান নিয়ে প্রশ্নে এনবিএসটিসি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : মাস দেড়েক পরেই দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান নিয়ে আসে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। যদিও এবার প্ল্যানিং তো দূর, বাস পরিষেবা কীভাবে সুষ্ঠু রাখা যাবে, তা নিয়ে কার্যত চিন্তায় মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে নিগম কর্তাদের। পুজোর প্ল্যানিংয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'অফিসার নেই। পুজোর প্ল্যানিং নিয়ে আমরা এখনই কোনওকিছু ভাবছি না।'

ভাবার কথাও নয়, কারণ কীভাবে ডিভিশন চালানো যাবে, তা নিয়েই আপাতত চিন্তায় ঘুম উড়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের। নিগম সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি ডিভিশনের পাশাপাশি বহরমপুর ডিভিশনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দরকার, তা জানিয়ে দপ্তরের সচিবকে চিঠি পাঠানো হয়েছে নিগমের তরফে। কর্মীসংকটের কারণে কার্যত দরজা বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বহরমপুর ডিভিশনের। পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে রায়গঞ্জের ডিভিশনাল ম্যানেজার রায়গঞ্জ সামলানোর পাশাপাশি সেখান থেকে বহরমপুর ডিভিশনে গিয়েও সেখানকার ডিভিশন সামলাচ্ছেন। যদিও এভাবে কতদিন আর চালানো সম্ভব তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ফলে বাড়তি পরিকল্পনা স্বাভাবিকভাবেই যে বাড়তি চাপ, সেটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই।

ডিভিশন হিসেবে নতুন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হলে বাড়তি সেই দায়িত্ব ডিভিশনাল ম্যানেজারের ওপরই গিয়ে বর্তায়। সেক্ষেত্রে এতদিন ডিভিশনাল ম্যানেজার পদে থাকা ব্যক্তি ওতপ্রোতভাবে নিগমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকায় সহজেই সেই দায়িত্ব পালন করত। যদিও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ হওয়া ব্যক্তির পক্ষে, সেই কাজটা করা অতটা সহজ হবে না। বিষয়গুলো বুঝতেই অনেকটা সময় লেগে যাবে।

এরমধ্যেই চলতি মাসের ৩১ অগাস্ট শিলিগুড়ি ডিভিশনের ডিভিশনাল ম্যানেজার পদে থাকা অফিসার অবসর নেওয়ার কতদিন পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া যাবে, সেটা নিয়েও এখনও পরিষ্কার নয় নিগমের কর্তারা। এই পরিস্থিতিতে কর্মীসংকটের জেরে কার্যত ল্যাজেগোবরে পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিগমের কর্তাদের।

গতবছর 'পুজো পরিক্রমা'য় শিলিগুড়ি ডিভিশনাল পদে থাকা অফিসার সমস্তটা সামলেছিলেন। যদিও এবারে কী হবে? তার উত্তর নেই কারও কাছে। নিগমের কর্তাদের একাংশ জানিয়েছে, গোটা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমেই অফিসার সংখ্যা কার্যত শূন্যের ঘরে। ফলে সাধারণ বাস পরিষেবা দেওয়াই এখন বড় ব্যাপার। সবমিলিয়ে পরিস্থিতি কোনওদিকে যায়, সেটাই এখন দেখার।

সংকট তীব্র

- কর্মীসংকটের কারণে কার্যত দরজা বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বহরমপুর ডিভিশনের
- পরিস্থিতি এমনই হয়েছে যে রায়গঞ্জের ডিভিশনাল ম্যানেজার রায়গঞ্জের পাশাপাশি বহরমপুর ডিভিশন সামলাচ্ছেন
- বহরমপুর ডিভিশনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দরকার, তা জানিয়ে দপ্তরের সচিবকে চিঠি পাঠানো হয়েছে

রিলায়েন্সে সেল

নিউজ ব্যুরো

১৪ অগাস্ট : এবার স্বাধীনতা দিবসে ইলেক্ট্রনিক্স অ্যাপ্লায়েন্সের বিশাল সম্ভার ও অতুলনীয় ডিল নিয়ে হাজির হয়েছে রিলায়েন্স ডিজিটাল। ভারতের সবথেকে বড় ইলেক্ট্রনিক্স রিটেলার রিলায়েন্স ডিজিটালের বহু প্রতিক্ষিত 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া সেল'-এর মাধ্যমে গ্রাহকরা কেনাকাটার ওপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন। ওই সেলটি সমস্ত রিলায়েন্স ডিজিটাল, মাই জিও, জিও মার্ট ডিজিটাল স্টোর এবং অনলাইনেও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে।

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০০৫/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১২-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৫১৪৭;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০২-০৯-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ ল' মেন্টেনেন্স লিড আসিড ব্যাটারি ৫০০ এএইচ, ৪ সেল ৮ ভোল্ট কনফরমিং টু ডিএলডব্লিউ স্পেসিফিকেশন নং-ডিইএল/এসপিএন/১১৩-আরইভি-০৩, জুলাই '১৮ অনুসারে। কনসাইনি: এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ: ২০০টি।
দ্রষ্টব্য:-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।
ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের নিযুক্তির জন্যে অধিসূচনা

টেন্ডার নোটিস নং. সি/৪৪২/এপি/এসটিবিএ/পিটি. । তারিখঃ ১২-০৮-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে জ্যেষ্ঠ মণ্ডল বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার মণ্ডল, ডাকঃ আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলাঃ আলিপুরদুয়ার, পিন-৭৩৬১২৩ তিন (০৩) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের "ই" শ্রেণীর এনএসজি-৬ স্টেশনসমূহে যাত্রীর জন্যে অসংরক্ষিত শ্রেণীর টিকিট জারি করার হেতু "স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট" (এসটিবিএ) রূপে চয়নিত করার জন্যে সিলবদ্ধ লেফাফায় আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করছে। এই অধিসূচনাটির বিস্তৃত তথ্য নিম্নঅনুসারে দেওয়া হল:
স্টেশনের নামঃ (১) চাপাগুড়ি (২) ময়নাগুড়ি রোড (৩) চৌতারা (৪) মাদারিহাট (৫) কালচিনি (৬) দেওয়ানহাট (৭) বেটগারা (৮) আন্টাগ্রাম (৯) কলাইগ্রাম (১০) শালবাড়ী (১১) গুমানিহাট (১২) মারাদাঙ্গা (১৩) লতাগুড়ি (১৪) দোমোহনী (১৫) জামালদহ গোপালপুর (১৬) গুলমা (১৭) নিউ দোমোহনি। বায়না রাশিঃ ২,০০০/- টাকা।
আবেদন পত্র বাক্সে জমা করার তারিখ এবং সময়: ২০-০৮-২০২৫ তারিখের ১০:০০ ঘণ্টা থেকে ১০-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং আবেদনের বাক্সটি খোলার তারিখ এবং সময়: ১০-০৯-২০২৫ তারিখের ১৬:০০ ঘণ্টায় এসিএম/II/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয় কক্ষে।
শর্তাবলির সঙ্গে আবেদনপত্র www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করেও প্রাপ্ত করতে পারবেন।
জ্যেষ্ঠ মাণ্ডলিক বাণিজ্যিক প্রবন্ধক, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

যোগানের কাজ

নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৬৩১। কাজের নামঃ ইএলজিআই এয়ার কম্প্রেসারের জন্যে পিওএইচ কিট (৫৪ মাস), মডেল-আরআর১৫০৭০, ১৬০০ এইচপি ডেমু ডিপিসিতে সংলগ্ন করা ইএলজিআই পার্ট নং. ০৭২৪২০৩০৯ (পরিশিষ্ট এ অনুসারে ৬৯ আইটেম/সেট অন্তর্ভুক্ত থাকা) মেকঃ ইএলজিআই। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ২,২৫,৩৩০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৬৩৮। কাজের নামঃ পিনিয়ন সহিত ইএমইউ/মেমু ট্রেকশন মোটর টায়ার ৪৮-৪৫-৬, মেধা পার্ট নং. এসপিটিএসএ ০০৭৯৩৩ আর০০১-পি, মেক-মেধা। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ২,৪৪,৫২০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৬৩৯। কাজের নামঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. এমপি.০.২৪.০০.৪৫ (আরইভি.০২) এর সঙ্গে ১৬০০ এইচপি আইজিবিটি ডেমুর জন্যে এই আইটেমের হেতু প্রয়োজন হওয়া আইসিএফ পরিশিষ্ট সহিত ডল নং. ৬ পর্যন্ত মাউন্টিং বোল্ট সহিত ট্রেকশন অল্টারনেটর কমপ্লিট (রেক্টিফায়ার এবং কাপলিং ছাড়া) মেক-টিজি-৭১-৫৯-৬ (মেধা)। পার্ট নং. এসপিটিএসএ-০১২১৫৫আর০০০১, মেক মেসার্স মেধা ট্রেকশন ইকুইপমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ৩,২১,২৪০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৬৭১। কাজের নামঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০০৮৪-২০০৮ আরইভি.১ অথবা অন্তিম অনুসারে সঙ্গে উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এলএইচবি পাওয়ার কারের জন্যে কিউমিনস কেটিএ ১৯জি১০ ইঞ্জিনের সঙ্গে সুসংগত ফ্লেক্সিবল কাপলিং, রাবাড় ইনসার্ট এবং কী সংলগ্ন সহিত ৫০০ কেভিএ, ৭৫০ ভোল্ট, ৩ ফেজ ব্রাশলেছ অল্টারনেটর। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ২,৫৫,৩৩০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৬৮৯। কাজের নামঃ ৫.৫ কেডব্লিউ/৭.৫ কেডব্লিউ, ১৫০০ এইচপি, ৪১৫ ভি, ক্ষমতাসম্পন্ন ৩ ফেজ ইণ্ডাকশন মোটরের যোগান, এফএল কারেন্ট ১১.৪ এ, এসও ডিউটি, ফ্রেম ১৩২এস, কানেকশন ডেল্টা, এবিবির মডেল নং. এম২বিএএ১৩২এসএমএ৪ এবং আইএস ১২৬১৫ঃ২০১৮ অথবা অন্তিমের সমপর্যায়ের, স্বীকৃত মেক. এবিবি/সিমেনস/জিই (টোকাঃ ১) যোগান ধরা সামগ্রী উপরোক্ত সমপর্যায়ের মডেল অনুসারে মাতৃক রূপে একই হইতে হবে) ২) ডাকের সময়ে অনুমোদিত প্রমাণ পত্রের আপলোডিঙের সঙ্গে কেবল ওইএম অথবা ওনাদের অনুমোদিত ডিলার দ্বারা সামগ্রী যোগান দিতে হবে। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ৭৬,৫৬০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৬৯৬। কাজের নামঃ স্পেসিফিকেশন আইআরএস এম-৪৪ অনুসারে স্টেইনলেস স্টীল শীট ৪ × ১২৫০ × ২৮৫০। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ২,৩৯,২২০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার নং. এনবি২৫৫৭৫৩। কাজের নামঃ মেধা পার্ট নং. এসপি৬৪৮ভি২৫০১০ অনুসারে ভিসিসির জন্যে মডিউল এসেমব্রি এম৬৪৮এলআরএমএস মেকঃ মেধা। (ওয়ারান্টির সময়সীমাঃ ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। বায়না রাশিঃ ৭৮,২০০/- টাকা।
টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Corrigendum Notice

1) WBMAD/JM/CH/eNIT-19/2025-26 Memo No.1752/JM Dated: 04/08/2025 (Tender ID: 2025_MAD_886840_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-20/2025-26 Memo No.1753/JM Dated: 04/08/2025 (Tender ID: 2025_MAD_886883_1
3) WBMAD/JM/CH/eNIT-21/2025-26 Memo No.1754/JM Dated: 04/08/2025 (Tender ID: 2025_MAD_886910_1)
4) WBMAD/JM/CH/eNIT-23/2025-26 Memo No.1756/JM Dated: 04/08/2025 (Tender ID: 2025_MAD_886956_1)
5) WBMAD/JM/CH/eNIT-25/2025-26 Memo No.1758/JM Dated: 04/08/2025 (Tender ID: 2025_MAD_887051_1)
6) WBMAD/JM/CH/eNIT-26/2025-26 Memo No.1759/JM Dated: 04/08/2025 (Tender ID: 2025_MAD_887081_1)
7) WBMAD/JM/CH/eNIT-27/2025-26 Memo No.1760/JM Dated: 04/08/2025 (Tender ID: 2025_MAD_887101_1)
8) WBMAD/JM/CH/eNIT-28/2025-26 Memo No.1761/JM Dated: 04/08/2025 (Tender ID: 2025_MAD_887112_1)
The above mentioned tenders date and time extension due to short fall of banking hours, so time extension may be allow further 7 (Seven) days.
Bid submission closing date : 25/08/2025 at 6.55 P.M.
Bid opening date : 28/08/2025
Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিফিকেশন এবং সিগন্যালিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিওএন/২০২৫/জেইডিএল/০৬; তারিখ ঃ ৩১-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. ঃ সিই/সিওএন/বি-এইচ/পিএমএস/২০২৫/০৪; কাজের নাম ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) বালুরঘাট-হিলি নতুন বিজি রেলওয়ে প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত বালুরঘাট ও কামারপাড়া সেকশনের (দৈর্ঘ্য: ১৩.৭৮৭ কিমি) নতুন একক ব্রডগেজ লাইনের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ, বিদ্যুতায়ন কাজ এবং সিগন্যালিং কাজের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদান করা। আনুমানিক মূল্য ঃ ৩,৭০,১৫,৫৯৬.৯৫/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১১-০৯-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টা এবং খোলা ১১-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডারের নথি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিই/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB/BLOCK/EO/06/MATIALI/2025-26
Last date of online bid submission: 27-08-2025 upto18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in .
Sd/-
Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ১৩.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল সিগনাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৩২_ওটি। কাজের নাম : ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে ওইএম/অনুমোদিত ডিলারদের সঙ্গে ৩ বছর মেয়াদে পূর্ব রেলওয়ের গোড্ডা ও কেটিজ্যুএন ডিভিসনে আনসালদো ভিত্তিক বৈদ্যুতিক ইন্টারলকিং প্রণালীর সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমান: ৪৮,৮১,২৯৭ টাকা। বায়নামূল্য: ৯৭,৬০০ টাকা। ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৩৩_ওটি। কাজের নাম : (ক) ভাগলপুর স্টেশনে সম্পূর্ণ নতুন আরপিএফ ৮০ শয্যার ব্যারাকের গ্রাউন্ড কনস্ট্রাকশন প্রতিস্থাপন, (খ) মালদায় ৩০ শয্যার আরপিএফ ব্যারাক নির্মাণ, (গ) সাহেবগঞ্জ স্টেশনে ঐতিহ্যমূলক পরিকাঠামোর সাথে যুক্ত সাহেবগঞ্জ ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন সংস্কার কাজ, কুরমাহাট ও হাঁসডিহা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে বাথেতে একটি হল্ট স্টেশন খোলা, (ঘ) গোড্ডা ও পোরেয়াহাট রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ভাটোন্ডায় একটি হল্ট স্টেশন খোলার সাথে যুক্ত এস অ্যান্ড টি কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ১,২৯,৮৫,৯০৭.৯৪ টাকা। বায়নামূল্য: ২,১৪,৯০০ টাকা। ক্র.নং ৩, ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৩৪_ওটি। কাজের নাম : (ক) এইএন/এসবিজি-র অধীনে এমজেপি-বিকেএসএল শাখার গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টাতে (৩৪.০৫৬ কিমি) বৃদ্ধি করার জন্য সুরক্ষা প্রাচীরের ব্যবস্থা (ফেজ-২), (খ) এইএন/জেএমপি-র অধীনে জেএমপি-কেইইউএল শাখার গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টাতে (২৫.৪৫ কিমি) বৃদ্ধি করার জন্য সুরক্ষা প্রাচীরের ব্যবস্থা (ফেজ-২), (গ) এইএন/জেএমপি-র অধীনে বিজিপি-জেএমপি শাখার গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টাতে (২৮.১১ কিমি) বৃদ্ধি করার জন্য সুরক্ষা প্রাচীরের ব্যবস্থা (ফেজ-২), (ঘ) এইএন/বিজিপি-র অধীনে বিকেএসএল-বিজিপি শাখার গতিবেগ ১৩০ কিমি প্রতি ঘণ্টাতে (২৮.১৭৬ কিমি) বৃদ্ধি করার জন্য সুরক্ষা প্রাচীরের ব্যবস্থার (ফেজ-২) সাথে যুক্ত এস অ্যান্ড টি কাজ। টেন্ডার মূল্যমান: ৩,৬২,২৭,৯৫৯.২৭ টাকা। বায়নামূল্য: ৩,৩১,১০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়: ২০.০৮.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডের অবস্থান : ওয়েবসাইট www.ireps. gov.in এবং নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদার কার্যালয়।
(MLD-145/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি সাইফুল রহমান, মৌজা পিকনিধারা জেএল নং 176 খতিয়ান নং 271, 5/8/25 ইং J.M.1st Class কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা মৃত ছকিমুদ্দিন সেখ থেকে ছকিমুদ্দিন মিঞা, পিতা মৃত ফেকা সেখ থেকে নিজামুদ্দিন হল।(D/S)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 12-08-2025 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Rafikul Haque করা হইল। Rafikul Haque এবং Ashibul Hoque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।(C-117439)

NIT NO-DDP/N-34/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur **Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT NO- DDP/N-34/2025-26 is 02/09/2025 at 13.00 Hours.** Details of NIT can be seen in **www. wbtenders.gov.in.**
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

অ্যাফিডেভিট

I, Asit Ghosh, S/o Late Ganesh Ghosh, on 29.07.2025 by affidavit at Coochbehar E.M Court, it is declared that Asit Ghosh & Asit Kumar Ghosh is same & one identical person.(C-117058)

টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৫ তারিখ: ০১-০৮-২০২৫ এর বিপরিতে সংশোধনী -০১

টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৫ (টেন্ডার নং. ০১ এবং ২) তারিখঃ ০১-০৮-২০২৫ এর বিপরীতে সংশোধনী নং.-০১।
এখন এইরকম পড়তে হবে: টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৮-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়।
অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Panchanan Nagar, Vivekananda Street
Cooch Behar - 736101, West Bengal

Admission Notification: Ph.D. Course Work Programme 2025	
Website Link for Online Application	https://www.cbpbu.ac.in
Commencement of Online Application	16.08.2025
Last date of Online Application	31.08.2025

Sd/-
Registrar (Addl. Charge)
Ref. No.: F169.V1/REG/1198-25
Date : 12.08.2025

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
from 14th Aug.'25
ধূমকেতু (বাংলা)
শ্রেঃ দেব, শুভশ্রী
Time : 12.30, 3.30 P.M.
COOLIE : The Power House (H)
Time : 6.30 P.M.

Now showing at
BISWADEEP
COOLIE
*ing : Rajnikanth, Shruti Hassan, Aamir Khan & Others
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৫৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৫৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

রাঙামতি তীরন্দাজ সন্ধে ৭.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.৪৫ ক্রান্তি, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.৩০ সঙ্গী, সন্ধে ৭.৩০ বারুদ, রাত ১০.৪৫ দুজনে

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ গোলন্দাজ, দুপুর ১২.৩০ পাওয়ার, বিকেল ৩.৩০ শুধু তোমারই জন্য, সন্ধে ৬.৩০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, রাত ৯.৩০ কেজিএফ-টু (বাংলা ভার্সন)

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, দুপুর ২.০০ আক্রোশ, বিকেল ৪.৩০ প্রধান, রাত ১.০০ কিডন্যাপ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ৪২ (বিয়াল্লিশ)

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আবার আসব ফিরে

জি সিনেমা : সকাল ১০.০০ সবরমতী এক্সপ্রেস (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার), দুপুর ১২.৩০ জাট (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার), বিকেল ৩.৩৩ দ্য কেরালা স্টোরি (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার), সন্ধে ৬.১৩ সূর্যবংশী, রাত ৮.৫৫ গেম চেঞ্জার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ উরি-দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, দুপুর ১.৫৮ চক্র কা রক্ষক, বিকেল ৪.৩১ রাউডি রক্ষক, সন্ধে ৭.৩০ দ্য হিরো ঃ লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, রাত ১০.০৬ ডেভিল ইন ডিউন

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ২.১৫ কহানি-টু, বিকেল ৪.২৬ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.৪৭ মিশন মজনু, রাত ৯.০০ তেজস, ১০.৫২ স্বতন্ত্র বীর সাভরকর

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের নানা অনুষ্ঠান

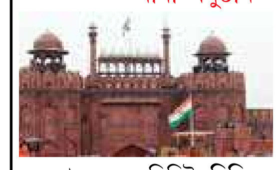

সকাল ৬.৩০ মিনিট, **দিল্লির লালকেল্লা থেকে দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে সরাসরি**

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

জাট (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) দুপুর ১২.৩০ জি সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সকলকে নিয়ে সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সুপারিশে পদোন্নতি। শেয়ারে বিনিয়োগ করবেন না। মিথুন : একাধিক উপায়ে উপার্জন ভালোই হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। স্ত্রীর ভাগ্যে ধনলাভ যোগ। কর্কট : কোনও পুরোনো জিনিস কিনে ঠকতে পারেন। স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের প্রচেষ্টায় ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি। সিংহ : আপনার সুমধুর কথার জন্য সমাজের বিশেষ খ্যাতি মিলবে। অতিরিক্ত বিলাসিতায় খরচ বাড়বে। কন্যা : অতি সাহসে হওয়া কাজ পণ্ড হবে। জনহিতকর কোনও কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। তুলা : পথেঘাটে তর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রেমের সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। বৃশ্চিক : অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সঞ্চয়ে বাধা পড়বে। কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা। ধনু : পুরোনো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সারাদিন খুব আনন্দে কাটবে। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। মকর : সন্তানের পড়াশোনায় কৃতিত্ব ও সাফল্যের জন্য গর্বিত হবেন। ব্যবসায়ীদের যোগাযোগের মাধ্যম মজবুত হবে। কুম্ভ : কুচক্রী কোনও আত্মীয়ের কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। আলস্য ত্যাগ করলে সাফল্য পাবেন। মীন : পারিবারিক কারণে ভ্রমণ বাতিল করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা থেকে সাবধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ শ্রাবণ, ১৫ অগাস্ট ২০২৫, ২৯ শাওন, সংবৎ ৭ ভাদ্রপদ বদি, ২০ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৫, অঃ ৬।৮। শুক্রবার, সপ্তমী রাত্রি ১।১৭। অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ১০।৫। গণ্ডযোগ দিবা ১।৩২। বৃষ্টিকরণ দিবা ২।৩১ গতে ববকরণ রাত্রি ১।১৭ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।১৭ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১।১৭ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।২৯ গতে ১১।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।১৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১।১৯ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১।১৭ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। স্বাধীনতা দিবস (৭৯ তম)। ঋষি অরবিন্দ ও কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।২০ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।২৭ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৬।৮ মধ্যে ও রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৪।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৪ গতে ১১।১১ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রাইম টাইমে নেপালি সিনেমা

দাবি অনীতের

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : প্রাইম টাইমে বাংলা সিনেমা দেখানো বাধ্যতামূলক করেছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সিনেমা হল এবং মাল্টিপ্লেক্সে প্রাইম টাইম অর্থাৎ দুপুর ৩টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে বাংলা সিনেমাই দেখাতে হবে। রাজ্যের এমন বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদে সমাজমাধ্যমে সরব হয়েছিলেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড। এবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা।

অজয়ের অভিযোগ ছিল, '২০১৭ সালে বাংলা ভাষাকে রাজ্যের অন্য প্রান্তের সঙ্গে পাহাড়েরও সমস্ত স্কুলে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করেছিল সরকার। এর প্রতিবাদে ১০৪ দিন বনধ পালিত হয়। রাজ্যজুড়ে এবার প্রাইম টাইমে বাংলা সিনেমা দেখানো বাধ্যতামূলক করা হল। এই সিদ্ধান্তকেও পাহাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।'

পাহাড়ে আঞ্চলিক ভাষায় সিনেমা দেখানো বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা। অনীত লিখেছেন, 'প্রাইম টাইমে বাংলা সিনেমা দেখানো বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তবে আমরা চাই, পাহাড়ের সিনেমা হল এবং মাল্টিপ্লেক্সে প্রাইম টাইমে নেপালি ভাষার চলচ্চিত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করা হোক। এই নিয়ম চালু হলে সাধারণ মানুষ নিজস্ব ভাষায় সিনেমা দেখার সুযোগ পাবেন। এই অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা এবং মানুষের কথা আরও বেশি করে প্রচারের আলো পাবে। তরুণ নেপালি চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহিত করবে।'

দার্জিলিংয়ে একটি মাল্টিপ্লেক্স রয়েছে। সেখানে তিনটি স্ক্রিনে সিনেমা দেখানো হয়। এছাড়া কালিম্পং, কার্সিয়াং ও মিরিকে একটি করে সিনেমা হল চলছে। পাহাড়ের ছোট ছোট এলাকাতেও বেশ কয়েকটি ছোট পর্দা এবং ভিডিও হল রয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা রাজা দাস - কে 18.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94H 88578 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই অপরিসীম আশীর্বাদের জন্য। এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। বর্তমানে আমি এখন আমার ভালোবাসার মানুষকে সাহায্য করতে পারবো এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আমার আর্থিক স্থিতি বজায় রাখতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

স্থানীয়দের দেখে ছুট দুষ্কৃতীদের

এটিএম লুটের ব্যর্থ চেষ্টা খড়িবাড়িতে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ির পর খড়িবাড়িতে এটিএম ভেঙে টাকা হাতানোর চেষ্টা বানচাল হয়ে গেল নাগরিকদের সময়োচিত উদ্যোগে। ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ভালুকগাড়া বাজারে বুধবার গভীর রাতের ওই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে শিলিগুড়ি মহকুমায় পুলিশি নজরদারি নিয়ে। খড়িবাড়ি ব্লকের ভালুকগাড়া বাজারে বেসরকারি ওই এটিএমের সামনে বিহারগামী জাতীয় সড়ক দিয়ে রাতভর পণ্যবাহী ট্রাকের যাতায়াত চলে। বুধবার বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ে দুষ্কৃতীদের একটি দল রাত ২টো নাগাদ লোহার রড দিয়ে ওই এটিএম ভেঙে লুটের চেষ্টা করে।

কিন্তু সিক্রেট চেম্বারে রাখা কারেন্সি ট্রে ভাঙার আগেই টের পেয়ে যান স্থানীয়রা। এক ডাম্পারচালক টের পেয়ে রাস্তার পাশে প্যাকেট চা বিক্রির দোকানদারকে জানান। এই দোকানগুলি সারারাত খোলা থাকে। দোকানদার প্রথমে খড়িবাড়ি থানায় ফোন করেন, পরে প্রতিবেশীদের জানান। লোকজনকে ছুটে আসতে দেখে দুষ্কৃতীরা খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রোড ধরে পালিয়ে যায়। পুলিশ গিয়ে এলাকার বিভিন্ন নাকা পয়েন্টকে সতর্ক করে।

তবে ঘোষপুকুরে পুলিশ দুষ্কৃতীদের গাড়িটি আটকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে দুষ্কৃতীদের মাথায় মাঙ্কি টুপি ছিল ও মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। বেসরকারি এটিএমটির সার্ভিস প্রোভাইডার পরে জানান, ৩-৪ ঘণ্টা আগে ৫ লক্ষ টাকা রিফিল করা হয়েছিল। লুটেরারা মেশিনটির মেটাল কভার প্রোটেক্টর ভাঙতে পারলেও ডিস্ট্রিবিউশন ট্রে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী বিমল বর্মন বলেন, 'বাজারের মধ্যে সদাব্যস্ত জাতীয় সড়কের পাশে এটিএম লুটের চেষ্টায় আমরা সকলে আতঙ্কিত।' তিনি এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন ও পুলিশি নজরদারির দাবি করেন। পুলিশকে ওই এটিএমের সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলেন, 'ঘটনা জানার ৪ মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফুটেজ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সাদা গাড়ি নিয়ে দুষ্কৃতীরা এসেছিল। গাড়ির নম্বর উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। এটিএমের সুরক্ষার জন্য বেসরকারি সংস্থাটিকে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করতে বলা হবে।' পুলিশের নাকা চেকিং আরও ঘনঘন করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। দুষ্কৃতীরা বিহার থেকে এসেছিল বলে অনুমান।

ভালুকগাড়ায় বেসরকারি সংস্থার ভাঙা এটিএম।

> ঘটনা জানার ৪ মিনিটের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফুটেজ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সাদা গাড়ি নিয়ে দুষ্কৃতীরা এসেছিল। গাড়ির নম্বর উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।
>
> **অভিষেক রায়**
> অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, দার্জিলিং

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অপরূপ।। রিশপের রাস্তায় ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ সরকার।

রাস্তা ভালো থাকলে বাঁচত প্রাণ

সন্তানদের হারিয়ে আক্ষেপ পাঘালুপাড়ার দম্পতির গলায়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : একজনের কোলে বছর দেড়েকের পুত্রসন্তান। পাশেই আরেকজনের কোলে মেয়েটি। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল বাড়ি থেকে ১০ কিলোমিটার দূর। তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে, যদি প্রাণ বাঁচানো যায় সন্তানদের। শেষরক্ষা অবশ্য হয়নি। কিন্তু সাহুডাঙ্গির পাঘালুপাড়ার দম্পতির যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই বৃষ্টিভেজা রাতে, তা এককথায় প্রশাসনিক ব্যর্থতার বড় উদাহরণ, বলছেন গ্রামবাসীরাই।

সকাল থেকে বৃষ্টি থামার নাম ছিল না। রাস্তার গর্তে জল জমে জলাশয়ের রূপ নিয়েছিল। চালক চেষ্টা করছিলেন সেসব এড়িয়ে চলতে। একবার গর্তে টোটোর চাকা পড়লে ওঠাতে হিমসিম খেতে হবে তাঁকে। সেই দুর্যোগের রাতে ভাঙাচোরা পথ পেরিয়ে পাঁচিল পড়ে জখম ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন দম্পতি।

আশিঘর থেকে নেপালি বস্তি যাওয়ার রাস্তার এমনই দশা। ছবি : সূত্রধর

এক ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল। বুকভাঙা কষ্ট নিয়ে মাঝেমধ্যেই বাবা-মায়ের মনে হয়, রাস্তাটি ঠিক থাকলে হয়তো সময় আরও কম লাগত। হয়তো তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেত হাসপাতালে। হয়তো...।

খানাখন্দে ভরা পথটি সারাইয়ের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু কবেই বা সহজে দাবি পূরণ হয়েছে আমআদমির। আদৌ কবে ফিরবে হাল, তার সদুত্তর নেই গ্রামবাসীর কাছে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মৃত শিশুদের বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন। বলেন, 'পরিবারটির পাশে রয়েছি আমরা। মুখ্যমন্ত্রীও বিষয়টি জানেন। তিনি দুঃখ পেয়েছেন।' ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা হয়েছিল রাস্তাটি নিয়ে কথা বলতে, তবে প্রতিবারই ব্যস্ত ছিলেন। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

> **হতাশার ছবি**
> - সকাল থেকে বৃষ্টি থামার নাম ছিল না
> - রাস্তার গর্তে জল জমে জলাশয়ের রূপ নিয়েছিল
> - চালক চেষ্টা করছিলেন সেসব এড়িয়ে চলতে
> - খানাখন্দে ভরা পথটি সারাইয়ের দাবি দীর্ঘদিনের
> - কিন্তু কবেই বা সহজে দাবি পূরণ হয়েছে আমআদমির

আশিঘর মোড় থেকে নেপালিবস্তির দিকে যাওয়ার রাস্তার পরিস্থিতি শোচনীয়। ছোট-মাঝারি-বড় আকারের গর্ত তৈরি হয়েছে। সেখানে বৃষ্টির জল জমে থাকে। বাইক কিংবা গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় খানিকটা অসাবধান হলেই বিপদ। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনাও ঘটে। পাঘালুপাড়ায় সেই দুই শিশুকে যে টোটোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার চালক বলছিলেন, 'পরিস্থিতি এমন ছিল যে, একসময় মনে হল যখন-তখন টোটোটি উলটে যাবে। একদিকে হাসপাতালে পৌঁছানোর তাড়া, অন্যদিকে রাস্তার ওইরকম দশা। কোনওরকমে সেই এলাকাটি পার হয়েছি।'

তিনি নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক। টোটোচালকের কথায়, 'রাস্তা বলে তো ওখানে কিছুই নেই। ৩০ মিনিটের পথ পেরোতে আমাদের ১ ঘণ্টা সময় লেগেছিল সেদিন। তবুও চেষ্টা করেছিলাম যত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারি হাসপাতালে। কিন্তু বাচ্চা দুটোকে আর বাঁচাতে পারলাম না।'

এইটুকু বলে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন তিনি।

তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর জের

এবার মেয়ের বাড়িতে তালা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : এক তরুণের মৃত্যুতে তালা ঝুলল তরুণীর বাড়িতে। ফুলেশ্বরীর দেবাশিস কলোনির সুরজিৎ দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরই তাঁর পরিবারের তরফে এক তরুণীকে দায়ী করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ওই তরুণীর বাড়ির গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয় সুরজিতের পরিবার এবং প্রতিবেশীদের একাংশ। পালটা প্রতিবাদ জানান মেয়েটির পাড়ার লোকেরা। যাকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ পৌঁছে তালা খুলে দেওয়ার পাশাপাশি দেবাশিস কলোনির বাসিন্দাদের সেখান থেকে হটিয়ে দেয়।

দেবাশিস কলোনির সুরজিতের মৃত্যুর রেশ কিছুতেই কাটছে না। মঙ্গলবার ছেলেটির মৃতদেহ রাস্তায় রেখে ফুলেশ্বরীতে হয়েছিল পথ অবরোধ। এক তরুণী ও তাঁর পরিবারকে গ্রেপ্তারের দাবিতে হওয়া অবরোধ তুলতে গেলে বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল পুলিশকে। পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। ঘটানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করার কথাও জানিয়েছিলেন ডিসিপি ইস্ট রাকেশ সিং। এদিকে, ওই ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটির বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার

> **যা ঘটেছিল**
> - দেবাশিস কলোনির সুরজিতের মৃত্যুর রেশ কিছুতেই কাটছে না
> - মঙ্গলবার ছেলেটির মৃতদেহ রাস্তায় রেখে ফুলেশ্বরীতে হয়েছিল পথ অবরোধ
> - বৃহস্পতিবার তরুণের পরিবারের কিছু সদস্য মিলে তরুণীর বাড়ির গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন
> - পরে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় পুলিশ

ঘটনা ঘটল। বৃহস্পতিবার তরুণের পরিবারের কিছু সদস্য এবং এলাকার বাসিন্দারা মিলে তরুণীর বাড়ির সামনে গিয়ে বাড়ির বাইরের গেটে তালা ঝুলিয়ে সামনে বসে পড়েন। ঘটনায় কিছুটা উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বাকবিতণ্ডা হয় ওই এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেয় পুলিশ। ওই তরুণের মামা বিধান দাস বলেন, 'পুলিশ প্রমাণ খুঁজছে। তবে সেই প্রমাণ পেতে পেতে আরও অনেক ছেলের জীবন নষ্ট হয়ে যাক, সেটা আমরা চাই না। পুলিশ, প্রশাসন আমাদের একটু সহযোগিতা করুক, আমরা সেটাই চাই।'

অন্যদিকে তরুণীর মায়ের অভিযোগ, 'ছেলেটি আমার মেয়েকে মারধর করত। সবসময় সন্দেহ করত। তাই আমার মেয়ে ছেলেটির সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখতে চায়নি। ওরা আমার মেয়েকে দোষারোপ করছে ছেলের মৃত্যুর জন্য, কিন্তু ওদের কাছে তো কোনও প্রমাণ নেই।' সোমবার রাতে দেবাশিস কলোনির বাড়ি থেকে সুরজিতের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মেয়েটি সম্পর্ক ছিন্ন করায় সুরজিৎ আত্মহত্যা করেছেন অভিযোগ তুলে ওই তরুণের বাড়ির লোক এবং প্রতিবেশীদের একাংশ তরুণীর কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন।

প্রেমিকের বাড়ির পাশে ঝুলন্ত দেহ

খড়িবাড়ি, ১৪ অগাস্ট : দীর্ঘদিনের প্রেম। মেয়ের বয়স ১৮ হলে বিয়ে দিতেও রাজি ছিল দুই পরিবার। কিন্তু তার আগেই অঘটন। বৃহস্পতিবার প্রেমিকের বাড়ির পাশে চা বাগানের ছায়াগাছে ঝুলন্ত দেহ মিলল মেয়েটির। ঘটনার পর প্রেমিকের পরিবারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন নাবালিকার মা। ঘটনাটি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খড়িবাড়ি ব্লকের ফুলবাড়ি চা বাগানে।

গত ৯ অগাস্ট রাখিপূর্ণিমার দিন নকশালবাড়ির আজমাবাদ চা বাগানে পিসির বাড়িতে গিয়েছিল মেয়েটি। পরিবারের দাবি, সেদিন বাড়িতে ফেরেনি সে। পাশেই প্রেমিকের বাড়ি থাকায় সেখানে গিয়ে ওঠে। চারদিন কেটে গেলেও বাড়ি না আসায় এদিন সকালে মেয়েটির মা-বাবা প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে বকাবকি করেন। এরপর তাঁরা নিজেদের মতো বাগানের কাজে চলে যান। প্রেমিকের বাড়ির সদস্যরাও নাকি ঘটনার পর কাজে চলে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই মেলে দুঃসংবাদ।

মেয়েটির মা এদিন খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ জানিয়ে বলেন, 'ছেলের মা আমার মেয়েকে ভালো চোখে দেখত না। তার জেরেই আমার মেয়েটা এই কাজ করল কি না জানি না!' প্রশ্ন উঠছে, চারদিন মেয়ে বাড়ি না ফিরলেও কেন তিনি আগেই পদক্ষেপ করলেন না? অভিযুক্ত প্রেমিকের বাবা সেই প্রসঙ্গ টেনে পালটা বলছেন, 'ওদের প্রেমের বিষয়টি আমাদের বাড়ির সকলে মেনে নিয়েছিল। মেয়ের মা ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন।' তাঁর যুক্তি, 'এদিন সকালে মেয়ের মা-বাবা আমাদের বাড়িতে এসে গালিগালাজ করেন। তারপর আমরা কাজে বেরিয়ে যাবার পর এই অঘটন ঘটে।'

ঘটনার সময় তরুণ প্রেমিক কোথায় ছিলেন, তা অবশ্য স্পষ্ট হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'মেয়ের বাড়ির অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।'

বিডিও'র দেখা পেলেন না বিক্ষুব্ধরা

অনাস্থায় অচলাবস্থা চটহাট-বাঁশগাঁওয়ে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ অগাস্ট : অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে জট কাটল না ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট-বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই প্রস্তাব পেশ হওয়ার পর এক মাস কেটে গেলেও তা নিয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক ডাকেননি বিডিও। এতে ক্ষুব্ধ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে গিয়ে দিনভর বসে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বিডিও'র দেখা পাননি।

পম্পা সিংহ নামে এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, 'আমরা দেখা করতে এলে বিডিও বেরিয়ে যান। অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা আটকে থাকায় এলাকার নানা সমস্যা মেটানো যাচ্ছে না।' চটহাট-বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সমস্যার পেছনে আছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। বিরোধীশূন্য এই পঞ্চায়েতে উপপ্রধান হাজিরা খাতুন সহ ১৫ জন সদস্য প্রধান রাজেশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন গত ১৫ জুলাই।

যদিও আরেক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ হাফেজ বলেন, 'আমাদের অনাস্থার পক্ষে প্রথমে ১৫ জন ছিলেন। পরে ৩ জন প্রধানের পক্ষে চলে যান। আমরা ১২ জন অনাস্থার পক্ষে আছি। আমরা চাইছি, নতুন বোর্ড গঠিত হোক।' মনে করা হচ্ছে, পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে রক্ষা করতে প্রশাসন অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বৈঠক ডাকতে গড়িমসি করছে।

ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত সদস্যরা।

যদিও এ বিষয়ে জানতে চাওয়ার জন্য বারবার ফোন করা হলেও ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস সাড়া দেননি। দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলও অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি। তিনি শুধু বলেন, 'বিডিও একটি ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়েস্টের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ব্যস্ত ছিলেন। বিডিও অফিসে কী হয়েছে তা আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

অনাস্থা প্রস্তাবের জেরে গ্রাম পঞ্চায়েতটির কাজকর্মে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করছেন খোদ উপপ্রধান হাজিরা খাতুন। তাঁর কথায়, 'বিডিও বারবার আমাদের ঘোরাচ্ছেন। ১২ অগাস্ট নোটিশ করার কথা ছিল। তা করা হয়নি।' যদিও প্রশাসন সূত্রে খবর, চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে বৈঠকের নোটিশ গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ছিল।

ইতিমধ্যে ওই অনাস্থা প্রস্তাব ঠেকাতে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, তৃণমূলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল ও দলের প্রাক্তন জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ ফাঁসিদেওয়ায় এসে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দলের বিক্ষুব্ধরা প্রধানকে সরানোর চেষ্টায় অনড়। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে গত নির্বাচনে ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৯টি, নির্দল ৮টি এবং বিজেপি ১টিতে জিতলেও পরে বিরোধীরা সবাই তৃণমূলে যোগ দেন।

অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য বিডিও বৈঠক না ডাকলেও বেশ কয়েকদিন প্রধান পদ থেকে রাজেশ মণ্ডল ইস্তফা দেবেন বলে উড়ো খবর ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও মোবাইল সুইচ অফ থাকায় প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

পাট ধোয়ার ব্যস্ততা। জটিয়াকালীতে বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

ঝুঁকি নিয়ে নদীতে, ডাকছে বিপদ

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : টানা বৃষ্টিতে জল বেড়েছে বালাসন, মহানন্দা, চামটা সহ বিভিন্ন নদীতে। অনেক সময় হঠাৎ করেই বেড়ে যাচ্ছে নদীর জলস্তর। কিন্তু সেসবের তোয়াক্কা না করে কেউ কেউ নেমে পড়ছেন নদীতে। আর ডেকে আনছেন বিপদ। গুলমা, তরিবাড়ির পর এই তালিকায় নবতম সংযোজন পাথরঘাটা। বুধবার সকালে চামটা নদীতে নেমে তলিয়ে যান দর্শা ওরাওঁ নামে এক প্রৌঢ়। বৃহস্পতিবার এনডিআরএফ-এর টিম নদীতে বোট নামিয়ে তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালায়। যদিও দর্শার খোঁজ মেলেনি। কেন বারবার এমন ঘটছে, প্রশাসনের তরফে কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে। যদিও পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ সাহিদ বলছেন, 'আমরা সচেতনতামূলক বোর্ড লাগাচ্ছি। এছাড়া পাড়ায় পাড়ায় মাইকিং করে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।' মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেছেন, 'মাইকিং করে সচেতনতামূলক প্রচারে আমরা জোর দিচ্ছি।'

লড়ছে ষাঁড়, ভুগছে মানুষ

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় ষাঁড়ের দাপটে বাসিন্দারা আতঙ্কিত। এর আগে ষাঁড়ের হানাদারিতে শহরের বেশ কয়েকজনের প্রাণহানির ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। ষাঁড়েদের নিজেদের মধ্যে মারামারির ঘটনায় অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। রাস্তা থেকে ষাঁড়গুলিকে তুলে সেগুলিকে সেফহাউসে নিয়ে গিয়ে রাখার কাজ শিলিগুড়ি পুরনিগম অনেকদিন হল বন্ধ রেখেছে। ফের যাতে সেই কাজ শুরু করা হয় সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

চলতি সপ্তাহে কলেজপাড়ায় দুটো ষাঁড়ের লড়াই ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। শিলিগুড়ি কলেজের দ্বিতীয় গেটের কাছে দুটি ষাঁড়ের লড়াইয়ের জেরে আশপাশের দোকান ব্যবসায়ীরা বন্ধ করে দেন। বহু চেষ্টা করেও সেই ষাঁড়গুলির মারামারি বন্ধ করা যাচ্ছিল না। সন্তোষ বণিক নামে এক বাসিন্দা বললেন, 'ষাঁড়ের লড়াইয়ের মাঝে পড়ে গেলে বড়সড়ো ক্ষতি হতে পারে। সামনেই উৎসবের মরশুম। অনেকেই রাস্তায় বের হবেন। সবার সুরক্ষার কথা চিন্তা করে এই ষাঁড়গুলিকে দ্রুত সরিয়ে নেওয়াটা ভালো। পুরনিগমের তরফে ইতিমধ্যে শিলিগুড়ির রাস্তা থেকে অন্তত ৩০টি ষাঁড়কে তুলে মেটেলির সেফহাউসে পাঠানো হয়েছে। ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'মেটেলির যে সেফহাউসে ষাঁড়গুলি রাখা হয়েছে, সেখানেও সেগুলি নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ছে। যে সংস্থা ষাঁড়গুলিকে সেফহাউসে রাখে, ষাঁড়গুলিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কিছু সমস্যা রয়েছে। তবে তারা সেই সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে। আবার শহর থেকে ষাঁড় সেফহাউসে নিয়ে গিয়ে রাখা শুরু হবে।'

গোরু উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : অসমে পাচারের আগে ১৮টি গোরু উদ্ধার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ফুলবাড়ি এলাকায় একটি ট্রাক আটক করে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানার পুলিশ। সেটিতে তল্লাশি চালাতেই গোরুগুলিকে উদ্ধার করা হয়। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি না থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম সফিকুল ইসলাম। অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠানে। শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

মেডিকেলে এমআরআই

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং এক বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি) নতুনভাবে এমআরআই পরিষেবা চালু হচ্ছে। স্বাস্থ্য ভবনের তত্ত্বাবধানে ওই সংস্থার প্রতিনিধিরা বৃহস্পতিবার মেডিকেলে এসে এমআরআই মেশিন বসানোর পরিকাঠামো দেখে গিয়েছেন। তাঁরা মেডিকেলে দ্রুত এমআরআই মেশিন বসানোর আশ্বাস দিয়েছেন ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলকে।

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পূর্বের বেসরকারি সংস্থার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এমআরআই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন রোগীরা। অবশেষে রাজ্য সরকার নতুন সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করায় স্বস্তি ফিরছে।

ফল বিলি

বাগডোগরা, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীদের মধ্যে ফল বিলি করে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরা। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ, সহ সভাপতি উমা করঞ্জাই প্রমুখ রোগীদের হাতে ফল দেন।

মাশরুম ফার্মে মহকুমা শাসক

চোপড়া, ১৪ অগাস্ট : ইসলামপুরের মহকুমা শাসক প্রিয়া যাদব বৃহস্পতিবার চোপড়ার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ধন্দুগছ গ্রামে এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাশরুম চাষের ফার্ম ঘুরে দেখেন। মাশরুমচাষি অঞ্জলি বসু দাস বলেন, 'ম্যাডাম মাশরুম চাষে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।'

দার্জিলিংয়ের দুই কন্যা পুরস্কৃত

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : কন্যাশ্রী দিবসে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পুরস্কৃত হলেন শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী তানিয়া গোপ। পুরস্কার পান দার্জিলিংয়ের ঘুমের বাসিন্দা প্রতিমা রাই। তিনি বর্তমানে সেন্ট জোসেফ কলেজের ছাত্রী। চলতি বছরেই এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন তিনি। পুরস্কার পাওয়ায় খুশি দুই কন্যাই।

১৯ বছর বয়সি তানিয়া জানান, কন্যাশ্রীর টাকায় স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে কম্পিউটারের কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরির চেষ্টাও করছিলেন। সেই চেষ্টাতে সফল হয়ে বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করছেন। তানিয়ার কথায়, চাকরি পাওয়ার জন্য কম্পিউটারের কিছু কোর্স করাটা খুবই প্রয়োজন ছিল। সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। বর্তমানে পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি করছেন। পরিবারকেও আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারছেন। তাঁর এই লড়াইয়ের কথা জানার পরই তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। জেলার দুই কন্যার এই সাফল্যে খুশি শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এদিন তিনি বলেন, 'এভাবেই একদিন আমাদের কন্যারা বিশ্বজয় করবে।'

অন্যদিকে, কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি শহরেও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দীনবন্ধু মঞ্চে কন্যাশ্রীদের দ্বারা পরিবেশিত সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে প্রকল্পের সাফল্য ও নারীর ক্ষমতায়নের বার্তা তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, এসজেডিএর চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল সহ অন্যরা। শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়েও কন্যাশ্রী দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে কন্যাশ্রী দিবস উপলক্ষ্যে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল।

আবরণ উন্মোচন

নকশালবাড়ি, ১৪ অগাস্ট : ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার নকশালবাড়িতে কার্গিল যুদ্ধে শহিদ সুরেশ ছেত্রীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন হতে চলেছে। দুই নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের পাশে সাতভাইয়া মোড়ে ওই মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে। ১৯৯৯ সালের ৭ জুলাই কার্গিল যুদ্ধে নকশালবাড়ির বাসিন্দা সুরেশ ছেত্রী শহিদ হন। তাঁর সম্মানে সাতভাইয়া মোড়ে আগে একটি শহিদ বেদি তৈরি করা হয়েছিল। এবার বসবে মূর্তি। শুক্রবার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মেজর জেনারেল জয়প্রকাশ সিং, বিশেষ অতিথি হিসেবে মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। শহিদের পরিবারের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন নেত্ররাজ ছেত্রী। গার্ড অফ অনার দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হবে।

মশারির ভিতরে খাচ্ছেন বাসিন্দারা

রণজিৎ ঘোষ

রাজগঞ্জ, ১৪ অগাস্ট : ল্যাপ্টোস্পাইরা সংক্রমণের পিছনে স্থানীয় ওই হ্যাচারির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত মহিলা ওই ফার্মেই কাজ করতেন। এক বছর আগে তৈরি ওই হ্যাচারির দুর্গন্ধে আশপাশের সাত-আটটি গ্রামের মানুষ টিকতে পারছেন না। এলাকায় মাছির দাপট এতটাই বেড়েছে যে, মানুষকে মশারির ভিতরে বসে খাবার খেতে হচ্ছে। আক্রান্ত গ্রামগুলির বাসিন্দাদের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ফলে অনেকের রুজিরুটিতেও টান পড়ছে। জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন অবশ্য ওই হ্যাচারি থেকে এই রোগ ছড়ানো নিয়ে নিশ্চিত নয়। যদিও ওই হ্যাচারিকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। সেই সঙ্গে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকেও সতর্ক করা হয়েছে। নিয়ম না মেনে অস্বাস্থ্যকরভাবে হ্যাচারি পরিচালনা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। হ্যাচারির ভিতরেই আবর্জনা মাটিতে জমানো হচ্ছিল। সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝোরার জলে ওই আবর্জনা মিশে জলকে দূষিত করে বলে অভিযোগ। ওই হ্যাচারি থেকে দুই কিমির মধ্যে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। এর আগে হ্যাচারি কর্তৃপক্ষকে দুই দিনের মধ্যেই তা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা শাসক। কিন্তু মুরগিগুলি সরাতে কর্তৃপক্ষ সাতদিন সময় চেয়েছে। প্রশাসন এক সপ্তাহের মধ্যে তা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। বৃহস্পতিবার জেলা শাসকের কনফারেন্স রুমে স্বাস্থ্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, পিএইচই, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে নিয়ে রাত পর্যন্ত বৈঠক হয়।

জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'হ্যাচারি চালানোর জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে অনুমতি ছিল না। তাছাড়া আরও কিছু নথিপত্রে গড়মিল পাওয়া গিয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হ্যাচারি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে বলা হয়েছে।'

যদিও ওই হ্যাচারিতে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীরা মানতে চাননি হ্যাচারির ফলেই এই রোগ ছড়াচ্ছে। চেকরমারি গ্রামের ৪০ জন কাজ করেন এখানে। পেলকুগছের এক শ্রমিক আফিনা খাতুন বলেন, 'আমি এখানে অনেকদিন ধরে কাজ করছি। আমার তো কোনও কিছু হয়নি।'

আতঙ্কে শুনসান রাস্তা। মনে করাচ্ছে করোনা পরিস্থিতির কথা। ছবি : সূত্রধর

একই কথা বলেন এখানে কর্তব্যরত সুপারভাইজার পুতুল রায়।

রাজগঞ্জ ব্লকের চেকরমারি, নতুনপাড়া, পেলকুগছ, পোয়ালিগছ লেপ্টোস্পাইরা কার্যত জাঁকিয়ে বসেছে। এদিন চেকরমারি, পেলকুগছ, বাইনগছ সহ আশপাশের গ্রামগুলিতে গিয়ে পোলট্রি ফার্মের দুর্গন্ধে মুখে রুমাল গুঁজতে হয়েছে।

এই ফার্মে তিন লক্ষাধিক পোলট্রি লালনপালন করা হয়। পোলট্রির মাংস এবং ডিম সমস্ত কিছুই এখান থেকে প্রতিদিন বিক্রি হয়। অথচ এখানে পোলট্রির মল, মূত্র সঠিকভাবে প্রক্রিয়াকরণ না করে সেগুলি আশপাশের এলাকা এবং সামনের ঝোরাতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। যার ফলে পুরো এলাকা দূষিত হচ্ছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'ল্যাপ্টোস্পাইরা মূলত ইঁদুরের মূত্র থেকে ছড়ায়। কোনও পশুপালনের জায়গা, চাষের জমিতে ইঁদুর মূত্রত্যাগ করলে সেই মূত্র মানুষের শরীরের স্পর্শে এলেও এই রোগ হতে পারে। সেই জন্য আক্রান্ত এলাকায় খালি পায়ে চাষের জমি সহ গ্রামে চলাফেরা না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

তবে, পোলট্রি ফার্মে ইঁদুরের মূত্র থেকেই এই সংক্রমণ ছড়িয়েছে কি না সেটা স্বাস্থ্য দপ্তর খতিয়ে দেখছে।

তথ্য সহায়তা - পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক।

স্বাধীনতার তিন কুড়ি আঠারো

বাঙালির বিষাদ গাথা

বুদ্ধিবলী বাঙালি বাহুবলীদের নিকট অসহায়। বাঙালি ভদ্রলোকের সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীরই একই চেহারা।

ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ

‘স্বাধীনতার ভোর অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে ভোর কেটে যাওয়ার পর একটু বেলা বাড়তেই আমরা বাঙালিরা টের পেয়েছি আমরা যেন কোথাও নেই। ছিলাম মধ্যমণি সহসা প্রান্তবাসী, সীমান্ত রাজ্য।’

--সন্তোষকুমার ঘোষ,

প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ ও কিংবদন্তি তুল্য সাংবাদিক-সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ বাংলা ১৩৭৮ সালে একটি বাংলা পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল, ১৯৪৭ সালের প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হচ্ছে যে, স্বাধীনতা তিন কুড়ি আঠারোতে সন্তোষকুমার ঘোষের কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে। তবে তিনি আর একটু পরমায়ু পেলে আজকের বাঙালির অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে যেতেন। এই শাস্তি কি বাঙালির বিশেষভাবে বাঙালি হিন্দুর প্রাপ্য ছিল? বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী ও বিশেষ দলীয় আদর্শে বিশ্বাসীরা আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন? এঁরা তর্ক করতে ভালোবাসেন। তর্কযুদ্ধে জিতে আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। কিন্তু কর্মযুদ্ধ থেকে পলায়ন করতে অভ্যস্ত। বুদ্ধিবলী বাঙালি বাহুবলীদের নিকট অসহায়। বাঙালি ভদ্রলোকের সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীরই একই চেহারা।

প্রাণ ও ধর্ম রক্ষার্থে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছিলাম ৬১ বছর পূর্বে। এখন জীবনের উপান্তে এসে এই পালিয়ে আসা দেশেও দেখছি প্রায় একই অবস্থা! অর্থাৎ ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে। ভূত বলে তোমায় পেলাম কাছে! এবার কোথায় পালাব? এই বিপুল বিশ্বে কোথাও পালানোর জায়গা নেই! আবেগায়িত হয়ে লিখছি না, বাস্তবের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়েই লিখছি। হাতির পালকে খেদানোর মতো বাঙালি খেদাও আন্দোলন শুরু হয়েছিল আগেই, এখন তা পূর্ণরূপে প্রকাশিত-বিকশিত। সাংসদ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আচরণ-উচ্চারণ আমাদের ভাঙা হৃদয়ে নতুন করে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। জ্ঞানবান পাঠক ক্ষমা করবেন। আমি আসলে এই পরিবেশ দেখেছি কৈশোরকালে। আমি মার্শাল ’ল দেখেছি, জরুরি অবস্থাও দেখেছি। তাই বোধহয় তৃতীয় নয়নটি খুব প্রখর। এখন তো ইতিহাস তৈরি করছে বিভিন্ন দলের আইটি সেল। স্বনামখ্যাত লেখিকা সংগীতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘লিখিত মিথ্যা তৈরি হচ্ছে’। এই ক্ষেত্রে কেউই রাজধর্ম পালন করছেন না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ভারতবর্ষের আর কোনও ভাষিক গোষ্ঠী ও রাজ্যবাসীকে এইসব হ্যাপা পোহাতে হয় না। এবারে একটু সর্বভারতীয় চিত্রের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

‘দুই অমিত’ যেসব কথা বলছেন এবং যে আচরণ করছেন তা আমাদের ব্যথিত করে। পাঠক ভাবছেন যে, দুই অমিত কে? একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা আর একজন ভারতীয় জনতা পার্টির আইটি সেলের মুখ্য অমিত মালব্য। ভারতবর্ষ নামের একটি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভুলে যাচ্ছেন যে, তিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর আইটি সেলের মুখ্য তিনি ভারতবর্ষ নামের দেশের শাসকদলের মুখপাত্র। তাঁরা যেমন সংবিধানের কথা বলছেন তাঁদের সংবিধান বিরোধী কাজের সমর্থনে, তেমনি বিরোধী দলের নেতারাও বলছেন। আসলে সংবিধানের শতাধিক সংশোধনী প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সংবিধান ১৪০ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারছে না। আজ যারা বিরোধী দল, তারা যখন সরকারে ছিল সংবিধানকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। সংবিধান নিয়ে এই যথেচ্ছাচারই আমাদের রাজনৈতিক জগতের কুশীলবদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে সংবিধান সভার সদস্য মিনু মাসানী মন্তব্য করেছিলেন, ‘আমরা সংবিধান রচনা করেছিলাম ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের জন্য। সেই ভদ্রলোক শ্রেণি আজ নেই।’

এ বিষয়ে বিশিষ্ট আইনবিশারদ ননী পালকিওয়ালাও একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। বাস্তব চিত্র হল, ভদ্রলোক, অভদ্রলোক, দলিত সংবিধান ভাঙার ক্ষেত্রে সকলেই সমান। অর্থাৎ তফাত হলেও তা উনিশ-বিশ মাত্র। একটি মজার উদাহরণ দিই। সদ্য প্রয়াত শিবু সোরেন যখন বেঁচে ছিলেন তখন নিজে প্রার্থী, বড় ছেলে প্রার্থী, মেজো ছেলে হেমন্ত প্রার্থী, স্ত্রী কল্পনা সোরেনও প্রার্থী। অতএব শুধু শুধু নেহরু বা গান্ধি পরিবারকে দোষ দিয়ে লাভ কী? পঞ্চায়েতের চেহারা আরও খারাপ। পরিবারতন্ত্র কাকে বলে? গণতন্ত্রের দফারফা হচ্ছে। এখন আমাদের গণতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করছেন ‘ইয়াহুরা’। এঁরা দেখতে মানুষের মতো, কিন্তু আচরণ ভিন্ন ধরনের। দি স্টেটসম্যানের কিংবদন্তি প্রধান সম্পাদক জিআর ইরানী রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বক্তৃতায় বলেছিলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতার অপব্যবহার ব্যাপারটা আমাদের রক্তগত।

এবারে শেষ করছি। শেষ করার পূর্বে বারবার স্মরণে আসছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম। ভাবি, তিনি না থাকলে পশ্চিমবঙ্গ কি পেতাম? বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও চতুরঙ্গ পত্রিকার একসময়ের সম্পাদক আব্দুর রউফ আনসারি লিখেছিলেন, ‘শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু স্বার্থ দেখতেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক বললে ফজলুল হককেও তাই বলতে হয়’।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক)

সেই বীরদের প্রকৃত সম্মান জানানোর দিন

ডঃ শীলা দত্ত ঘটক

স্বাধীনতা দিবস আমাদের আত্মার জাতীয় উৎসব। স্বাধীনতা মহাকাব্যে অসংখ্য স্বদেশপ্রেমী বীর শহিদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, নিঃস্বার্থ ত্যাগ, যন্ত্রণা, আত্মবলিদান শেষে ১৯৪৭ সালে ১৫ অগাস্ট, ঊষার স্নিগ্ধ অর্ক-রশ্মিতে আলোকস্নাত হয়ে আকাশে ওড়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের তেরঙা নিশান। অসংখ্য বীর-সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে অগণিত নাম-যাঁরা রয়েছেন হৃদয় মাঝে। শৈশবেই বিপ্লবের মশাল হাতে তুলে, বোমা নিক্ষেপে দুজন ইউরোপীয়কে হত্যার অপরাধে, ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ার আগেই সঙ্গী-বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী একদিকে আত্মহত্যা করলেন,

১৫ অগাস্ট মানে শুধুই স্বাধীনতার আনন্দ উদযাপন নয়, যাঁরা দেশকে স্বাধীন করেছেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোরও দিন।

অন্যদিকে বিচারে ফাঁসির সাজা হবে শুনেও, যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত করে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন স্বদেশপ্রেমিক নির্ভীক ক্ষুদিরাম বসু, পাটাতনে পা দিয়েই ফাঁসির দড়ি টানার প্রাকমুহূর্তে, যাঁর অকুতোভয় কণ্ঠে সোচ্চারে ধ্বনিত হয়েছিল ‘বন্দেমাতরম’।

যে মন্ত্রে স্বাধীনতা-মুক্তি-বাহিনী বিপ্লবের আগুনে নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দিতেন, সেই জাতীয়-মূলমন্ত্র বন্দেমাতরম সংগীতটির রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘ঋষি’ আখ্যায় ভূষিত হন।

জাতীয়তাবাদী তেজস্বী-পুরুষ বিপ্লবী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করে কারাদণ্ড ভোগ করলেও, জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করতে, দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে শামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেন সুস্থ-মুক্তিচেতনায়, বিভিন্ন প্রদর্শনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে। বিশেষত বড়লাট লর্ড কার্জন যখন সুকৌশলে দেশকে বিভক্ত করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত, সেইসময় সুপরিকল্পিতভাবে প্রবল প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ দেশ-বিভাগ রদ করেন। বাংলায় তখন জাতীয় অসম্মানের বিরুদ্ধে অভাবনীয়ভাবে সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হওয়ায়, তাঁকে ‘রাষ্ট্রগুরু’ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

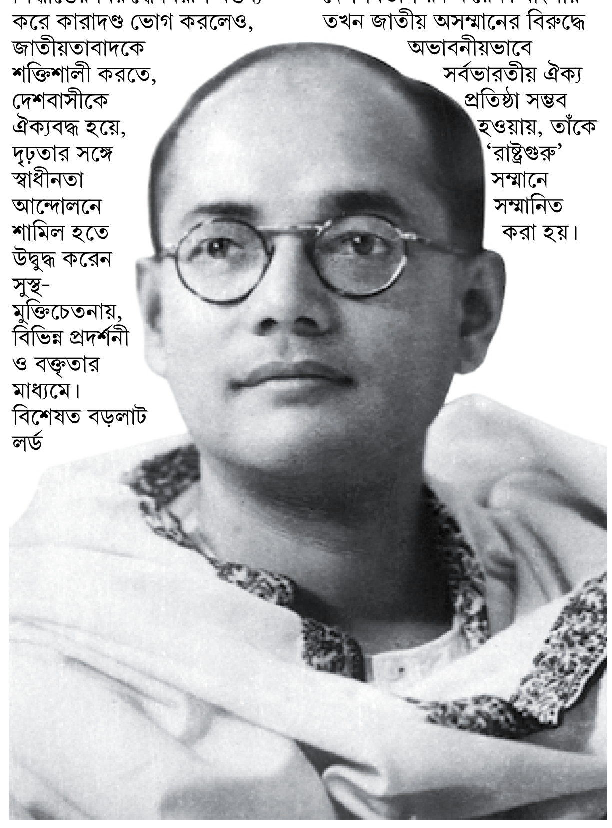

সেসময় বিটিশ সরকারের অমানবিক আচরণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ান মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। ইংরেজ শাসকদের নিপীড়নের বিরুদ্ধাচরণ করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সহ দেশজুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কষ্ট-বাধা উপেক্ষা করেও আমেরিকার শিকাগো শহরে স্বামী বিবেকানন্দ যেভাবে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তা চিরস্মরণীয়। এভাবেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম সহ বহু মনীষী প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁদের লেখনীর তীক্ষ্ণ আঁচড়ে-কথায়-গানে সর্বদাই উৎসাহিত করেছেন দেশের বীর সংগ্রামীদের। ভারতমাতার স্বাধীনতা অর্জনে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, ভগত সিং, মঙ্গল পান্ডে সহ ভারতের প্রথম মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজিনী নাইডু, কস্তুরবা গান্ধি, রানি লক্ষ্মীবাঈ, ঊষা মেহেতা, কল্পনা দত্ত, অরুণা আসফ আলির মতো অনেকের অবদান চিরস্মরণীয়।

প্রথম মহিলা শহিদ অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, যে বীরাঙ্গনার অবদান অনস্বীকার্য, দেশমাতৃকার কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে, ইংরেজদের অমানবিক-পাশবিক অত্যাচারের শিকার হলেও, বীরদর্পে দীপ্তকণ্ঠে নানা নীতিবাচক উক্তিতে তখন নারীদের মনে বিল্পবী-চেতনা জাগিয়ে তোলেন। কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভারতসন্তান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবিস্মরণীয় বলিষ্ঠ উক্তিগুলি আজও ভারতবাসীর রক্তে উদ্দীপনা জাগায়। স্বাধীন দেশের আমরা স্বাধীন নাগরিক বলে বড্ড গর্ববোধ করি। স্বাধীনতা দিবসের এই দিনটি অর্জন শুধুমাত্র আনন্দের নয় চিরস্মরণীয় বীরদের দেশের জন্য আত্মত্যাগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন।

সংবিধানের মূল্যবোধ, গণতন্ত্রের প্রকৃত মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সহ ভারতমাতার সম্মান-ঐক্য অটুট রাখার প্রতিশ্রুতি নেওয়ারও দিন। বন্দেমাতরম।

(লেখক জলপাইগুড়ির প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক)

Pomesh
SUPERSPECIALITY HOSPITAL

For the first time
in Siliguri Introducing
Advanced Robotic
Surgery

OPENING SOON

OUR SPECIALITY
- Dept. of Internal Medicine
- Dept. of Laparoscopic & Laser Surgery
- Dept. of Robotic Surgery
- Dept. of Obstetrics & Gynaecology
- Dept. of Paediatrics
- Dept. of Orthopedics
- Dept. of Gastroenterology
- Dept. of ENT
- Dept. of Liver Transplant
- Dept. of Surgical Gastroenterology
- Dept. of Surgical Oncology
- Dept. of Urology
- Dept. of Nephrology
- Dept. of Cardiology
- Dept. of Neurology
- Dept. of Neurosurgery
- Dept. of Endocrinology

Contact Us
9609 456 456
9093 456 456
www.pomeshhealthcare.com
Pomesh Superspeciality Hospital,
3rd Mile, Salugara,
Siliguri, West Bengal-734008

প্রশ্ন করার স্বাধীনতা চাই

রাষ্ট্রীয় পরিসরে স্বাধীনতা মানে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা। সেটা না থাকলে স্বাধীনতা শব্দের কোনও অর্থ থাকে না।

ডঃ কৌশিক জোয়ারদার

কবি শামসুর রাহমান ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতায় যে অবাধ অসীম আনন্দময় প্রান্তরের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, তেমন স্বাধীনতার দেখা কি আমরা পেয়েছি? নাকি স্বাধীনতা স্রেফ প্রতি বছরের ‘পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল’ হয়েই থেকে গিয়েছে? বস্তুত, ১৫ অগাস্ট ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত যে দিনটি আমরা পালন করি, তা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের দিন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনযন্ত্রে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষমতা পেলেন ভারতীয় নাগরিকরা। এই স্বাধীনতার অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল, প্রথম দিন থেকেই পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও পেলেন ভোটাধিকারের স্বীকৃতি- যা পেতে ইউরোপের অনেক তথাকথিত প্রাগ্রসর দেশেরও বিলম্ব হয়েছিল। তথাপি, দেশের ভিতরেই সদ্যপ্রাপ্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। একদিকে বামপন্থার সমর্থকদের পক্ষ থেকে স্লোগান উঠল- ‘লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদি ঝুঠা হ্যায়’।

যদিও এ বিষয়ে পার্টির অভ্যন্তরের দোলাচল ভবিষ্যতে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দক্ষিণপন্থী সংঘ পরিবারের পক্ষেও মনে করা হয়- দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করেনি। ‘স্বাধীনতা’- এই একটি শব্দে আসলে অনেক প্রত্যাশা লুকিয়ে আছে ঃ ক্ষুধা নিবৃত্তির স্বাধীনতা, কাজ পাওয়ার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, এইরকম আরও অনেক কিছু। এরই সঙ্গে যুক্ত মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা। দার্শনিক এই সমস্ত কিছুর মূলে গিয়ে প্রশ্ন করেন ঃ মানুষের স্বাধীনতা কি একটি বিভ্রম? নিয়ন্ত্রণবাদের মতে, আমরা স্বাধীন নই। যেমন, ধার্মিক বলবেন- আমি ঈশ্বরের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, তিনিই সর্বকর্মের কর্তা। ‘সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি’। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক কার্যকরণ তত্ত্বের দোহাই দিয়ে কেউ কেউ বলেন, মানুষের সকল কর্মের পেছনে প্রাকৃতিক কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে, তাই সে মোটেই স্বাধীন নয়। জটিল এই তাত্ত্বিক লড়াইকে পাশ কাটিয়ে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি- যদি স্বাধীন নাই হব, তাহলে আমার কাজের জন্য আমাকেই দায়ী করে শাস্তি বা পুরস্কারের অর্থ কী? এবং আমাকে নীতি ও নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেবারও তো মানে হয় না। নিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাস করতে শুরু করলে তো নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ধসে পড়বে। বরং অনিয়ন্ত্রণবাদ অনুসরণ করে বলতে পারি- স্বাধীনতা আমাদের কর্মের পূর্বশর্ত। আমরা কি উপলব্ধি করি না যে, দুটি বিকল্পের অন্যটিও বেছে নিতে পারতাম? সেই অনুসারে আমরা কি ভবিষ্যতে নিজেদের সংশোধন করি না? বস্তুত, ইচ্ছার স্বাধীনতা, বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ও কর্মের স্বাধীনতার মধ্যে আমি তফাত করি না।

তাই স্বামী বিবেকানন্দের ওই কথাটি আমি খুব মানি- মানুষের কর্মই তাঁর ভাগ্য। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সর্বক্ষেত্রে মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি শর্ত মাত্র। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি একটি সুচিন্তিত সংবিধান গ্রহণ ও কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই সংবিধান নাগরিকদের কর্তব্য, অধিকার ও তার সীমাও নির্দেশ করে। স্বাধীনতা একটি সীমার মধ্যেই অর্থপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ‘আত্মনিয়ন্ত্রণ’ কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। স্বপ্নদর্শীর আদর্শ সমাজে সকল মানুষের স্বাধীনতা সহাবস্থান করবে তখনই, যখন ব্যক্তি নিজেই তার স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করবে। যতদিন না তা হচ্ছে, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে বাইরে থেকেই নাগরিকদের কর্মে লাগাম পরাতে হয়। সমস্যা হল, একটি অসংবেদনশীল শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাগরিকের স্বাধীনতার সীমা বেঁধে দেবার উপরেই জোর দেবে। জনকল্যাণের কর্তব্য পালনে নিজেদের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে যে কোনও প্রশ্নকে দমিয়ে দেওয়াই তাদের প্রধান প্রকল্প হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে স্বাধীনতা মানে ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা। ভোটদানের মাধ্যমে কেবলমাত্র শাসকের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করাই নাগরিকের ভূমিকা হতে পারে না।

(লেখক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

INSPIRIA KNOWLEDGE CAMPUS
Affiliated To MAKAUT
Best BBA, BCA, Media Science, Animation, Hotel Administration, Interior Design and Multimedia College
GET FREE CAREER ADVICE 8900755550
Himachal Vihar, Matigara, Siliguri, District : Darjeeling

The Management, Principal, Staff and the Students of BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL solicit your benign presence on the
4th Inter-School Sports Championship - 2025
Chief Guest: Shri Ashutosh Kumar Singh, DIG, BSF, Cooch Behar Sector
Guest of Honour: Shri Dyutiman Bhattacharya, IPS, Superintendent of Police, Cooch Behar
Distinguished Guest: Shri Krishna Gopal Meena, IPS, Additional Superintendent of Police, HQ, Cooch Behar
Special Guest: Mr. Harihar Das, Chairman, Rajbanshi Bhasha Academy, West Bengal
Celebrity Guest: Mr. Mehtab Hossain, Former Football Player, Indian National Team
SATURDAY AUGUST 23 AT 12:30 PM
Venue: BMMS Playground

manipalhospitals LIFE'S ON
স্বাস্থ্যসেবায় উৎকৃষ্ট মানের প্রতিশ্রুতি
মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি
সর্বাধুনিক পরিকাঠামো এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য
24/7 উন্নত ইমার্জেন্সি ট্রমা ও ক্রিটিকাল কেয়ার পরিষেবা
MARS 95939 00900
২৪ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা
আমাদের পরিষেবা
ইন্টারনাল মেডিসিন | গাইনোকোলজি | পেডিয়াট্রিক্স
জেনারেল সার্জারি | গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি | নেফ্রোলজি
প্লাস্টিক সার্জারি | পালমনোলজি | অর্থোপেডিক্স
নিউরোসার্জারি | ইউরোলজি | ইএনটি
মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি
মেঘনাদ সাহা সরণি, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪০০৩
+91 353 2518667/ 95938 00800

উত্তরবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ ক্যান্সার পরিষেবা
মণিপাল হসপিটাল রাঙাপানি
পরিষেবা
মেডিকেল অঙ্কোলজি: কেমোথেরাপি | ইমিউনোথেরাপি হরমোন থেরাপি | টার্গেট থেরাপি
সার্জিকাল অঙ্কোলজি: অঙ্গ নির্দিষ্ট ক্যান্সারের সার্জারি
রেডিয়েশন অঙ্কোলজি: ইমেজ-গাইডেড ও ইনটেনসিটি-মডুলেটেড থেরাপি - হ্যালসিয়ন রেডিয়েশন থেরাপি, ব্র্যাকিথেরাপি
অঙ্গ নির্দিষ্ট ক্যান্সারের চিকিৎসা
হেড এন্ড নেক ক্যান্সার । ব্রেস্ট ক্যান্সার । ওভারিয়ান ক্যান্সার
সার্ভাইকাল ক্যান্সার । গ্যাস্ট্রো ও জিআই ক্যান্সার । লাংস ক্যান্সার
ক্যান্সার বোন ও সফ্ট টিসু ক্যান্সার । ইউরোলজিক্যাল ক্যান্সার
মণিপাল হসপিটাল রাঙাপানি
রাঙাপানি, শিলিগুড়ির কাছে, জেলা- দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩৪৪০৪
+91 99333 56081 / 95938 00800
www.manipalhospitals.com

Advanced Laser Surgery for Piles/Haemorrhoids, Fissures, Fistula, Pilonidal sinus
Lasotronix Laser
DR. T DAS, MBBS, MS, FIAGES
Advanced Laparoscopic Laser Endo Surgeon
86531-69717
SUBARNO MEDICAL, COOCHBEHAR

NOVENA College & School of Nursing, Affiliated to INC/WBNC
Admission Enquiry for B.Sc Nursing and GNM Nursing
Academic Session 2025-26
Contact: Novena College & School of Nursing, NEAR CITY CENTRE, MATIGARA, SILIGURI
PHONE: 8927550599 / 8918447474

DATM, MAKAUT, ISOAH
Admission Open for 2 Year M.sc in Computer Science with CYBER SECURITY DIPLOMA
8 LPA
Student Credit Card & Swami Vivekananda Scholarship
For Admission 7001312266 | 9007392360
DATM COLLEGE, NEW ALIPURDUAR STATION ROAD, ALIPURDUAR, Contact - 7001312266
ISOEH, Baghajatin Park Main Road, Sub-Registry Office Building, 1st Floor, Siliguri, District: Darjeeling, West Bengal 734001, Contact: +91 9007392360/+91 81004 42827

মৃত্যুঞ্জয় রায় ক্লিনিক
হাঁটু এবং হিপ জয়েন্ট প্রতিস্থাপন
লিগামেন্ট-এর মাইক্রোসার্জারি
DR. MRITYUNJAY ROY, MBBS, MS - Orthopaedics
হাড় ভাঙা, হাড়ের যন্ত্রণা, হাড় ক্ষয়ে যাওয়া সংক্রান্ত চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন
ইয়েলো হাউস, হরেন মুখার্জি রোড, শিলিগুড়ি
অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
94331-85512 / 70015-26635

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা
সেরা আতসবাজি-এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
আজও অদ্বিতীয়!
বুড়িমার আতসবাজি
Happy Independence Day
BURIMA FIRE WORKS, BELUR • HOWRAH Ph. 033-26545744

SISTER NIVEDITA EDUCATIONAL PVT. LTD.
R.R.N. Road Bye Lane Cooch Behar
Website: www.sisterniveditaedu.com
B.Ed ADMISSIONS 2025 SESSION
UNDER BSAEU AFFILIATED COLLEGES
COOCHBEHAR, ALIPURDUAR, JALPAIGURI, NADIA, MURSHIDABAD, DAKSHIN DINAJPUR
SUBJECT: Bengali, English, History, Philosophy, Geography, Nepali, Urdu, Hindi, Commerce, Economic, Sociology, Computer Science, Music, Education, Political science etc.
8617892964,7001268274

PCB SUPER-30
Admission Open DROPPER BATCH for NEET/JEE
PRASHANT KUMAR
100% of our students qualified NEET 2025
90023-10606, 84478-91321
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri
www.pcbsuper30.com
super30siliguri@gmail.com

DATM COLLEGE
Admission going on.... (Limited Seats)
• BSC IN OPTOMETRY, Eligibility: 10+2 (Science)
• BSC MEDICAL LAB TECHNOLOGY, Eligibility: 10+2 (Science)
• BCA (H) with CYBER SECURITY, Eligibility: 10+2 Any stream
NEW ALIPURDUAR STATION ROAD, ALIPURDUAR
CONTACT - 7001312266

Siliguri Club
Visit once a day & Keep doctors away
HAPPY INDEPENDENCE DAY
Call- 86099 82828

AAKASH HOSPITAL
DR. A. K. MAJI, M.B.B.S., D.G.O., M.D.(KOL), CONSULTANT OBSTETRICIAN & GYNAECOLOGIST
DR. ARITRA MAJI, MBBS, MS, DNB, D.MAS, F.MAS, F.ART, OBSTETRICIAN & GYNAECOLOGIST, LAPAROSCOPIC SURGEON & INFERTILITY SPECIALIST, Consultant at Neotia Getwel, Siliguri
DR. SREEMAYEE KUNDU, M.B.B.S., M.D., F.I.P.M., F.P.C.C., CONSULTANT PEDIATRICIAN NEONATOLOGIST, PEDIATRIC INTENSIVIST, Consultant at Neotia Getwel, Siliguri
Ashrampara, Nazrul Sarani, Siliguri
CONTACT : 9434007287 / 097491 13393

NAVJEEVAN HOSPITAL & RURAL HEALTH CARE CENTRE
Available Speciality / Department
General Medicine, Laparoscopy & General Surgery, Orthopaedics & Joint Replacement Surgery, Obstetrics and Gynaecology, Paediatrics and Neonatology, Pulmonology, Gastroenterology, Cardiology, Neurology and Neurosurgery
Urology, Nephrology, ENT, Psychiatry, Physiotherapy, Radiology, Microbiology, Pathology, Spine Surgery, Dental Surgery
24/7 EMERGENCY SERVICES
Available Services: Multislice CT Scan, Operation Theatre, Digital X-Ray, Ultrasound, Echo, ECG, TMT/Holter, 24x7 Emergency & Trauma Care, Pharmacy, Critical Care Units (ICU, NICU, HDU), Dialysis
CALL FOR APPOINTMENT 74793 17696
navjeevanh2003@gmail.com
www.navjeevanhospitals.org
Gayaganga, Church more, Kamala Bagan, Darjeeling-734426

SILIGURI PATH BHAWAN
Give Your Child The Best Start and Lay a Solid Foundation for your Child's Future
HAKIMPARA: CLASS: NURSERY TO CLASS IV, Jagadish Chandra Bose Road, Call: 0353-2520737
DESHBANDUPARA: CLASS: NURSERY TO CLASS IV, Uday Shankar Sarani, Call: 0353-3100144
HAIDERPARA: CLASS: NURSERY TO CLASS IV, Netaji Sarani, Call: 0353-3551436
THE PATH BHAVAN MISSION HIGH SCHOOL: CLASS: V TO CLASS X, Laxmi Jote, Fulbari Canal Road, Jalpaiguri, Call: 70311-27741

বাঙালিয়ানা লুপ্ত হয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন প্রজন্ম যারা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজির মিশেলে বাঁচতে পছন্দ করছে।

ছবি: অপর্ণা গুহ রায়

মর্ত্যে জ্বলুক অমর শিখাটি

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

ঈশাবাস্যম্ ইদম্ সর্বম্।
যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, মা।
গৃর্ধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।।

ইশোপনিষদের এ দুটো লাইন ঘুরে ঘুরে আসছে কেবলই। 'স্বাধীনতা' এই ছোট্ট শব্দের কতটা শক্তি, কতটা আত্মিক শুদ্ধি, কতটা ত্যাগ আমরা শিখেছি! স্বাধীনতা মানে শুধু উৎসব নয়। এক গৌরবময় সময়, ত্যাগ আর স্বপ্ন কথার ইতিহাস। পরপর কতগুলো বিশেষ সাল তারিখ, শতশত মহান মানুষের আত্মত্যাগ লেগে আছে আমাদের মুক্তির সোপান তলে। আমার দেশ... তার ভাষা, ধর্ম, ঐতিহ্য এই শব্দগুলো আমাদের ভাবাবেগে জেগে থাকে। ২০০ বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল একদিনে ছিঁড়ে যায়নি। আত্মত্যাগী একদল বিপ্লবী... নেতাজি সুভাষ, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মতো অসংখ্যজন শুধুই আপামর মানুষ আর মাটির কথা ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তির টানে।

স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরেও সত্যিকার স্বাধীনতার সূর্য, যথার্থ অধিকারের তালিকা পূর্ণ হয়েছে কি! আমাদের সংবিধান সূত্রটি ভারত ইতিহাসের উপাদানগত বীজমন্ত্র 'Unity among diversities'...জাতি, ধর্ম, ভাষাগত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র থাকলেও সার্বিক ঐক্যের কথা, বিবিধের মাঝে মিলন সূত্রের কথা উঠে আসে। স্বার্থ, সংশয়, দারিদ্র্য, অধিকার অনধিকারের প্রশ্নে পিছিয়ে পড়া যন্ত্রণার ছবি মানব আত্মাকে পীড়িত করছে প্রতিদিন। সত্যিকার শিক্ষার আলোর ছবি উঠে আসে মহাকাশ যাত্রায় সফল শুভাংশু, সুনীতাদের জয়ে অথবা সাহিত্য, চলচ্চিত্রের উচ্চকিত প্রচারে চারদিক আলোময় হয়ে উঠলেও বুকের ভিতর ফাঁপা দামামার শব্দ ওঠে। এত বছরের কর্ম, ত্যাগ, তিতিক্ষার পরেও মফসসল, গ্রাম বা শহরের আজিজুল হক নিজের শিশুসন্তানকে হত্যা করে নিজেও মৃত্যুবরণ করে নিতে বাধ্য হয়। দু'বেলা দু'মুঠো খাদ্যের অভাবে। কত আজিজুলের খবর আমরা প্রতিদিন সংবাদ হতে দেখি, আজও শিক্ষা, আধুনিকতার বড়াই করা সমাজ দেখে, কন্যাসন্তানকে দূরে ফেলে দিচ্ছে তার মা। শুধু অন্নাভাব নয়, অন্তরে নিভৃতিতে জড়িয়ে থাকে কুসংস্কার, নারীর পরাধীনতার গ্লানি অথবা পারিপার্শ্বিক প্রভাব। এ শিকল দৃশ্যমান নয়, তথাকথিত শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনগণ প্রাণ খুলে নারী মুক্তির তড়িৎ চকিত হওয়ায় দ্বিধান্বিত।

যে সন্ধ্যায় বসে স্বাধীনতার কথা লিখছি ঠিক সেদিনই আমাদের সত্যিকার একজন মানুষ, কবি, যিনি প্রতিবাদে শামিল থেকেছেন মানবতায়, যিনি লেখায় রেখায় গানে মাটিকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, জালিয়ান ওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফিরিয়েছেন 'নাইট' উপাধি, তাঁর মৃত্যুদিন, ২২শে শ্রাবণ। প্রতিবছর সঙ্গে থাকে তাঁর কলমের উচ্ছ্বাস। মৃণাল, নন্দিনী, অভিজিৎ ও তাঁর সৃষ্টিরা যেমন মাটিকে দু'হাতে নিয়েই ঘর ছাড়ার অভিমুখী লড়াইয়ে নেমেছিল, তেমনি সবুজ মাঠে পাকা ফসলের রঙে মিশিয়ে দিয়েছিল আত্মিক স্বাধীন চেতনা... সেই তো ভারতের আলোটুকু।

স্বার্থ, সংশয়, দারিদ্র্য, অধিকার অনধিকারের প্রশ্নে পিছিয়ে পড়া যন্ত্রণার ছবি মানব আত্মাকে পীড়িত করছে রোজ।

সমস্ত সম্প্রদায়ের এক পৃথিবীর মুক্ত আলো দেখার সময় আজ। ৭৮ পেরিয়ে যাচ্ছে, আমাদের 'ঐক্য' কোথায়! কোথায় শিক্ষার অধিকার! পথে বসে আছেন হাজার হাজার শিক্ষক ধিকার হারিয়ে, দিকে দিকে দুর্নীতি সমাজের গোড়া ধরে নাড়া দিয়ে যায়, কত কথা থাকে গাছের শাখায়, পাতায়, সবুজে। নারীর অমর্যাদার, খুন, ধর্ষণের প্রতিবাদে আন্দোলন হয়। প্রতিবাদে মুখর পৃথিবী, বিচারের বাণী অস্ফুট থাকে। একবছর কেটে গেলেও নির্যাতিতার শোচনীয় পরিণতির বিচার হয় না।

চোখ বুজে কবিগুরুর যে গান গাই স্বাধীনতার আলোয়, পবিত্র ত্রিবর্ণ পতাকাখানি আকাশে উড়তে দিই, ঝরে পড়া ফুলের সঙ্গে ডানা মেলে সকালের পাখি, ঠিক তখন সেই গান না গেয়ে পারি না যে, 'সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে... সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে'/দেশ জননী যতই দরিদ্র হোন, রানির মতো ঐশ্বর্য তার নাই থাক, এ প্রকৃতি, এ মায়ায় শরীর জুড়িয়ে নেওয়াই পরম আশ্রয়। এই স্বাধীন আলোটুকু যেমন প্রথম চোখ জুড়িয়েছে, ঐ আলোতেই মুদে আসে নয়ন...'

স্বাধীন প্রত্যয়ে জোরালো হোক স্বর। এ মাটি হোক সমঅধিকারের। আলোর, ছায়ার, মায়ার। ক্ষুধা নিবৃত্তির পূর্ণতায় নিঃসীম স্বরে সে আলাপটুকু জড়িয়ে থাক। আওয়াজ উঠুক, 'আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।'

(লেখক সাহিত্যিক)

প্রকৃত মানুষ হতে গেলে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে

দেবাশিস ঘোষ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আগে কবি লিখেছিলেন-

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে...! দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে...!' – কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রায় আট দশক পরেও আমরা শুধুমাত্র দাস নয়, দাসানুদাস, আমাদের লেশমাত্র আত্মবিশ্বাস, আত্মগরিমা অবশিষ্ট নেই। তবু আমরা স্বাধীন দেশের মানুষ, সর্বোপরি আত্মবিশ্বাসহীন ভোটার, রাজনীতিবিদদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে দিব্য বেঁচে আছি।

এসে পড়েছে আমাদের অতি প্রিয় উৎসব, বাঙালির তেরো পার্বণের মতো স্বাধীনতা দিবস। এই দিন সর্বত্র দেখা যাবে ফুটপাথের দোকানগুলি তেরঙা পতাকা, রিবন, ব্যাজ, টুপি, প্লাস্টিকের তেরঙায় মুখ ঢেকেছে। আমরা দেখতে পাব কিছু মানুষ সকাল সকাল টিভির সামনে বসেছে ভাষণ দেখতে।

কারণ এখন জনগণ আর কিছু শোনে না, শুধুমাত্র দেখেই যায়। ওইদিন আরও দেখা যাবে চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিক, আদর্শহীন জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতির কারবারিদের যারা মিডিয়া পরিবেষ্টিত হয়ে ভাড়াটে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ লোক দেখানো শহিদ বেদিতে মাল্যদান করবেন। এই বিশেষ দিনে বেকাররা পাড়ার ক্লাবে যাবেন। মধ্যবিত্তরা যাবেন শপিং মলে ছাড়ে মাসকাবারি বাজার করতে।

অনেকে ছাড়ে সস্ত্রীক হোটেল, রেস্তোরাঁয় ভূরিভোজে মাতবেন। দুপুরে সরকারি টিভি চ্যানেলে দেখানো হবে সন্ত্রাসের জন্মদাতা পাকিস্তানকেন্দ্রিক কোনও সিনেমা, সর্বোপরি সবাই সবকিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে- লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দেখতে থাকবেন' – এইভাবেই আমরা গতানুগতিকভাবে পার করে দেব আমাদের পূর্বজদের রক্তে রাঙানো পবিত্র স্বাধীনতা দিবসকে। কিন্তু আমরা একবারও আত্মবিশ্লেষণ করব না, আমাদের ব্যর্থতা ঢাকতে একবারও ভাবব না কত মানব এই দেশকে শৃঙ্খলামুক্ত করতে মহামানব হিসাবে প্রাণপাত করেছেন।

আত্মবিসর্জন দিয়েছেন হাসিমুখে। আমরা ভাবব না চিন্তায়, কর্মে, মানসিকতায় ক্রমশ আমরা পিছিয়ে পড়ছি। একটা অক্ষম ক্রোধ আমাদের হৃদয় ফেটে বেরুতে চাইছে, কিন্তু পারিপার্শ্বিক দলতন্ত্রের প্রভাবে তা বুকে বয়েই বেড়াতে হচ্ছে। স্বাধীনতালাভের এত দশক পর আমরা জানতে পারছি ঘুষের অপর নাম কাটমানি, নির্বাচিত সরকার কর্মহীন তরুণ-তরুণীদের ছলের চাকরি দিয়ে প্রতারণা করছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে রাজনীতিবিদেরা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আজ আমরা অনুকরণপ্রিয় হয়েছি, তাই বাংলামাধ্যম স্কুল বন্ধের পথে, বাঙালি অভিভাবক ইংরেজিমাধ্যম স্কুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আমরা সবই দেখছি কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিবেশবিদ্যার নতুন নতুন বই বাংলায় তৈরি করিনি। সর্বোপরি অফিসের ফাইলে বাংলায় মন্তব্য লেখার মতো পরিভাষাও আমাদের আয়ত্তে নেই।

বাঙালির আত্মবিশ্বাস টলে যাচ্ছে। বাঙালিয়ানা লুপ্ত হয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন প্রজন্ম যারা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজির মিশেলে এক হাঁসজারু ভাষায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করছে। পাশ্চাত্যের কায়দায় স্বল্প পোশাকে পশ্চিমী সংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যাচ্ছে, পূর্ব বাংলার বাঙালিরাই এই বাংলায় ছিন্নমূল হয়ে আসেনি। গোটা বাঙালি জাতিই ভারতবর্ষে ছিন্নমূল হয়ে পড়েছে। তাদের দরকার আত্মবিশ্বাস। তা যদি না থাকে তাহলে একেকটি মানুষ একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন।

তাই বাঙালিকে আত্মবিশ্বাসী হতেই হবে। না হলে পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দুর্বলতাকে নিয়ে বীরভোগ্যা স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করা যাবে না। আত্মবিশ্বাসী না হলে আমরা বাঙালি হয়েই থাকব, আমাদের মানুষ হওয়া হবে না। তাই আমাদের আত্মবিশ্বাসী হতেই হবে। এই স্বাধীনতা দিবস আমাদের আত্মবিশ্বাসী হওয়ার শপথের দিন হয়ে উঠুক এই কামনা।

(লেখক শিক্ষক ও সাংবাদিক)

ছবি : মাজিদুর সরদার

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা
জয়ব্রত ভট্টাচার্য্য (শিক্ষারত্ন)
প্রধান শিক্ষক, বীরপাড়া হাইস্কুল

মাম্পি বর্মন
প্রধান
নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত

পিংকি বর্মন (কর্ণধার)
জীবনগাড়ি ফেরিওয়ালা অনাথভক্ত সেবাশ্রম

সাবিত্রী বর্মন
প্রধান
কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত

স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই সকলকে
আজিজুল হক
প্রাক্তন সহকারী সভাপতি
কোচবিহার-১ পঞ্চায়েত সমিতি

স্বাধীনতা দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই
সঞ্জয় জৈন (কর্ণধার)
লাভলি টাইলস
এথেলবাড়ি

এই স্বাধীনতা দিবসে আসুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই নেশা মুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবনে ফিরে আসার
পুরুষ ও মহিলাদের জন্য নেশা মুক্তি কেন্দ্র
RAIGANJ UNITY FOUNDATION & ASROY
রায়গঞ্জ, উত্তর-দিনাজপুর
8617427383 / 8617569328

স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা
পাইকারি ও খুচরো বিক্রেতা
শুভ ফ্যাশন হাউজ
অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
বড়াইল, বুনিয়াদপুর (পুরাতন কোর্টের পেছনে), দক্ষিণ দিনাজপুর। Mob : 9933957518

BIKRAM TEA
স্বাধীনতা দিবসে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা
ভারত অগ্রগতির শীর্ষে উঠুক
পুরজিৎ বক্সীগুপ্ত
facebook.com/bikramtea
HOME DELIVERY 91260-13118

স্বাধীনতা দিবসে
সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা
পৌর প্রধান ভারতী বর্মণ
বুপগুড়ি পৌরসভা
উপ পৌর প্রধান রাজেশ কুমার সিং (গুড্ডু)

সকল রাজ্যবাসীকে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের অনেক শুভেচ্ছা
দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌমত্বের জন্য সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করি
জয় হিন্দ, জয় বাংলা
আব্দুল জলিল আহমেদ
জেলা সহসভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস
কোচবিহার

ভারতবর্ষের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌমত্বের জন্য সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করি
জয় হিন্দ, জয় বাংলা
অভিজিৎ দে ভৌমিক
জেলা সভাপতি
তৃণমূল কংগ্রেস, কোচবিহার

Shreemaa Weighing Scales
এখানে সমস্ত ধরনের খুব কম দামে, ভালো মানের Weight Machine পাওয়া যায়
MALBAZAR
M:- 8250450521, 97497 97970

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই কুশমন্ডি বাসীকে
কুশমন্ডি ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি
কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর

সকল কৃষক বন্ধুদের জানাই ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা
নবীন কুমার আগরওয়াল
রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সকল দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
বাপি দাস
তৃণমূল কংগ্রেস নেতা, আলিপুরদুয়ার

JHIL AQUA
PACKGED DRINKING WATER
MANUFACTURED & MARKETED BY: J. CHATTERJEE AND CO.
VILL: MAHARAJAHAT, PS. RAIGANJ, DIST: UTTAR DINAJPUR, WEST BENGAL-733156
Email: jchaterjeeco@gmail.com
CONTACT CONSUMER RESPONSE COORDINATOR AT: 6297914957

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসে
সকল শ্রমিক বন্ধু এবং জেলাবাসীকে জেলা আইএনটিটিইউসি-র পক্ষ থেকে অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।
তপন দে, জেলা সভাপতি
আইএনটিটিইউসি, জলপাইগুড়ি

স্বাধীনতা দিবসে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই
রীনা দাস, প্রধান
মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েত
কোচবিহার -১ পঞ্চায়েত সমিতি

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বালুরঘাট তথা সমস্ত ভারতবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা
মহেশ পারখ
কাউন্সিলার, ১৯ নম্বর ওয়ার্ড
এমসিআইসি বালুরঘাট পৌরসভা

স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান কিছুই হতে পারে না। সকলকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। জয় বাংলা।
রাজিবুল হাসান (সাগর)
সভাপতি
মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতি

স্বাধীনতা দিবসে কামনা করছি, বাংলা আগামী দিনে আরও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলবে। জয় বাংলা।
পুষ্পাজিতা বর্মন (প্রধান)
কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত
মাথাভাঙ্গা

স্বাধীনতা আমাদের অমূল্য সম্পদ। সকলকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।
রাজীবকুমার সিংহ
রাহুল এন্টারপ্রাইজ
ডাকঘরা, জটামারি, কোচবিহার

আসুন আমরা আকাশকে স্বাধীনতার রঙে রাঙিয়ে তুলি। সকলকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা।
আজিজুল মিয়াঁ (ডালিয়া)
শিকারপুর অঞ্চল চেয়ারম্যান
তৃণমূল কংগ্রেস

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সকল দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
সেখ ইয়াসিন
বিশিষ্ট সমাজসেবী

৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সকল দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
ফজলুল হক
২৬ নম্বর মালদা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ

সকল রাজ্যবাসীকে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের অনেক শুভেচ্ছা
দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌমত্বের জন্য সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করি
জয় হিন্দ, জয় বাংলা
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
চেয়ারম্যান, কোচবিহার পৌরসভা, কোচবিহার

সকল জলপাইগুড়ি জেলাবাসীকে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের অনেক শুভেচ্ছা
দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌমত্বের জন্য সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করি
জয় হিন্দ, জয় বাংলা
খগেশ্বর রায়
বিধায়ক, রাজগঞ্জ বিধানসভা
জলপাইগুড়ি জেলা

স্বাধীনতা দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই
দেশে মৈত্রী, সম্প্রীতি বজায় থাকুক
Happy Independence Day
জয়প্রকাশ টোপ্পো
বিধায়ক, মাদারিহাট
কোচবিহার

'যাদের রক্ত দিয়ে লেখা ভারতবর্ষের নাম তাদের সকলকে জানাই আমার প্রণাম।'
শুভ স্বাধীনতা দিবসে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই
শিবানী রায়, প্রধান
মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
কোচবিহার - ২ পঞ্চায়েত সমিতি

স্টেশনের দেওয়ালে দেশভাগের ছবি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসের আগে দেশভাগের যন্ত্রণার স্মৃতিচারণার আয়োজন করল রেল। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন ও রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের দেওয়ালে দেশভাগ সংক্রান্ত বিভিন্ন ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

এদিন ওই দুই স্টেশনে 'পার্টিশন হরর রিমেম্বারস ডে' পালন করা হয়। দুটি স্টেশনেই একটি বড় দেওয়ালে গ্যালারি তৈরি করে দেশভাগের ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিভিন্ন দৃশ্য তুলে ধরা হয়। আগামী পনেরো দিন সেই সব ছবি স্টেশন দুটির দেওয়ালে দেখতে পাবেন সাধারণ মানুষ।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে এদিন সকাল ১১টা থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেখানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিআরএম সাহেম লুং কামই, সিনিয়ার ডিসিএম অনুপকুমার

আলিপুরদুয়ার

সিং সহ অন্য রেলকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সিনিয়ার ডিসিএম বলেন, 'চলতি বছরে দুটি স্টেশনে এই আয়োজন করা হয়েছে। আশা করছি, ভালো সাড়া পাব।'

এদিন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবীণদের অনেকে দেশভাগ নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেন। বিশিষ্ট প্রবীণদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দীপশিখা বর্মন, গ্লোরিয়া সূত্রধর, শ্রেয়সী সরকার, বর্ণালি দত্তর মতো স্কুল ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করে। সেখানে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে হাইস্কুলের শিক্ষকরাও ছিলেন।

আলিপুরদুয়ার জংশন ব্যস্ত স্টেশন। তবে রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও ভিস্টাডোম ট্রেনের স্টপ রয়েছে। রেলের এই উদ্যোগের ফলে পর্যটকরাও সেই প্রদর্শনী দেখতে পারবেন।

মালদার প্রথম আদিবাসী বিধায়ক বীর বিরসা ওরাওঁ। বিরসা ব্রিটিশদের দেশছাড়া করতে একাধিক লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন। গান্ধিজির ডাকে আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। আর এখন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দু'মুঠো ভাতের জন্য লড়াই চালাচ্ছেন তাঁর বংশধররা।

বিস্মৃতিতে বিরসা

ভাতের অভাব স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ অগাস্ট : স্যাঁতসেঁতে ঘর। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর সেই ঘরে আবার প্রায় হাঁটুসমান জল। ঘরগুলি যেন ভেঙে জলে মেশার আশঙ্কায় দাঁড়িয়ে। অপুষ্টির স্পষ্ট ছাপ বাসিন্দাদের শরীরে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, অন্যের জমিতে দিনমজুরি খেটে দু'মুঠো ভাত জোগাড় করেন তাঁরা।

অনেকের মনে হতে পারে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে। এমন তো রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই দেখা যায়। কিন্তু অবাক হওয়ার আছে। আছে এ কারণেই যে, বাড়িটি গান্ধিজির সহযোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামীর। তিনি আবার প্রাকস্বাধীনতা সময়কালে রাজ্যের একজন বিধায়ক ছিলেন। মালদার প্রথম আদিবাসী বিধায়ক বীর বিরসা ওরাওঁ থাকতেন এই বাড়িটিতে। এখন এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দু'মুঠো ভাতের জন্য লড়াই চালাচ্ছেন বিরসার বংশধররা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যাবতীয় তথ্য পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করতে যখন উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, তখন পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করতে ঝাঁপিয়ে পড়া হরিশ্চন্দ্রপুরের এক আদিবাসীর পরিবারের এমন দুর্দশা, ওই উদ্যোগকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে নাম উঠছে বিরসারও। দেশের বাকি অংশের মানুষ তাঁর সম্পর্কে জানবেন। জানতে পারবেন গান্ধিবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী সুবোধকুমার মিশ্রের অনুগামী বিরসা ব্রিটিশদের দেশছাড়া করতে একাধিক লড়াইয়ে শামিল হয়েছিলেন। গান্ধিজির ডাকে আইন অমান্য, সত্যাগ্রহ থেকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশদের রক্তচক্ষুতে পড়ে তাঁকে জেলও খাটতে হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৪৬ সালে প্রাকস্বাধীনতার সময়কালে অবিভক্ত বাংলায় বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য বা বিধায়ক পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন বিরসা। কিন্তু কেউ জানবে না, তাঁর পরিবারের লোকেরাই বর্তমানে অন্ধকারে। কোনওরকমে দিনমজুরি খেটে জুটছে দু'মুঠো ভাত। কেননা, এসব কথা পোর্টালে লেখা হবে না।

'কেউ কথা রাখেনি', লিখেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'একা এবং কয়েকজন' কাব্যগ্রন্থটি তিনি লিখেছিলেন ১৯৭৭ সালে। ৪৮

হরিশ্চন্দ্রপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বিরসা ওরাওঁয়ের পরবর্তী প্রজন্ম।

বছর পরেও প্রাসঙ্গিক 'কেউ কথা রাখেনি'। রাখলে আশ্চর্যজনকভাবে হরিশ্চন্দ্রপুর তেঁতুলবাড়ি মোড় থেকে তাঁর নামফলকটি উধাও হত না। হরিশ্চন্দ্রপুরজুড়ে থাকা এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিচিহ্নগুলি মুছে যেত না। যে কারণে বর্তমান হরিশ্চন্দ্রপুরের সিংহভাগ বাসিন্দা তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। বিরসা ওরাওঁয়ের নামই শোনেনি নতুন প্রজন্ম। পরিবারটির ভাগ্য ভেসেছে বানের জলেও। স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাওয়া তাম্রফলকটি ২০১৭ সালে বন্যায় ভেসে যাওয়ায় পরিবারটির হাতে সম্বল বলতে কিছুই নেই। দারিদ্র্যের জ্বালায় বিরসার কবরস্থানটিও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে পরিবারটি। এখন সেখানে বহুতল।

এখানেই কথা হল বিরসার নাতবৌ বৃদ্ধা চাঁদবতী ওরাওঁয়ের সঙ্গে। বিরসা বিধায়ক ছিলেন, শুনেছেন। বললেন, 'চেহারাটা আবছা আবছা মনে আছে।' বিরসার বাড়িতে এখন থাকেন চাঁদবতী ছাড়াও তাঁর ছেলেমেয়েরা। প্রত্যেকেই দিনমজুর। এমনই একজন সানি ওরাওঁ বললেন, 'শুনেছি এমএলএ ছিলেন। এর বেশি কিছু জানি না।' সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত, বিরসার উত্তরসূরিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে। যা জেনে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা ওরাওঁ এবং তাঁর পরিবারের কথা আমার জানা ছিল না। আমি খোঁজ নিচ্ছি। সমস্তরকম সরকারি সাহায্য পরিবারটির হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে।' উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু আবার রাজ্য সরকারের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছেন। বলছেন, 'জেলার অন্যতম আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের এমন অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। রাজ্য সরকার কেন কোনও পদক্ষেপ করেনি, এটাই আমার প্রশ্ন।' সমস্ত নথিপত্র সংগ্রহ করে বিরসার পরিবার যাতে কেন্দ্রীয় সুযোগসুবিধা পায়, সেই চেষ্টা তিনি করবেন বলে আশ্বাস সাংসদের।

> স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরসা ওরাওঁ এবং তাঁর পরিবারের কথা আমার জানা ছিল না। আমি খোঁজ নিচ্ছি। সমস্তরকম সরকারি সাহায্য পরিবারটির হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে।
>
> **সৌমেন মণ্ডল**
> *বিডিও, হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক*

সমস্তটাই জানেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সুবোধকুমার মিশ্রের ছেলে অধ্যাপক সমরকুমার মিশ্র। বলছেন, 'ছোটবেলায় দেখেছি বাবার কাছে আসতে। বৃদ্ধ বয়সেও যথেষ্ট ডাকাবুকো ছিলেন। কিন্তু অনুতাপের বিষয়, আজ হরিশ্চন্দ্রপুরের মাটিতে তাঁর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই।'

কেউ কি কথা রাখবে?

একটি সংস্থার প্রোমোশনাল ইভেন্টে যোগ দিতে শিলিগুড়িতে ঝটিকা সফরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

প্রতিষ্ঠা দিবস

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কের ৬৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল। পার্কের বিদায়ি ডিরেক্টর বাসব রাজ হোলাইচির উপস্থিতিতে একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এদিন। সেখানে বিদায়ি ডিরেক্টরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার পার্কের নতুন ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় নিজের দায়িত্ব বুঝে নেবেন।

প্রতিষ্ঠা দিবসেই পার্কের নবনির্মিত অ্যাকোয়ারিয়ামটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের তরফে প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হয়। ওই অ্যাকোয়ারিয়ামে প্রথম ধাপে রংবেরংয়ের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দেখা যাবে। পরবর্তীতে আরও কিছু সামুদ্রিক প্রাণী সেখানে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর প্রচুর মানুষ এদিন অ্যাকোয়ারিয়াম দেখতে এসেছিলেন পার্কে। বিদায়ি ডিরেক্টরের বক্তব্য, 'অ্যাকোয়ারিয়ামের প্রথম ধাপের উদ্বোধন হল।'

১০ নম্বর জাতীয় সড়কের কঙ্কালসার দশা

অনিশ্চয়তায় যান চলাচল

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : আবহাওয়ার ভোলবদলে স্বস্তি মিলেছে বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। রোদে বেরিয়ে পড়েছে জাতীয় সড়কটির কঙ্কালসার চেহারা। কোথাও রাস্তা নিশ্চিহ্ন, কোথাও আবার ধসের মাটি-পাথরের পাহাড়। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি এলাকায় পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর আছড়ে পড়ার ঘটনাও ঘটছে। ফলে কবে জাতীয় সড়কটি দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে, তা নিশ্চিত নয়। আগামী রবিবার পর্যন্ত অনুকূল আবহাওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, মেরামতের ক্ষেত্রে তৎপরতা দেখাতে পারবে ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)। তবে টানা কয়েকদিন চড়া রোদের সম্ভাবনায় নতুন করে ধস নামার আশঙ্কাও রয়েছে। কেননা, টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ের মাটি অনেকাংশেই আলগা হয়েছে। রোদ উঠলে তা ঝরে পড়তে পারে। অতীতে একাধিকবার এমন ঘটনা ঘটেছে।

বৃষ্টি কমতেই জল নেমেছে তিস্তায়। হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন তিস্তাবাজার, ১৮ মাইল সহ তিস্তাপাড়ের বাসিন্দারা। জল নেমে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে যথারীতি সরাসরি যান চলাচল শুরু হয়েছে কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের মধ্যে। তবে শিলিগুড়ি-সিকিম এবং কালিম্পং-শিলিগুড়ি সরাসরি পথ বা ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে কবে যান চলাচল শুরু হবে, তা স্পষ্ট নয়। লিকুভিরে ধস নামায় মঙ্গলবার রাত ৮টা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত করোনেশন সেতু থেকে চিত্রে পর্যন্ত সমস্ত ধরনের যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এনএইচআইডিসিএল। কিন্তু প্রবল বর্ষণের জেরে বুধবার লিকুভিরে ধসের মাটি-পাথর সরানো যায়নি। হয়নি রাস্তা মেরামত। তার মধ্যে নতুন বিপদ ডেকে এনেছে ২৯ মাইলে রাস্তার একটা অংশের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এবং একাধিক জায়গায় নতুন করে ধস নামা। পাহাড় থেকে প্রবল বেগে নেমে আসা জলে ২৯ মাইলে জাতীয় সড়কের একটা অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বুধবার রাতে ১৮ মাইল ও সেলফিদাড়ায় তিস্তার জল জাতীয় সড়কে উঠে গিয়েছিল। যথারীতি এখানেও রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুটি জায়গাতেও বড় ধরনের ধস নেমেছে। সেলফিদাড়ায় এমন ধস নেমেছে যে, রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

এছাড়াও টানা বর্ষণের জেরে জাতীয় সড়কটির একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। ওই ফাটল দিয়ে জল ঢুকে রাস্তার নীচের অংশকে দুর্বল করে তুলেছে। ফলে ভারী যান চলাচল শুরু হলে রাস্তা বসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সবমিলিয়ে রাস্তার পরিস্থিতি বেহাল। বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলি পরিদর্শন করে এনএইচআইডিসিএলের একটি দল। কিন্তু নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা বৃদ্ধি বা শুক্রবার সন্ধ্যার পর যান চলাচল শুরু হবে কি না, সেই সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা জারি করেনি সড়ক সংস্থাটি। তিস্তাবাজারের বাসিন্দা সুখবীর তামাং বলছেন, 'চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা রয়েছি। জাতীয় সড়কটি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৮৯ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২

কোন ‘অমৃতকাল’

আরজি কর মেডিকেলে চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে ২০২৪-এর ১৪ অগাস্টের ‘রাত দখল’ কর্মসূচি বস্তুত নারী স্বাধীনতার বার্তা দিয়েছিল। মধ্যরাতের স্বাধীনতা। ভারতের স্বাধীনতার জন্মলগ্নও মধ্যরাতে। ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট রাত বারোটায় যে স্বাধীন দেশটির জন্ম হয়েছিল, গুটিগুটি পায়ে সেই ভারতবর্ষ ৭৯ বছরে পা দিয়েছে। আশি বছর বয়সের নাগরিককে বলা হয় অতিপ্রবীণ নাগরিক। সেই বিচারে ভারতের স্বাধীনতার বয়সও এখন অতিপ্রবীণ।

এদেশের আশি ছুঁইছুঁই মধ্যবিত্ত নাগরিকের যা হাল, স্বাধীনতার অবস্থাও তাই। অবসরপ্রাপ্ত অধিকাংশ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রবীণের সংসার চলে ব্যাংকের সুদে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই সুদের হার ক্রমাগত কমিয়ে চলেছে। সরকারের ঔদাসীন্যের সুযোগে বেসরকারি স্বাস্থ্যবিমা সংস্থাগুলো যথেচ্ছাচার শুরু করেছে। প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়ছে বছর বছর।

অন্যদিকে, রেলভ্রমণে বয়স্কদের ছাড় তুলে দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত দাম বাড়ছে ওষুধপত্রের। তার ওপর আছে জাল ওষুধের কারবার। বেশি দামে ওষুধ কিনেও রোগ নিরাময়ের তাই নিশ্চয়তা নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

একই দুরবস্থা উনআশিতে পা রাখা ভারতীয় স্বাধীনতারও। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত দেশবাসী। বয়সের হিসেবে আমাদের স্বাধীনতার প্রায় সমসাময়িক অন্য দেশগুলি অর্থনীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের তুলনায় অনেক উন্নত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক- কোনও ক্ষেত্রেই ভারত স্বস্তিতে নেই।

মোদি সরকার দাবি করে, বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত এখন চতুর্থ স্থানে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ১৪৬ কোটি মানুষের দেশ ভারতে সরকারের দাবি ও বাস্তব চিত্রের মধ্যে অনেক গরমিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাসে চল্লিশ হাজার টাকা রোজগারে তিনজন বা আড়াইজনের একটি পরিবার যেমন স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে, সমপরিমাণ টাকায় ছয়-সাতজনের পরিবারের সেই সচ্ছলতা নিশ্চয়ই থাকবে না। ভারতীয় অর্থনীতির হাল কার্যত সেরকমই।

যেটাকে খুব আর্থিক সমৃদ্ধি ভাবা হচ্ছে, ১৪৬ কোটি জনসংখ্যার নিরিখে সেটা মোটেও সন্তোষজনক কিছু নয় বলে অর্থনীতিবিদদের একাংশের অভিমত। দারিদ্র্যের পাশাপাশি রয়েছে চরম বেকারত্ব, বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি। মানুষের কাজ নেই। কোটি কোটি শিক্ষিত বেকার। সরকারি চাকরি নেই। নামী বেসরকারি সংস্থাগুলোতে চলছে ব্যাপক ছাঁটাই। বহু রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় শিল্প, কলকারখানা সবই অনেক কম।

এসবের পাশাপাশি ধর্মীয় বিদ্বেষ বাড়ছে সমাজে। স্বাধীনতার পর দশকের পর দশক হিন্দু-মুসলিম পাশাপাশি বাস করেছে। সেই সম্প্রীতির পরিবেশ কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। বহু রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর করা হচ্ছে। বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও চুপিচুপি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে জোর করে।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক হানাহানি বাড়ছে বিভিন্ন প্রদেশে। অশান্ত হয়ে আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য। কুকি-মেইতেই জনজাতির সংঘর্ষ থামার নাম নেই মণিপুরে। বাড়ছে নারী নির্যাতনও। নির্ভয়া কাণ্ডের পনেরো বছর পরেও এদেশে নিরাপদ নন নারীরা। সবশেষে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসঙ্গ। পাকিস্তান বরাবরই ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করে এসেছে। এবছরে পাক মদতে ঘটেছে পহলগামে গণহত্যা। পালটা ভারত ‘অপারেশন সিঁদুর’ সংগঠিত করেছে।

শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে প্রতিবেশী বাংলাদেশ এখন ঘোর ভারত-বিরোধী। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এতদিন আমেরিকাকে তোয়াজ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। অথচ আমেরিকা ভারতের ওপর বাণিজ্য শুল্ক চাপিয়েছে ৫০ শতাংশ হারে। রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তান নয়, ভারতই যেন কিছুটা একঘরে।

তাই স্বাধীনতার ৭৯তম জন্মদিনে ভারতের করুণ চিত্রই ফুটে ওঠে। ‘জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন’ লাভ বাস্তব থেকে এখন অনেক দূরে। ফলে প্রশ্নটা ওঠেই, এ কোন ‘অমৃতকাল?’

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

এবার রেজিস্টার্ড পোস্টও অতীত

১ সেপ্টেম্বর থেকে রেজিস্টার্ড পোস্টের আর স্বতন্ত্রতা থাকছে না। একটা সময় কি ডাকঘরও নিজস্বতা হারাবে?

গৌতম হোড়

ছেলেবেলায় প্রতি মাসেই সিমলা থেকে একটা পোস্ট কার্ড বা ইনল্যান্ড লেটার আসত আমাদের বাড়িতে। দাদু ও দিদিমার কাছ থেকে। তাতে সব খবরাখবর বা প্রয়োজনীয় কথা বলার পর নীচে লেখা থাকত, ইতি আশীর্বাদক বলে দাদুর সই। নামের আগে শ্রী বসাতে ভুলতেন না কখনও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে সেই পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড লেটার, খামে চিঠি আসা কবেই বন্ধ হয়ে গেছে। আগে রাস্তায় লাল রঙের পোস্ট বাক্স দেখা যেত। কালের নিয়মে তা হারিয়ে গেছে। ডাকঘরের সামনে তাও দেখা যায়। হাতের লেখাই আর দেখা যায় না। সব টাইপ করা লেখা, সেলফোনে বা ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপে। এখন তো আবার কষ্ট করে লিখতেও হয় না। মুখে বললেই সেলফোনে টাইপ হয়ে যায়। ফলে বহু বছর কোনও পোস্ট কার্ড, ইনল্যান্ড লেটার বাড়িতে আসে না। পোস্টম্যান কখনো-সখনো বাড়ি আসেন স্পিড পোস্টের চিঠি নিয়ে বা রেজিস্টার্ড পোস্ট নিয়ে।

চিঠি আসা আগেই বন্ধ হয়েছে, এবার রেজিস্টার্ড পোস্টও কি তাহলে ‘অতীত’ হয়ে গেল? ১ সেপ্টেম্বর থেকে রেজিস্টার্ড পোস্টের আর কোনও স্বতন্ত্রতা থাকবে না। তাকে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে স্পিড পোস্টের সঙ্গে। কিন্তু সবাই কি আর স্পিড পোস্টের পরিষেবা নিতে আগ্রহী? তাই মনে হয়, যাঁদের পোস্ট অফিসে অ্যাকাউন্ট নেই, তাঁরা আর ডাকঘরের দিকে সম্ভবত যাবেন না। এই কথাটা মনে হতেই মন খারাপ হয়ে যায়।

ভিএন গ্যাডগিল ছিলেন কংগ্রেস নেতা এবং দীর্ঘদিন ধরে এআইসিসি-র প্রধান মুখপাত্র। রাজ্যসভা ও লোকসভার সাংসদ গ্যাডগিল সেই ইন্দিরা গান্ধি থেকে শুরু করে সোনিয়া গান্ধি পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতির আমলে দলের মুখপাত্র ছিলেন। গ্যাডগিল একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ভারতের যে কোনও গ্রামে চলে যান, আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, আপনি দুটো জিনিস পাবেনই। একটা ডাকঘর এবং কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে একজন অন্তত মানুষ। গ্যাডগিলের কথা তখন সত্যি হলেও এখন আর মিলবে না। গ্রামে গ্রামে আর কংগ্রেসের পতাকাধারী খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডাকঘরও কমতে থাকবে।

আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সবকিছু বদলে যায়। আজ র‍্যাশনের দোকানে লম্বা লাইন নেই, লাইসেন্স-পারমিট রাজ শেষ হয়ে গেছে, মধ্যবিত্তের কাছে বাড়ি, গাড়ি, বিদেশ সফর আর স্বপ্ন নয়, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, সেলফোন, ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার, টেলিগ্রাম পুরো জীবনধারাই বদলে দিয়েছে। এআই এসে গিয়েছে। ফলে আরও ভয়ংকর বদল আসতে চলেছে। সেই পরিবর্তনের স্রোতে কতকিছু বদলে গেল। এই সংবাদপত্রের জগতের কথাই ধরুন। আমরা যখন সাংবাদিকতা শুরু করেছি, তখন ডিটিপি অপারেটররা থাকতেন। আমরা হাতে কপি লিখতাম, তারা সেটা টাইপ করতেন, প্রুফরিডাররা তার প্রুফ দেখতেন, তার প্রিন্ট নিয়ে ডামি কাগজে বসাতেন পেস্টাররা। শিল্পীরা রবিবারের বিশেষ পাতা ও ফিচার পেজের জন্য ছবি আঁকতেন। আজ সবকিছু কম্পিউটারে হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলে টিকে না থাকতে না পারলে, পালটে না যেতে পারলে মুছে যেতে হয়। তখন পুরোনো দিনের কথা মনে করে নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হওয়া যায়, কিন্তু পরিবর্তনকে মেনে নিতেই হয়।

ডাকঘর নিয়ে, তার বিভিন্ন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে একই কথা সত্যি। ভাবুন তো, একসময় পাড়ায় পাড়ায় এসটিডি বুথ ছিল। সারাদিন রীতিমতো ব্যস্ত থাকত বুথগুলি। কত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে ওই বুথ থেকে। আজ সেই বুথ নেই। তার জায়গায় এসেছিল সাইবার কাফে বা সাইবার সেন্টার। সেসবও উঠে গেছে প্রায়। সেলফোনে সে সব কাজই হয়ে যাচ্ছে। সব বার্তা, চিঠি, সবই ই-মেলে চলে আসছে। এখন শহরের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় দ্রুত জিনিস পাঠানোর জন্য বসে আছে বেসরকারি সংস্থাগুলি। মানুষের বাজারে যাওয়া, মুদির দোকানে যাওয়া কমে গেছে। ফোন করলে ওষুধ থেকে শুরু করে সবই বাড়িতে এসে যাচ্ছে। সব পৌঁছে যাচ্ছে দোরগোড়ায়। যে কোনও রেস্তোরাঁর খাবার চলে আসছে বাড়িতে। বেশি টাকা দিতে রাজি থাকলে দিল্লিতে বসে একবেলা বা একদিনের মধ্যে কলকাতার মিষ্টি বা লখনউয়ের গলৌটি কাবাব, বিরিয়ানি সব দিল্লির বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। এখন আর

যদি ডাকঘরগুলির পরিষেবা কমে যায়, সেগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়, তাহলে আরও কর্মী কম হবে। ডাকঘর একসময় ছিল সরকারের অন্যতম বড় নিয়োগের জায়গা। সেই জায়গা থেকে তারা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। ফলে এখানেও কাজের সুযোগ কমে যাবে। ডাকঘরের বিপুল পরিকাঠামো, তার উপর নির্ভরশীল লাখ লাখ মানুষ ভয়ংকর বিপদে পড়বে। সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় লাগে। মনে হয়, সময়ে পরিবর্তন করতে পারলে হয়তো কাজের কাজটা হত।

ফলে চিঠি পাঠানোর দরকার হয় না। আগে চাকরির চিঠি আসত রেজিস্টার্ড পোস্টে, রাখি পৌঁছাত, গুরুতর নথিপত্র আসত একইভাবে। আয়করের রিটার্ন সই করে বেঙ্গালুরুতে পাঠাতে হত রেজিস্টার্ড পোস্টে। এখন এর কিছুই দরকার হয় না। সব ই-মেলে হয়ে যায়। ফলে পরিবর্তন তো হবেই।

তাহলে কি একসময় ডাকঘরই থাকবে না? আগে দূরের কোনও শহর থেকে বাড়িতে টাকা পাঠানো হত মানি অর্ডারে। শহর থেকে গ্রামে টাকা পাঠাতে গেলেও একই ব্যবস্থা ছিল। এখন ফোন ব্যাংকিং, নেট ব্যাংকিং দিয়ে সব হয়ে যাচ্ছে। এখন স্পিড পোস্টের ব্যবহারও কমে যাচ্ছে দ্রুত। পাড়ায় পাড়ায় রকে আড্ডা নেই। ভারতের প্রত্যন্ত জায়গাতেও অনায়াসেই যাওয়া যায়। ফলে পুরো জীবনধারাটাই কিছুদিনের মধ্যে আমূল বদলে যাচ্ছে। সবাই এখন দ্রুতগতির জীবনধারার সঙ্গে অভ্যস্ত। সেখানে একটা স্পিড পোস্ট পৌঁছাতে কয়েকদিন লেগে যায়। আর বেসরকারি ভালো কুরিয়ার তা একদিনে পৌঁছে দেয়।

ফলে সব বদলে যাচ্ছে, তার মধ্যে ভারতের ডাক ব্যবস্থা একই থাকবে, সেখানে পরিবর্তন হবে না, অথবা পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়েও তা টিকে থাকবে এটা মনে করার কোনও কারণ নেই। ডাকঘরের যখন রমরমা ছিল, তখন সেখানে টাকার সুদ তুলতে দীর্ঘ লাইন দিতে হত। প্রবল গরমের মধ্যে ঘামতে ঘামতে সেই লাইন দিয়ে ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টাকয়েক পরে সেই টাকা পেতেন বয়স্ক মানুষরা। তার সঙ্গে সরকারি কর্মীদের গয়ংগচ্ছ মনোভাব ও খারাপ ব্যবহার নিত্যসঙ্গী ছিল। তাঁরা সেখানে টাকা রাখতেন একটু বেশি সুদ পাবেন বলে। সব ব্যাংকে এটিএম চালু হল, অথচ ডাকঘর দীর্ঘদিন পড়ে রইল মান্ধাতার আমলে।

কিন্তু ডাকঘরের এই দুরবস্থার সঙ্গে আরও একটা বিষয় জড়িয়ে আছে। ২০২২ সালে ডিসেম্বরে তৎকালীন যোগাযোগমন্ত্রী দেবুসিন চৌহান লোকসভায় একটা হিসাব দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, গ্রামীণ ডাকসেবকদের ধরে ডাক বিভাগে ৪ লাখ ৯০৯ জন কর্মী কাজ করেন। সারা দেশে ১ লাখ ৫৯ হাজার ২২৫টি ডাকঘর আছে। সিকিম, আন্দামান সহ পশ্চিমবঙ্গে ৯০৭৬টি ডাকঘর আছে। ২০১৮ সালে ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বলা হয়েছিল, বিশ্বের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি ডাকঘর আছে। সেখানে ৫ লাখ ৬৬ হাজার কর্মী কাজ করেন। চার বছরেই কর্মীসংখ্যা এতটা কমে গেল!

যদি ডাকঘরগুলির পরিষেবা কমে যায়, সেগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়, তাহলে আরও কর্মী কম হবে। ডাকঘর একসময় ছিল সরকারের অন্যতম বড় নিয়োগের জায়গা। সেই জায়গা থেকে তারা ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে। ফলে এখানেও কাজের সুযোগ কমে যাবে। ডাকঘরের বিপুল পরিকাঠামো, তার উপর নির্ভরশীল লাখ লাখ মানুষ ভয়ংকর বিপদে পড়বে। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় লাগে। মনে হয়, সময়ে পরিবর্তন করতে পারলে হয়তো কাজের কাজটা হত। কিন্তু এখন বোধহয় অনেক দেরি হয়ে গেছে। দ্রুত বদলের দুনিয়ায় অনেক কিছুই ইতিহাস হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। সেই তালিকায় ডাকঘরও কি ঢুকে গেল?

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৭২

আজকের দিনে জন্ম আধ্যাত্মিক সাধক, দার্শনিক অরবিন্দ ঘোষের।

১৯২৬

আজকের দিনে জন্মেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

আলোচিত

সুশাসনের ফলে দারিদ্র্যসীমার বাইরে এসেছেন সমাজের বড় অংশের মানুষ। কিন্তু এখনও তাঁরা বিপদগ্রস্ত। সরকার তাঁদের জন্য নানা জনকল্যাণমুখী প্রকল্প চালাচ্ছে যাতে তাঁরা ফের দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে না যান। আমি বিশ্বাস করি তরুণ, মহিলা ও প্রান্তিক মানুষ ভবিষ্যতের পথ দেখাবে।

- দ্রৌপদী মুর্মু

ভাইরাল/১

রাস্তার অবস্থা ভীষণ খারাপ। সঙ্গী যানজট। স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায় বেঙ্গালুরুর আর্যা চট্টোপাধ্যায়ের। সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আর্জি জানাল পাঁচ বছরের খুদে। পেন্সিলে লেখা অভিযোগপত্রটির ছবি নিমেষে ভাইরাল।

ভাইরাল/২

লখনউ-বারাউনি এক্সপ্রেস থেকে উদ্ধার অবৈধ মদ। এক যাত্রী অভিযোগ করেন, কামরার এসি চলছে না। টেকনিসিয়ান সারাতে এসে এসি’র পেছনের ঢাকনা খোলেন। তারপরই দেখা যায় থরে থরে সাজানো কাগজে মোড়া মদের বোতল। ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াতেই ভাইরাল।

জনমন জনমত

দেশ ও দশের সেবায় নিয়োজিত হতে হবে

ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামীদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে সমর্থ হয়। ওইদিন বহু সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে ভারত মায়ের মুক্তি ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরও আমরা বেশিরভাগ ভারতীয় সেই অর্থে স্বাধীনতার মর্ম বুঝতে পারিনি বা বলা ভালো বুঝতে চাই না। দেশ ও দশের প্রতি দায়বদ্ধতা সেই অর্থে নেই বললেই চলে। অনেকেই আপন সুখ, ভোগবিলাস নিয়ে মেতে থাকি। এমনটা কাঙ্ক্ষিত নয় মোটেই।

অনেক দেরিতে হলেও আসুন না, দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে সবাই ভারত মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আমাদের এমন কাজের ফল হবে সুদূরপ্রসারী, যার সুফল আমাদের আগামী প্রজন্ম যেমন ভোগ করতে পারবে, তেমনই ‘ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে’ - শুধু গানের কথায় নয় সত্যিকারেই।

স্বাধীনতা দিবসে দেশমাতৃকার চরণে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশবাসীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করছি।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

হারিয়ে যাচ্ছে স্কুলবেলা, ফিকে হচ্ছে শৈশব

বর্তমানে শিশুদের উপর অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপ তাদের শৈশবকে প্রায় অনেকটাই গ্রাস করে ফেলছে। বইয়ের মাত্রার অতিরিক্ত ওজনে, ব্যাগের ভারে তাদের কাঁধ ঝুঁকে পড়ছে। সকালে ঘুম থেকে একটা শিশুকে টেনেহিঁচড়ে তুলে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে টুথব্রাশ। ঘুমের ঘোর কাটতে না কাটতেই তাকে কোনওমতে নাকেমুখে কিছুটা গিলিয়ে দিতে পারলেই হল। তাতে সে স্বচ্ছন্দ বোধ করুক, চাই না করুক। এরপর স্কুলের জন্য তৈরি করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে যাওয়া হল বাসস্ট্যান্ডে বা বলা ভালো, পোলট্রি ফার্মের মুরগির মতো তাকে ভ্যানগাড়িতে চড়িয়ে দেওয়া হল স্কুলের উদ্দেশ্যে। ক্লাসের পড়া, সঙ্গে একগাদা হোমওয়ার্ক।

পড়ার পাশাপাশি থাকছে কম্পিউটার, টেনিস, দাবা, নাচ, গান, সেতার, গিটার ইত্যাদি। এগুলো না শিখলে নাকি মা-বাবাও কারও সামনে মুখ দেখাতে পারেন না।

একটা শিশুর পছন্দ-অপছন্দ সবই কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছে। হারাতে বসেছে সে তার ভালোলাগা, মন্দলাগা। এ যেন এক অমানবিক নির্মম নির্যাতন। স্কুল, কোচিং, হোমওয়ার্ক, কম্পিউটার, হোম টিউটর, ভালো রেজাল্ট করার অসহনীয় চাপ, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এগুলোতে যেন পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে শিশুর শৈশব। যেখানে নেই আকাশ দেখার সুযোগ, নেই খোলা মাঠ বা নিজের ইচ্ছেতে কিছু করার অবকাশ। এখানে আছে শুধুই শাসন আর শাসন। আর বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে পড়-খাও-ঘুমাও মার্কা শৈশব। শিশুও যেন আজ এক বন্দি তার শৈশবের কারাগারে।

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

প্রকৃতির রোষে ইতিহাস হওয়া রেলপথ

১৯১৫ সালের ১ মে শিলিগুড়ি থেকে রিয়াং পর্যন্ত ট্রেন চলেছিল। ১৯৫০ সালের ১৫ অগাস্ট প্রকৃতির রোষে তাতে দাঁড়ি।

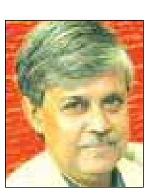

নবেন্দু গুহ

তারিখটা ১৫ অগাস্ট। ১৯৫০ সাল। সকাল থেকে সবাই দিনটি উদযাপনে ব্যস্ত। আবহাওয়া অবশ্য মোটেও ভালো নয়। সকাল থেকে মুখভারী আকাশের। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার কিছু সময় পর হঠাৎই যেন দুলে উঠল চারদিক। একের পর এক বাড়িঘর লুটিয়ে পড়তে থাকে। পাহাড় ভেঙে নামে ব্যাপক ধস। ফুলেফেঁপে উঠেছিল তিস্তা। কতজনের মৃত্যু হয়েছিল সেই রাতে তার কোনও সরকারি হিসেব মেলেনি। পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে শান্ত হলে দেখা যায়, এলাকার একমাত্র রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা যেন স্রেফ উবে গিয়েছে কালিম্পংয়ের মানচিত্র থেকে। শিলিগুড়ি থেকে গেইলখোলা তথা কালিম্পং রোড স্টেশন পর্যন্ত যে রেললাইন চালু ছিল, প্রকৃতির রোষে তা স্রেফ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) টয়ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছিল ১৮৮১ সালে। অনেক প্রাকৃতিক তাণ্ডব সহ্য করেও পাহাড়ি পথে ডিএইচআরের ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়নি। ব্রিটিশ শাসনকালে চালু হয়েছিল টয়ট্রেন। ওদিকে ব্রিটেন এবং ভুটানের মধ্যেকার যুদ্ধ পর্ব শেষে সিনচুলা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী কালিম্পংয়ের কর্তৃত্ব চলে আসে ব্রিটিশ ভারতের অধীনে। ভুটান থেকে প্রচুর কমলা আসত কালিম্পংয়ে। আসত উল। এছাড়া তিব্বতের সঙ্গে কালিম্পংয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত জেলেপ লা রুটে। তিব্বত তখনও স্বাধীন, চিনের হস্তগত হয়নি। ছোট্ট সুন্দর কালিম্পংয়ের ব্যবসায়িক গুরুত্ব ছিল যথেষ্টই। এজন্য কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ছিল একটি মাত্র সড়ক।

স্মৃতির পাতা থেকে।। তিস্তাভ্যালি রেলপথে ট্রেন।

চিন্তাভাবনা শুরু হল শিলিগুড়ি ও কালিম্পংয়ের মধ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা শুরু করা যায় কি না। এটা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার ঘটনা। শিলিগুড়ি থেকে রেললাইন পাতার উদ্যোগ শুরু হয়। ডিএইচআরের তিস্তা ভ্যালি শাখা গঠন করা হয় এবং এরাই দায়িত্ব নিয়ে শুরু করে নতুন এই রেলপথ বসাবার কাজ। সমতল এলাকা বলে শিলিগুড়ি থেকে সেবক পর্যন্ত রেললাইন বসাতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। যদিও ঘন বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে লাইন পাতার কাজটি ছিল যথেষ্টই পরিশ্রমসাধ্য ও ঝুঁকিপূর্ণ। শিলিগুড়ি প্রান্তে নতুন স্টেশন তৈরি করা হয়। নাম দেওয়া হয় শিলিগুড়ি রোড স্টেশন।

এদিকে, এই কাজ এগোতেই শুরু হয়ে যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ব্যাহত হলেও কাজ চলতে থাকে। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অর্থাৎ ডিএইচআর চালুর ৩৪ বছর পর তিস্তাভ্যালি রেলপথে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা চালু করে দেওয়া সম্ভবপর হয়। এই রেলপথ অবশ্য কালিম্পং পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি । শিলিগুড়ি টাউন, শিলিগুড়ি রোড, সেবক ফরেস্ট সাইডিং, সেবক, কালিঝোরা এবং রিয়াং স্টেশন হয়ে এসে শেষ হয় গেইলখোলায়। এই গেইলখোলাকে কালিম্পং রোড স্টেশন হিসেবেই নামকরণ করা হয়। এই রেলপথে প্রথম ট্রেনটি চালানো হয় ১৯১৫ সালের ১ মে শিলিগুড়ি থেকে রিয়াং পর্যন্ত।

এই তিস্তাভ্যালি রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত যে যথেষ্টই কাজে দিয়েছিল তা পরবর্তীতে বোঝা গিয়েছে। কালিম্পং এবং তিব্বতের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশ শাসক এবং ব্যবসায়ীদের অনেক সুবিধে হয়েছিল ব্যবসাপত্র চালাবার ব্যাপারে। সড়কপথের চেয়েও সুবিধেজনক ছিল রেল ব্যবস্থা। মাউন্ট এভারেস্ট অভিযানের অনুমতি সেই সময় নেপাল থেকে পাওয়া যেত না। তিব্বত হয়ে যেতে হত। সে পরিপ্রেক্ষিতে অভিযাত্রীদলের একমাত্র বিকল্প ছিল কালিম্পং থেকে তিব্বত হয়ে এভারেস্টের পথে চলা। ফলে এই সমস্ত পর্বতাভিযানের ক্ষেত্রেও যথেষ্টই গুরুত্ব ছিল কালিম্পংয়ের এবং সেই সূত্রে অবশ্যই তিস্তাভ্যালি রেলপথের। কিন্তু ১৯৫০ সালের ১৫ অগাস্ট প্রকৃতির রোষে তিস্তাভ্যালি রেলপথ ইতিহাস হয়ে যায়।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২১৯

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। মেশিন সম্পর্কিত ৩। এই প্রাণী জলে থাকে ৫। হিন্দু পুরাণের প্রধান দেবতা ৬। দরজার হুড়কো ৮। রাগ সংগীতের প্রথম স্বর ১০। কুড়ি বর্গহাত জমি ১২। আকাশের তারা ১৪। চাবি ছাড়া খোলে না ১৫। সংগীতে সুরের বিস্তার ১৬। যিনি দোকানে বসে ব্যবসা করেন।

উপর-নীচ : ১। একটি পরিচিত বন্য প্রাণী ২। এই চিকিৎসক আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করেন ৪। যিনি সাম বেদ অধ্যয়ন ও গান করেন ৭। কেরোসিনের বাতি ৯। ঐতিহাসিক যাযাবর জাতি ১০। ভরে গিয়ে উপচে পড়া, প্লাবিত ১১। কৃষ্ণের অনেক নামের একটি ১৩। শক্তি, সামর্থ্য বা প্রভাব।

সমাধান ■ ৪২১৮

পাশাপাশি : ১। মকশো ৩। ঘনারাম ৪। নিকষ ৫। টাকমাথা ৭। কানি ১০। কচু ১২। দন্তশূল ১৪। চিকন ১৫। ধিকিধিকি ১৬। কোঙার।

উপর-নীচ : ১। মরীচিকা ২। শোনিত ৩। ঘষটামি ৬। মাদক ৮। নিভন্ত ৯। অলচিকি ১১। চুরমার ১৩। কানকো।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৫৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৩৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

MIND SCAN
Be Kind to Your Mind
মনোরোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য | সাইকোলজি ও কাউন্সেলিং
যৌন অক্ষমতা প্রতিকার | নেশার আসক্তি মুক্তি
ডাঃ ত্বিষাম্পতি নস্কর
MBBS, MD (PSYCHIATRY)
হাকিমপাড়া, ভুটিয়া মার্কেটের বিপরীতে, শিলিগুড়ি
9242 000 242

অবৈধ কারবারে মদত পুরনিগমের?

ভুয়ো পাট্টায় হোল্ডিং নম্বর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। সেই জমির ওপর হোল্ডিং নম্বর দিয়ে দিয়েছে পুরনিগমের অ্যাসেসমেন্ট বিভাগ। বিএল অ্যান্ড এলআরও দপ্তর থেকে যে পাট্টা ভুয়ো বলে আদালতে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, সেই পাট্টার ভিত্তিতে কী করে হোল্ডিং নম্বর দিল পুরনিগম তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অন্য একজনের হোল্ডিং নম্বর থেকে সাব ক্লজ করে নতুন ১১টি হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হল কী করে, কথা উঠেছে তা নিয়েও। যিনি জমির কাগজ পুরনিগমে জমা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই নিজের নামে থাকা জমির কাগজ জমা করেছেন। সেই কাগজের বিনিময়ে অন্য জমির মালিকের হোল্ডিং নম্বরের সাব ক্লজ করে কী করে নতুন হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হয় তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

গোটা ঘটনায় তদন্তের দাবি উঠেছে। এদিকে, অভিযুক্তরা ওই দখল করা জমিতে হোল্ডিং নম্বর পাওয়ার পরেই তড়িঘড়ি দোকান তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে। জমি দখল করে যে দোকান তৈরি হচ্ছে তা দু'দিন আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই আরও দ্রুত কাজ শেষ করতে তৎপর অভিযুক্তরা। মামলা চলা জমিতে কী করে হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হল, কী করেই বা অভিযুক্তরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আর এই ঘটনায় পুরনিগমের ভূমিকাই এখন প্রশ্নের মুখে।

এই সংক্রান্ত বিভাগের মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতোর বক্তব্য, 'পাট্টা জমা দিয়েছে। তাই হোল্ডিং নম্বর দেওয়া হয়েছে। আদালতে মামলা চলছে এই বিষয়ে আমাদের কেউ কিছু জানায়নি।' প্রশ্ন উঠেছে তবে কী কোনও খোঁজখবর না করেই পুরনিগম হোল্ডিং নম্বর দিয়ে দিচ্ছে। মেয়র পারিষদ আবার বলছেন, 'হোল্ডিং নম্বর পেলেই কেউ জমির মালিক হয়ে যাবে না। আমরা খোঁজ নিয়ে পদক্ষেপ করব।'

কীসের স্বার্থে

- ঘোগোমালি সেতুর কাছে একটি জমি ১১ জন ব্যবসায়ী দখল করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ
- বিএলএলআরও-এর রিপোর্ট হল, তাঁরা যে পাট্টা দেখাচ্ছেন তা পুরোপুরি ভুয়ো
- আর এই ভুয়ো পাট্টার ভিত্তিতে পুরনিগম ১১ জন ব্যবসায়ীর নামে হোল্ডিং নম্বর ইস্যু করেছে
- প্রায় ৬ কোটি টাকা মূল্যের নিজের জমি বাঁচাতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ঊষারঞ্জন ভৌমিক

পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোগোমালি সেতু সংলগ্ন এলাকায় ঊষারঞ্জন ভৌমিক নামে এক ব্যক্তির জমি এলাকার ১১ জন ব্যবসায়ী দখল করে নিয়েছে বলে অভিযোগ। প্রায় ৬ কোটি টাকা মূল্যের ওই জমি বাঁচাতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। মামলার ভিত্তিতে রাজগঞ্জের বিএল অ্যান্ড এলআরও -এর রিপোর্ট চেয়েছিলেন বিচারক। সেই রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে অভিযুক্ত পক্ষ যে পাট্টা জমা করেছে তা ভুয়ো এবং কোথা থেকে এই পাট্টা তৈরি হল তার তদন্ত করা যেতে পারে। এরপরেই বিচারক মনে করেছেন এই মামলা আদালতে শুনানির জন্য না উঠলে জমির অভিযোগকারীর অনেক ক্ষতি হবে। তিনি তাঁর নির্দেশিকায় বিষয়টি উল্লেখও করেছেন। এরপরেই শুনানি শুরু হয়ে যায়। এখনও আদালতে মামলাটি বিচারাধীন।

যে পাট্টাগুলি বিএল অ্যান্ড এলআরও দপ্তর থেকে নকল বলা হয়েছে তার ভিত্তিতেই পুরনিগম ১১ জন ব্যবসায়ীর নামে হোল্ডিং নম্বর ইস্যু করেছে। খোদ ব্যবসায়ীরাই বলছেন, ওই জমি তাঁরা কেনেননি। তাহলে পাট্টা এল কোথা থেকে। কোন পাট্টার বলে পুরনিগম হোল্ডিং নম্বর দিয়ে দিল। আর কী করে অন্য একজনের হোল্ডিং নম্বরের সাব ক্লজ করে নতুন ১১টি দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যে ১১টি হোল্ডিং নম্বর সাব ক্লজ করা হয়েছে সেগুলি জগন্নাথ দেব থেকে শুরু করে রঞ্জিত সাহা সহ মোট ১১ জনের নামে রয়েছে।

এনিয়ে যিনি অভিযোগ করেছেন তাঁর হোল্ডিং নম্বর ২১৪/২৩৫৪। সেখান থেকেই সাব ক্লজ করে ২৩৫৪/এ থেকে ২৩৫৪/কে পর্যন্ত হোল্ডিং নম্বর দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'চোখ বন্ধ করে কাজ হচ্ছে পুরনিগমে। কোনওরকম তথ্য যাচাই না করেই হোল্ডিং নম্বর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের হেনস্তা হচ্ছে।'

আরজি কর কাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়িতে মশাল মিছিল। ছবি : সূত্রধর

শহরজুড়ে কড়া নজর

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : একের পর এক দুষ্কৃতী হানা নাড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশকে। স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শহরের প্রতিটি কোনায় নজরদারি চালাল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। কোথাও ডগ স্কোয়াড, কোথাও আবার মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে নজরদারি চালানো হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলছেন, 'এই ধরনের দিনগুলোতে হাই অ্যালার্ট থাকে। আমরা সবক্ষেত্রেই নজর রাখছি।'

এদিন সকাল থেকেই স্নিফার ডগ 'সিম্বা'কে নিয়ে শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পুলিশ হানা দিয়েছে। মাটিগাড়ার শপিং মলে ঘোরার পর স্নিফার ডগকে নিয়ে যাওয়া হয় তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে। সেখান থেকে সিম্বাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেবক রোডের একটি শপিং মলে। অন্যদিকে, শহরে ঢোকার মূল রাস্তাগুলোতে এদিন সকাল থেকেই চলেছে নাকা চেকিং। সেখানে শহরে ঢোকা প্রতিটি গাড়ির নম্বর লিখে রাখা হয়েছে। গত কয়েক মাসে একাধিকবার শিরোনামে আসা হোটেলগুলোতেও তল্লাশি চালাল পুলিশ। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রতিটি হোটেল, লজে এখন কারা রুম ভাড়া নিয়ে রয়েছে, সেব্যাপারে তথ্য নিল পুলিশ।

গত দুই মাসে শিলিগুড়ি বহিরাগত দুষ্কৃতীদের কাছে মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। ন্যু গ্যাং থেকে শুরু করে সোনা লুট গ্যাংয়ের অপারেশনের তদন্ত এখনও করছে পুলিশ। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। এর মধ্যেই 'অসম গ্যাং'-এরও একাধিক অপারেশন চিন্তায় রেখেছে পুলিশকর্মীদের। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা দিবসে নতুন করে যাতে কোনও ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়টাকে সুনিশ্চিত করতে সক্রিয় হয়েছে শিলিগুড়ি পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরে বাইরে থেকে আসা প্রতিটি গাড়িরই নম্বর শহরের বিভিন্ন পয়েন্টে দাঁড়িয়ে তথ্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

রাতের গর্জন ম্রিয়মাণ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : গত বছর শহরের পথ ছিল ওঁদের দখলে। আরজি করে তরুণী ডাক্তারকে তাঁর কর্মক্ষেত্রে পৈশাচিক নির্যাতন ও খুনের প্রতিবাদে একত্রিত হয়েছিল শহর। হাসমি চক থেকে হাসপাতাল মোড়, গোষ্ঠ পালের মূর্তি এবং হিলকার্ট রোড ধরে সেবক মোড় পর্যন্ত ছিল প্রতিবাদীদের ভিড়। ভোররাত অবধি শহরের রাজপথ ছিল তাঁদের দখলে। এই ঘটনার বছর গড়াতেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধার কমেছে প্রতিবাদেরও। এদিন সরাসরি স্পষ্ট হল রাত দখলের কর্মসূচিতে। শহরে এদিন নাইট ইজ আওয়ারস, লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার সহ বামপন্থী সংগঠনগুলির ডাকে রাত দখলের কর্মসূচি হয়। তাতে গত বছরের তুলনায় সিকিভাগও ভিড় হয়নি।

এদিন বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু হয় মশালমিছিল। হাতে মশাল নিয়ে নাইট ইজ আওয়ারস-এর সদস্যরা কোর্ট মোড় হয়ে হাসমি চকে পৌঁছান। এদিন শহরে তিনটি কর্মসূচি মিলিয়ে দুশোর বেশি মানুষ দেখা যায়নি।

মানুষের অনীহার কারণ হিসেবে কারও মনে হয়েছে সুবিচার না পেয়ে হয়তো অনেকে অভিমানে আন্দোলনে যোগ দেননি। তবে এখনও সুবিচার ও ন্যায়ের দাবিতে অটল নাইট ইজ আওয়ারস সংগঠনের সভাপতি কোয়েল রায়। পরনে কালো জামা ও হাতে মশাল নিয়ে কোয়েল বলেন, 'হয়তো গত বছরের মতো ভিড় হয়নি। তবে আমাদের এই আন্দোলন থামবে না। যে কজনই আমাদের সঙ্গে থাকবেন, তাঁদের নিয়েই আমরা বারংবার রাস্তায় নামব।'

বাঘা যতীন পার্কের মূল গেটের সামনে আঁকা হয়েছে অভয়ার প্রতীকী ছবি। তাতে লেখা 'যদি বিচার দিতে না পারো, মুখ্যমন্ত্রী গদি ছাড়ো'। সামনে বসে রয়েছেন কয়েকজন। গত বছর অবশ্য হাতেগুনে শেষ করা যায়নি এই কর্মসূচিতে আসা মানুষের সংখ্যা। এবছর হাতেগোনা সদস্য নিয়েই তাঁদের প্রতিবাদ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের কি ধার কমেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে সুগন্ধা বিশ্বাস বলেন, 'ধার কমেছে কি না তা বলা মুশকিল তবে অনেকেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গিয়েছেন। আমরা ভুলব না। যতদিন না অভয়া বিচার পায়।'

ধার কমেছে

- শিলিগুড়িতে বৃহস্পতিবার তিনটি রাত দখলের কর্মসূচি হয়
- নাইট ইজ আওয়ারস, লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার এবং বামপন্থীদের
- তিনটি কর্মসূচি মিলিয়ে দুশোর বেশি মানুষকে দেখা যায়নি
- তবু প্রতিবাদীদের কেউ কেউ এখনও হাল ছাড়তে নারাজ

বামপন্থী ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলিও মশালমিছিলের ডাক দেয়। তবে এক্ষেত্রে শুধু অভয়াই নয়, তামান্নারও সুবিচার চাইছেন তাঁরা। তবে এক্ষেত্রেও সদস্য সংখ্যা যে খুব একটা বেশি ছিল না তা বলা যেতে পারে। সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির জেলা সভাপতি রত্না চৌবে বলেন, 'প্রথমে অভয়া তারপর তামান্না, একের পর এক ঘটনা। সুবিচার নেই, শুধু নারী নির্যাতন বাড়ছে।' গত বছর হাজার হাজার মানুষের গর্জনে কেঁপে উঠেছিল গোটা শহর। এবছর সেই প্রতিবাদী গর্জন অনেকটাই ম্রিয়মাণ।

বাগডোগরার খবর : অভয়া ও তামান্নার বিচারের দাবিতে সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটি শিবমন্দির এলাকায় মশাল মিছিল করে। কমিটির সম্পাদক অসিতকুমার নন্দী বলেন, 'শিবমন্দিরের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মশাল মিছিল শিবমন্দির এলাকা পরিক্রমা করে। মিছিলে দলের নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।'

অবরোধ

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর ১০০ দিন পেরিয়ে গেলেও ওবিসি মামলার জটে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া আটকে আছে। এই অভিযোগে এআইডিএসও বৃহস্পতিবার কলকাতা ও শিলিগুড়িতে পথ অবরোধ ও জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি করে। বৃহস্পতিবার জেলা নেতৃত্ব সহ কর্মীরা কোর্ট মোড়ে গান্ধিমূর্তির সামনে অবরোধ কর্মসূচি করেন। ভেনাস মোড় হয়ে হিলকার্ট রোড ঘুরে কোর্ট মোড় পর্যন্ত মিছিলের কথা ছিল। তবে কোর্ট মোড় চত্বরেই পুলিশ বাধা দিলে, বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়।

দলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কল্লোল বাগচী বলেন, 'রাজ্যে সরকারি কলেজগুলিতে ইচ্ছাকৃতভাবে ভর্তি প্রক্রিয়ায় দেরি করে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করতে চাইছে। এই বছর ভর্তি প্রক্রিয়া দেরিতে শুরু হওয়ায় অনেক পড়ুয়াই বেসরকারি বিভিন্ন কলেজে মোটা টাকার বিনিময়ে ভর্তি হতে বাধ্য হচ্ছে।' ১৮ অগাস্টের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে, রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা দপ্তর অচল করে দেওয়া হবে বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কর্মী বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অস্থায়ী কর্মীরা এখনও জুলাই মাসের বেতন পাননি। বৃহস্পতিবার তাঁরা সুপারস্পেশালিটি ব্লকে ঠিকাদার এজেন্সির আধিকারিককে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। এই ব্লকে প্রায় ২৭৪ জন অস্থায়ী কর্মী আছেন। প্রতি মাসেই এখানে কর্মরত অস্থায়ী কর্মীদের বেতন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। বেতনের দাবিতে আন্দোলনকারী সংগঠনের নেত্রী প্রতিমা চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতি মাসেই বেতন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বেতন হওয়ার কথা থাকলেও সেটা মানা হচ্ছে না। প্রতি মাসে এভাবে আন্দোলন, ঘেরাও করে বেতন দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে হচ্ছে। শনিবারের মধ্যে জুলাই মাসের বেতন না হলে সোমবার থেকে লাগাতার আন্দোলন করা হবে।' বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি জানিয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তর বরাদ্দ না দেওয়ায় কর্মীদের বেতনে সমস্যা হচ্ছে।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কেনাকাটা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

পাইপ ফেটে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : চড়া রোদ, কিন্তু মাথায় পড়ছে জল। রোদ ঝলমলে দিনে হালকা বৃষ্টির নজির কম নেই। তার মধ্যে বুধবার পর্যন্ত টানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে শহরে। তাই এমন পরিস্থিতিতে অনেকেরই চোখ আকাশের দিকে। কিন্তু আকাশ থেকে যে বৃষ্টি পড়ছে না, বুঝতে অসুবিধা হয়নি কারও। তাহলে জল এল কোথা থেকে? আশপাশে নজর ঘোরাতেই তাঁরা দেখলেন মহানন্দা সেতু সংলগ্ন সৌন্দার্যায়নের জায়গা জলের উৎসস্থল এবং এখানকার একটি জল সরবরাহের পাইপ ফেটেই ঘটেছে বিপত্তি, পাইপের জল ফোয়ারার আকার নিয়েছে। যে কারণে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জংশন থেকে এয়ারভিউ মোড়ে যাঁরা এসেছেন, অধিকাংশরই মাথা এবং শরীরের একাংশ ভিজেছে। পরিস্থিতি নিয়ে বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সমস্যায় পড়া প্রত্যেকেই।

শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ের সৌন্দর্যায়নের জায়গায় হঠাৎ রেলিংয়ের পাশে থাকা জলের একটি পাইপ ফেটে যাওয়ায় ভিজতে হল অনেককে। মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে ফিরছিলেন রাজীব সরকার। মেয়ের সঙ্গে তাঁকেও ভিজতে হয়েছে। রাজীব বললেন, 'হঠাৎ দেখি জল পড়ছে। ফোয়ারার মতো জল পড়ায় সাধারণ মানুষ ভিজে যাচ্ছেন। ট্রাফিক সিগন্যাল না থাকায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাদেরও ভিজতে হল। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পাশে এমন ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' অনেকেই জল অপচয়ের প্রসঙ্গ টেনে সরব হয়েছেন। ভেজা অবস্থায় অরুণ কুণ্ডু বললেন, 'দীর্ঘসময় ধরে নাকি এমনটা চলছে। এটা কী করে সম্ভব? এত জল নষ্ট হচ্ছে, কেউ দেখার নেই। অথচ শহরে মাঝে মাঝে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়।' যদিও পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'বৃষ্টির জন্য ওখানে কিছু সমস্যা হয়েছে, তাই এই সমস্যা হচ্ছে। এর স্থায়ী সমাধান করা হবে।' তবে বৃষ্টির সঙ্গে পাইপ ফেটে যাওয়ার কী সম্পর্ক, তা অনেকেই বুঝতে পারছেন না।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কমলানগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে কাফ সিরাপ উদ্ধার করে ভক্তিনগর পুলিশ। এঘটনায় রোশন বর্মনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের সন্দেহ, এই ব্যক্তি কাফ সিরাপ পাচারের চেষ্টা করছিলেন। ধৃতকে শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

মার্কেটে ফের অবৈধ নির্মাণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : বছরখানেক আগে পুরনিগমের অভিযানে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে বহু অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছিল। সেই অবৈধ নির্মাণে মদতের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের এক পদস্থ নেতা ও বিজেপির এক নেতার। সেই অভিযানের পর ফের সেখানে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'স্থানীয়রা লিখিত অভিযোগ দিলে বিষয়টা দেখা হবে।' মেয়র গৌতম দেব হুঁশিয়ারির সুরে বলছেন, 'ওই অবৈধ নির্মাণের কাজ শুরু হলে ফের ভেঙে দেওয়া হবে।' স্থানীয় ১২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিজেপির মঞ্জুশ্রী পালের বক্তব্য, 'আমি খোঁজ নিচ্ছি। পুরনিগমে জানিয়ে দেব।'

এই নির্মাণের সঙ্গে তিনজন প্রোমোটার জড়িয়ে রয়েছেন। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক খোকন ভট্টাচার্য বলছেন, 'ওই অবৈধ নির্মাণের ভেতরে ভেতরে আবার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এটা হওয়া ঠিক নয়। এমনিতেই শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। এরমধ্যেই এই ধরনের অবৈধ নির্মাণ গোটা মার্কেটকেই শেষ করে দিচ্ছে।'

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের মোমো গলি সংলগ্ন এলাকায় চর্চায় থাকা এই অবৈধ নির্মাণের জায়গায় এক সময় বহু পুরোনো একটি ভবন ছিল।

খোঁজ নেবে কে

- শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে গত বছর বহু অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়
- ফের সেখানে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে
- অবৈধ নির্মাণ হলে ফের ভাঙা হবে, বলেছেন মেয়র
- কাউন্সিলার নাকি খোঁজ নিয়ে পুরনিগমে জানাবেন

ওই ভবনটি বসতবাড়ি হিসেবেই ব্যবহার হত। বছরখানেক আগে ওই বসতবাড়িকে বাণিজ্যিক ভবনে বদল করা হয়। ভবনের নীচতলায় প্ল্যাংকিং করে ছাউনি দিয়ে দুইতল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ছাদেও কংক্রিটের পিলার তুলে নির্মাণ হয়েছিল। স্থানীয়রা প্রশ্ন তোলেন, বসতবাড়ি রাতারাতি কীভাবে বাণিজ্যিক ভবন হয়ে গেল?

স্থানীয় অনেকেরই বক্তব্য, 'আসলে গতবছর রাজনৈতিক মদতের বিষয়টা প্রকাশ্যে আসার পরেই শুধুমাত্র মানুষের চোখে ধুলো দিতে ওই অবৈধ নির্মাণের কিছুটা অংশ ভাঙা হয়েছিল। তাই সুযোগ বুঝে ফের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।'

পথবাতি সংস্কারের দাবি

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : বিভিন্ন সময় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে লাগানো একাধিক পথবাতি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে অকেজো হয়ে গিয়েছে। শহর লাগোয়া ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বছর আটেক আগে এই পথবাতিগুলি লাগানো হয়েছিল। সেগুলির অধিকাংশের বিকল অবস্থা। কোনওটির আবার তার কেটে নিয়ে চলে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। একই অবস্থা খোলাচাঁদ ফাঁপড়ি, রাজ ফাঁপড়ি সহ অন্যান্য জায়গার। এমনকি বেঙ্গল সাফারির পেছনের বসতির একাংশে লাগানো বাতিগুলির অবস্থা একইরকম।

> তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আসার পরে এই পথবাতিগুলি লাগানো হয়েছিল। প্রথম দিকে ঠিকঠাক জ্বললেও সময়ের সঙ্গে একে একে সব বিকল হয়ে গিয়েছে।
>
> **পুলিন রায়,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অভিরাম সাইবোর জানান, কোথায় কতগুলি পথবাতি লাগানো হয়েছিল সেবিষয়ে তাঁর সঠিক জানা নেই। তিনি বললেন, 'আমরা বোর্ডে আসার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে যে কয়েকটি পথবাতি পেয়েছিলাম সেগুলি চমকডাঙ্গি, লালটং বস্তিতে রয়েছে। সেগুলি ঠিকঠাক জ্বলছে।' তিনি প্রয়োজনে এবিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন।

খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির সেতুজুড়ে লাগানো বাতিগুলি দেখিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা পুলিন রায় বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস সরকার আসার পরে এই পথবাতিগুলি লাগানো হয়েছিল। প্রথম দিকে ঠিকঠাক জ্বললেও সময়ের সঙ্গে একে একে সব বিকল হয়ে গিয়েছে।' স্থানীয়রা জানান, মাঝে ওইসমস্ত বাতি একবার সংস্কার করা হলেও ফের বিকল হয়ে যায়।

শহিদ স্মারক দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
৭৯তম স্বাধীনতা দিবস এবং ২৬তম বর্ষ
কার্গিল বিজয় 'ওপি ভিজয়' ১৯৯৯
৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এবং ২৬তম বর্ষ কার্গিল বিজয় 'ওপি ভিজয়' ১৯৯৯-এ সর্বোচ্চ ত্যাগের স্মরণে আমরা আপনাদের শহিদ স্মারক এবং কার্গিল বিজয় বীর শহিদ সুরেশ ছেত্রীর মূর্তির উন্মোচন অনুষ্ঠানে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
শহিদ সুরেশ ছেত্রী ২ নম্বর নাগা ব্যাটালিয়নে ছিলেন। কার্গিল যুদ্ধে মাসখো ভ্যালি, দ্রাস সেক্টর, কার্গিল এবং জম্মু এবং কাশ্মীরে যুদ্ধের সময় দেশের জন্য ১৯৯৯ সালের ৭ জুলাই প্রাণ ত্যাগ করেন। সবাই আসুন তাঁর শৌর্য, ত্যাগ, বলিদানের জন্য তাঁকে স্মরণ করি। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের বীরদের জন্য শ্রদ্ধার হবে, যাঁরা এই মহান জাতির প্রতিটি হৃদয়স্পন্দনে বেঁচে আছেন।
প্রধান অতিথি : মেজর জেনারেল জয়প্রকাশ সিং, জিওসি ১১১ সাব এরিয়া
বিশেষ অতিথি : শ্রী অরুণ ঘোষ, সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

আরএসভিপি :
নেত্ররাজ ছেত্রী : ৯৬১৪১০৪৬৪৬
ডঃ সুমন সুরেশ কার্গিল ছেত্রী : ৯৬১০৩১০২৮৮
ডঃ সূরজ ছেত্রী : ৯৬৭২৮৫০৮২২
তারিখ : ১৫ অগাস্ট, ২০২৫ (শুক্রবার)
সময় : সকাল ১১টা
স্থান : সাতভাইয়া মোড়, নকশালবাড়ি, দার্জিলিং

পৃথিবীর পাঠশালা

চিকিৎসায় এআই-এর বিপদ?

গুগল-এর স্বাস্থ্য বিষয়ক এআই, মেড-জেমিনি, সম্প্রতি একটি গবেষণাপত্রে মানব মস্তিষ্কের এক কাল্পনিক অংশের নাম দেয় 'ব্যাসিলার গ্যাংলিয়া'। এই ভুয়া আবিষ্কার নিয়ে এখন চিকিৎসকদের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। কারণ, মানব শরীরে এমন কোনও অঙ্গের অস্তিত্বই নেই।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি সম্ভবত দুটি আসল শব্দ- ব্যাসাল গ্যাংলিয়া এবং ব্যাসিলার আর্টারি-র ভুল মিশ্রণ। গুগল যদিও একে একটি মুদ্রণ বিভ্রাট বলে দাবি করে তাদের ব্লগপোস্ট সংশোধন করেছে, কিন্তু মূল গবেষণাপত্রটি এখনও অপরিবর্তিত।

এআই-এর এই ধরনের ভুল বা 'বিভ্রম' চিকিৎসার ক্ষেত্রে জীবনঘাতীও হতে পারে। ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুডি গিচোয়া বলেন, এআই-এর মূল সমস্যা হল তারা 'আমি জানি না' বলার রাস্তায় যায় না, বরং ভুল তথ্য তৈরি করে, যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো সংবেদনশীল ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

স্পেনে ঘাস কাটার দায়িত্বে ছাগলের দল

স্পেনের কিছু শহরে এখন পার্কের ঘাস কাটার জন্য আধুনিক যন্ত্রের পরিবর্তে ছাগলের দলকে কাজে লাগানো হচ্ছে! হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। তারা কোনও যন্ত্র নয়, বরং ছাগলের পাল দিয়ে ঘাস, আগাছা আর ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে। ছাগলগুলো যেন জীবন্ত লন-মোয়ারের মতো কাজ করে। এটি শুধু কার্বন নির্গমন কমায় না, বরং শহরের জ্বালানি, রক্ষণাবেক্ষণ আর শ্রমের খরচও বাঁচায়। তাদের চরে খাওয়ার ধরন এমন যে, কিছু জায়গায় ঘাস সাফ করে আর অন্য জায়গায় বন্য ফুল ও ছোট প্রাণীর জন্য জায়গা করে দেয়। এটি এক অদ্ভুত পরিবেশবান্ধব সমাধান।

পলকে মিলিয়ে যায়!

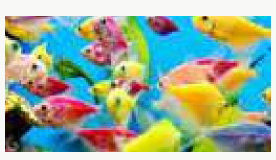

সম্প্রতি জাপানি বিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন এমন এক মাছের, যা এক সেকেন্ডে শরীরের রং বদলে চারপাশের সঙ্গে মিশে যেতে পারে! শিকারিদের এড়াতে এই কৌশল ব্যবহার করে মাছটি। গবেষকরা বলছেন, এ ক্ষমতা মানুষের জন্য 'অদৃশ্য প্রযুক্তি' আবিষ্কারে অনুপ্রেরণা হতে পারে। নেটিজেনদের মন্তব্য, 'কমিকসের ইনভিজিবল ম্যান হয়তো একদিন বাস্তবেই আসবে!'

একটি ফিল্মেই ঘর ঠান্ডা!

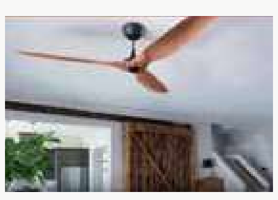

গরমের জ্বালায় অস্থির? এসি বা পাখার খরচ নিয়ে চিন্তায় আছেন? তাহলে চিনের এই দারুণ আবিষ্কার আপনার মুখে হাসি ফোটাবে! তারা এমন এক ম্যাজিক ফিল্ম তৈরি করেছে যা কোনওরকম বিদ্যুৎ ছাড়াই আপনার ঘর ১৫ ডিগ্রি পর্যন্ত ঠান্ডা রাখতে পারে। এটি মূলত সূর্যের তাপকে প্রতিফলিত করে এবং ঘরের ভেতরের তাপকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এতে করে এসি বা কুলার ছাড়াই ঘর ঠান্ডা থাকে। এই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিটি শুধু বাড়ি নয়, বৈদ্যুতিন সামগ্রীকেও ঠান্ডা রাখতে পারে। বিদ্যুৎ বাঁচিয়ে ঠান্ডা থাকার এমন সহজ সমাধান কে না চায়?

মৃতদেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৪ অগাস্ট : বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার মুরমালা গ্রামে বুড়িকনকই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে বুধবার সন্ধ্যায় শিবু হেমব্রম (৪০) ডুবে যান। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা বহু চেষ্টা চালিয়েও তাঁর কোনও খোঁজ পাননি। এসডিআরএফ বৃহস্পতিবার নদী থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে।

দিলীপের

প্রথম পাতার পর

তবে রাজ্য কমিটি শোকজ করেছে দেখেই তিনি জবাব দিয়েছেন বলে দাবি দিলীপের। রাজ্যের ওপর তাঁর আস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে জেলা কমিটির শোকজ করার কোনও সাহস নেই বলে মন্তব্য তাঁর। দিলীপ প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'ওঁর বিষয়টি রাজ্য দেখছে। তাই যা বলার রাজ্য নেতৃত্বই বলবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের গত বোর্ডসভায় তাঁর ওয়ার্ডের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে বলতে উঠলে দলীয় কাউন্সিলারদের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তৃণমূল কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। চেয়ারম্যান তাঁকে বলতে দেননি। চেয়ারম্যান জানিয়ে দেন, কোনও মেয়র পারিষদ বোর্ড সভায় প্রশ্নোত্তর কিংবা মোশন পর্বে অংশ নিতে পারেন না। এরপরেই দিলীপ অভিযোগ করেন, তাঁর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গেলে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ফোন করে বাধা দেন। ওই সময় ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গেও বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন দিলীপ। তখনই চেয়ারম্যান সহ দলীয় কাউন্সিলাররাই একপ্রকার ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দিলীপকে বোর্ড সভা থেকে বের করে দেন। সেই ঘটনার পরেই বাইরে এসে গৌতম এবং রঞ্জনকে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' আখ্যা দিয়েছিলেন দিলীপ। পুরনিগমে অনিয়ম এবং দুর্নীতি হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। সেই ঘটনায় শাসকদলকে ব্যাপক চাপের মুখে পড়তে হয়। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হতেই রাজ্য নেতৃত্ব দিলীপকে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তুলে শোকজ নোটিশ ধরায়। তিনদিনের মধ্যে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়। এরপর দিলীপ চলতি মাসের পাঁচ তারিখ জবাব দেন। কিন্তু তিনি এখনও রাজ্য থেকেও কোনও পালটা জবাব পাননি বলে জানিয়েছেন। এদিকে, দিলীপের বিদ্রোহের পর থেকেই দলীয় কাউন্সিলাররা দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছেন। ঘটনার দিনই দুলাল দত্ত, মানিক দে, মুন্না প্রসাদের মতো মেয়র পারিষদরা দিলীপের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের পাশাপাশি বাকি কাউন্সিলাররাও ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেছেন।

শেড নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজের জের

এনজেপিতে বাতিল ৯টি ট্রেন

শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে প্ল্যাটফর্মে শেড নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজের জন্য ৯টি ট্রেন বাতিল করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। আংশিক বাতিল করা হয়েছে একাধিক ট্রেন, কয়েকটি ট্রেনকে ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অনেক ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। বাতিলের তালিকায় এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার, এনজেপি-বঙ্গাইগাঁও প্যাসেঞ্জারের মতো ট্রেন রয়েছে। আংশিক বাতিলের তালিকায় শতাব্দী এক্সপ্রেসও রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'এনজেপি স্টেশনে কিছু কাজ হচ্ছে। সে কারণে কিছু ট্রেন বাতিল করার পাশাপাশি সময়সূচির পরিবর্তন বা ঘুরপথে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার জংশন-এনজেপি ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস ১৩ থেকে ২০ অগাস্ট পর্যন্ত, ৫৫৭৪৯ এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার ১৭ থেকে ২০ অগাস্ট পর্যন্ত, ৫৫৭৫০ হলদিবাড়ি-এনজেপি প্যাসেঞ্জার ১৩ থেকে ২০ অগাস্ট, ৫৫৭৫১ এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জার ১৩ থেকে ২০ অগাস্ট এবং ৫৫৭৫২ হলদিবাড়ি-এনজেপি প্যাসেঞ্জার ১৭ থেকে ২০ অগাস্ট পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। অন্যদিকে, ১৫৭১০/১৫৭০৯ এনজেপি-মালদা টাউন এনজেপি এক্সপ্রেস ১৭ থেকে ২০ অগাস্ট পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। ১৫৭০৩/১৫৭০৪ এনজেপি-বঙ্গাইগাঁও এনজেপি এক্সপ্রেস ১৭ থেকে ২০ অগাস্ট বাতিল করা হয়েছে। ৭৫৭২১ শিলিগুড়ি জংশন-হলদিবাড়ি ডিইএমইউ ১৯ অগাস্ট বাতিল করা হয়েছে। ২০ অগাস্ট বাতিল হয়েছে ৭৫৭২২ হলদিবাড়ি-শিলিগুড়ি জংশন ডিইএমইউ।

অন্যদিকে, আংশিক বাতিল হয়েছে ৫২৫৪১-৫২৫৪০ এনজেপি-দার্জিলিং এবং দার্জিলিং-এনজেপি টয়ট্রেন পরিষেবা। ১৯ অগাস্ট এনজেপি স্টেশনের পরিবর্তে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছাড়বে টয়ট্রেন। আবার এনজেপি থেকে এসে শিলিগুড়ি জংশনেই দাঁড়াবে। অন্যদিকে, ১২০৪১ হাওড়া-এনজেপি শতাব্দী এক্সপ্রেস ১৯ অগাস্ট এনজেপির পরিবর্তে কিশনগঞ্জ স্টেশন থেকে ছাড়বে। ২০ অগাস্ট ১২০৪২ হাওড়া থেকে রওনা হয়ে শতাব্দী এক্সপ্রেস কিশনগঞ্জ স্টেশনে যাত্রাপথ শেষ করবে। বেশ কিছু ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। কামাখ্যা-রাঁচি জংশন এক্সপ্রেস ১৯ অগাস্ট এনজেপিতে দাঁড়াবে না। তার পরিবর্তে শিলিগুড়ি জংশনে দাঁড়াবে। ওইদিন ট্রেনটি ঠাকুরগঞ্জ হয়ে চলাচল করবে। ফিরোজপুর-আগরতলা এক্সপ্রেস ১৮ অগাস্ট এনজেপির পরিবর্তে শিলিগুড়ি জংশনে দাঁড়াবে এবং ঠাকুরগঞ্জ হয়ে যাতায়াত করবে। বেশ কিছু ট্রেনের সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। কামাখ্যা-ওল্ড দিল্লি বিপি মেল ১৯ অগাস্ট ৪টা ৫৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১১টায় ছাড়বে। হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস ১৯ তারিখ ৪টা ৫ মিনিটের বদলে সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে ছাড়বে। গুয়াহাটি-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ১৯ তারিখ বিকেল পাঁচটার পরিবর্তে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে ছাড়বে। শিলঘাট টাউন-কলকাতা এক্সপ্রেস ১৯ তারিখ দুপুর দেড়টার পরিবর্তে বিকেল চারটায় ছাড়বে।

রোগশয্যায় রাজগঞ্জের গ্রাম

প্রথম পাতার পর

চলতি মাসের শুরু থেকেই আক্রান্তদের রক্ত পরীক্ষা শুরু হয়। আর এতেই ঝাঁকে ঝাঁকে ল্যাপ্টোস্পাইরা পজিটিভ মিলতে শুরু করে। তার সঙ্গে অনেক রোগীর শরীরে স্ক্রাব টাইফাস এবং হেপাটাইটিস-এ'র সংক্রমণও রয়েছে।

বৃহস্পতিবার চেকরমারি, পেলকুগছ, পোয়ালিগছ, বাইনগছ, ডলিনজোত, জমিদারগছ এলাকায় ঘুরে মনে হয়েছে এখানে ফের যেন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সময়কার আতঙ্ক ফিরে এসেছে। চারিদিকের রাস্তাঘাট শুনসান, চাষের জমিতেও লোকজন নেই। এলাকায় একটা গাড়ির শব্দ পেলেই মানুষ উঁকি মেরে দেখছেন, এই হয়তো স্বাস্থ্য দপ্তরের গাড়ি বা অ্যাম্বুল্যান্স এল। প্রতিটি গ্রামেই স্বাস্থ্যকর্মীদের বসিয়ে মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ডক্সিসাইক্লিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন, প্যারাসিটামল, ওআরএস এবং হ্যালোজিন ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছে। মূলত জলবাহিত রোগ হওয়ায় এক লিটার জলে একটি করে হ্যালোজিন ট্যাবলেট মিশিয়ে তারপরেই জল পান করতে বলা হচ্ছে।

চেকরমারি আইসিডিএস কেন্দ্রের শিবিরে শিবু দাস, সুব্রত রায়, মণীন্দ্র সরকারের মতো বাসিন্দারা এসে ওষুধ নিচ্ছেন। তাঁরা বললেন, 'তিন, চারদিন ধরে জ্বর, মাথা সহ পুরো শরীর ব্যথা, বমি ভাব এবং চোখ জ্বলছে। ধীরে ধীরে চোখ হলুদ হয়ে যাচ্ছে।' শিবিরে থাকা স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রত্যেককে ওষুধ দিয়ে দু'দিন পরেও জ্বর না কমলে রক্ত পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিচ্ছেন। এখানকার বাসিন্দা সুব্রত সরকার বললেন, 'গ্রামের প্রতি বাড়িতেই শিশু থেকে বয়স্ক সকলেই প্রায় এই রোগে আক্রান্ত।' এদিন সকালে অ্যাম্বুল্যান্স এসে বেশ কয়েকজনকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। হাসপাতালে জায়গা না থাকায় অনেককে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা হচ্ছে।

নতুনপাড়ার পরেশচন্দ্র সরকারের কথায়, 'নাতি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সাতদিন ধরে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। সেখানে ৪০ হাজার টাকা জমা দিতে বলেছে। কিন্তু এই রোগ আসার পর থেকে কোথাও কাজ পাচ্ছি না। চা বাগানের কাজও বন্ধ। কোথা থেকে টাকার ব্যবস্থা করব বুঝতে পারছি না।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত প্রায় আড়াইশোজনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে দেড়শোর বেশি ল্যাপ্টোস্পাইরার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লক হাসপাতালের প্রায় সমস্ত শয্যাই এই রোগে আক্রান্ত রোগীতে ভরে গিয়েছে।

প্রশ্নের মুখে তৃণমূল নেতাদের ভূমিকা

উত্তরবঙ্গে দল দুর্বল : অভিষেক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গে দল 'দুর্বল' বলে স্বীকার করে নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নয়াদিল্লির দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেছেন, 'উত্তরবঙ্গে যতটা আক্রমণাত্মক হয়ে তৃণমূলের কাজ করা উচিত ছিল, ততটা কাজ হয়নি। তাই ওখানে আমাদের সেরকম সাফল্যও আসেনি।' তিনি মনে করেন, উত্তরবঙ্গে দল দুর্বল। সেই কারণেই বিভিন্ন ইস্যুতে দলের স্বার্থে যতটা প্রচার দরকার ছিল, তা হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠেছে গৌতম দেব, উদয়ন গুহ, রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মতো নেতাদের নিয়ে। অভিষেকের এমন মন্তব্যের পর অস্বস্তি বেড়েছে উত্তরের নেতাদের।

ভোট চুরি, এসআইআর, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনায় ইদানীং কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে তৃণমূলের। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বাড়িতে নৈশভোজেও আমন্ত্রিত ছিলেন অভিষেক। এই সখ্যতা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের জোট হবে না বলে এদিন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'আপের মতো

আমরা কখনোই ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসিনি। লোকসভায় আমরা কংগ্রেসকে শর্ত ও সময় দিয়েছিলাম। কিন্তু বিধানসভায় কংগ্রেসের কোনও প্রয়োজন নেই।'

অভিষেক যাই বলুন না কেন, শেষ কথা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন সেটা তিনিও জানেন বেশ। পরে তাঁর মন্তব্য, '২০১৬ ও ২০২১-এ আমরা একা লড়েছি, কংগ্রেস সিপিএমের সঙ্গে জোটে আছে।' তবে আরজেডি ও কংগ্রেস চাইলে বিহারে ভোটপ্রচারে যাবে তৃণমূল।

অভিষেকের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে চার বছরে ১৫ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তার জবাবে এদিন অভিষেকের প্রতিনিধিদল অনুরাগের কাছে গিয়ে প্রমাণ সহ সেই অভিযোগ খারিজ করে এসেছে। সেই প্রেক্ষিতে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলছেন, 'অনুরাগ ঠাকুর যে অভিযোগ তুলেছেন তা ভিত্তিহীন। ভোটার তালিকায় বিজেপির কারচুপি আড়াল করতে এমনটা করা হয়েছে।'

> উত্তরবঙ্গে যতটা আক্রমণাত্মক হয়ে তৃণমূলের কাজ করা উচিত ছিল, ততটা কাজ হয়নি। তাই ওখানে আমাদের সেরকম সাফল্যও আসেনি।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**
> সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, তৃণমূল

তেড়ে গাল

প্রথম পাতার পর

যথারীতি আসরে নামে বিরোধীরা। সিপিএমের জেলা নেতা দেবজ্যোতি সিনহার কটাক্ষ, 'সদ্য নির্মিত বাঁধ ভাঙা নিয়ে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দোষারোপ করতে ব্যস্ত বিধায়কের দোষ ঢাকার বহিঃপ্রকাশ। এটা হল ক্ষমতার দাম্ভিকতা। ভাইরাল অডিওতে বিধায়কের ভাষা শুনে আমি লজ্জিত।' মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল বলছেন, 'বিধায়কের আসল রূপ বেরিয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল কদর্য ভাষায় পুলিশকে আক্রমণ করেছিলেন। এবারে আমাদের বিধায়ক প্রশ্ন করায় একজন সাধারণ নাগরিককে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করলেন। এটা আসলে তৃণমূলের কালচার।' সাবিত্রীর দাবি, 'ভূতনির বাঁধ ভাঙার পর কিছু মানুষ ফোন করে উত্ত্যক্ত করেছে। বলেছে ২০০ কোটি টাকা কামিয়ে ঠান্ডা ঘরে বসে আছেন। আমি তখন এক-দুটো লাইন বাজে কথা বলেছি। বলেছি, তুই কে রে? তুই জানিস আমি ২০০ কোটি টাকা কামিয়েছি? আমি কনট্রাক্টর? ইঞ্জিনিয়ার কাজ দিচ্ছে, অন্য কেউ কাজ করছে। আমি শিডিউলও জানি না। ওরা অনেক বাজে কথা বলে যাচ্ছিল, নিজেদের কথা রেকর্ড করেনি।' তিনি পুলিশ সুপারকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দুটি ফোন নম্বর দিয়েছেন বলেও জানান সাবিত্রী।

স্কুলের পাঠ নিতে

প্রথম পাতার পর

বনবস্তি থেকে বেরিয়ে আসার এটাই একমাত্র রাস্তা। বিকল্প অন্য একটিও রাস্তা নেই। শীতকালে তেমন সমস্যা না হলেও ভরা বর্ষায় নদীর চেহারা পালটে যায়। তখন খুব সাবধানে নদী পেরোতে হয়। নদীর ওপর কোনও সেতু নেই, গ্রামে নেই কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রায় ৮০টি পরিবারের বাস এখানে। ওই গ্রামেরই ছেলেমেয়েরা প্রাথমিকের পাট চুকিয়ে কাছাকাছি তুড়িবাড়ি হাইস্কুলে পড়াশোনা করে। কেউ আবার গরুবাথান বা বাগ্রাকোটের স্কুলেও যায়। গরুবাথানের বিডিও শোভন দাস বলেন, 'জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও এ বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা হবে।'

নদীপাড়ের তিনটি গ্রাম ঘিস বনবস্তি, বারোঘরিয়া এবং পনেরো ঘরিয়া কালিম্পং জেলার অন্তর্গত হলেও একমাত্র কাবুলজোত গ্রামটি জলপাইগুড়ি জেলায় রয়েছে। ভিডিওটি দেখার পর আতঙ্কিত মালের স্কুল পরিদর্শক বনশ্রী দাস থেকে শুরু করে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌমিতা ঘোষ, এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মঞ্জুলা লামা সকলেই এদিন তুড়িবাড়ি হাইস্কুলে পৌঁছে যান। সেখানে গিয়ে নদীর অপর পাড়ের ঘিস বনবস্তি, বারোঘরিয়া, পনেরো ঘরিয়া এবং কাবুলজোত এলাকা থেকে নদী পেরিয়ে যেসব ছাত্রছাত্রী স্কুলে পড়তে যায় সকলের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন। তুড়িবাড়ি হাইস্কুলের টিআইসি রাম ছেত্রী, সহকারী শিক্ষক প্রশান্ত রাই এবং স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি নরবাহাদুর ইয়ংজন বিকল্প পথে ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে আনা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করেন। ঠিক হয়েছে, আগামী সোমবার নদীপাড়ের চারটি গ্রামের ৪০ জন ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকদের নিয়ে স্কুলে একটি সভা করা হবে। যেখানে এধরনের পরিস্থিতিতে অনলাইনে ক্লাস শুরু করা যায় কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। স্কুলের সহকারী শিক্ষক প্রশান্ত বলেন, 'এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে আসার কোনও প্রয়োজন নেই। এই বার্তা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হয়েছে।'

দশম শ্রেণির ছাত্রী নিকিতা বিশ্বকর্মা বলে, 'নদী পেরোতে গিয়ে ভেসে যাওয়ার ভয় তো করছিল। কিন্তু নদীর পাড়ে গ্রামের অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভরসা ছিল, বিপদে পড়লে তাঁরা এগিয়ে আসবেন।' সকলেরই দাবি, লেতি নদীর ওপর নতুন করে একটি সেতু তৈরি করা হোক।

স্বাধীনতার অপব্যবহার ও অশিক্ষা

প্রথম পাতার পর

সিকিমের ড্রাইভাররা বাংলায় যেখানে খুশি যেতে পারেন, অথচ বাংলার ড্রাইভারদের সিকিমে সেই অধিকার নেই। এটা কি প্রথম দলের পক্ষে কম বড় স্বাধীনতা?

বালুরঘাটের হাসপাতালে ডায়ালিসিস করার সুবিধে কম। তার মধ্যেই রোগীদের ধমকধামক দিচ্ছেন হাসপাতালের কর্মীরা। এটা কি কম বড় স্বাধীনতা?

দিনহাটায় প্রতিদিনই উচ্চগ্রামে গালিগালাজে ব্যস্ত উদয়ন গুহ আর নিশীথ প্রামাণিকের চ্যালাচামুণ্ডারা। এটাও কি কম বড় স্বাধীনতা?

টুকরো টুকরো এই স্বাধীনতার অংশগুলো খেয়াল করুন, আসলে স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতার অপব্যবহার। সব রাজ্যেই এমন অপব্যবহার চলছে কমবেশি। অপব্যবহার যে পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, তা শুনলে বিস্মিত হতে হয়! এও কি সম্ভব?

দিন দুই আগে কলকাতার অসহায় দুই প্রবীণ-প্রবীণা অরুণাংশু দাশগুপ্ত ও মৌসুমি দাশগুপ্ত ফেসবুকে বলেছেন, তাঁরা নিঃস্ব। সাহায্য চাই। একমাত্র সন্তানকে মানুষ করার জন্য এঁরা সর্বস্ব দিয়ে নিঃস্ব। অথচ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ছেলে আর বাবা-মাকে দেখে না।

এটাও তো ছেলেটির ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। এটাও একরকম স্বাধীনতা!

সমস্যা হল, অনেকেই এই অপব্যবহারকে নিজেদের স্বাধীনতা বলে দেখে। রাস্তায় থুতু ফেলব, পানের পিক ফেলব-- এ তো আমার জন্মগত অধিকার! তেমনই মা-বাবাকে দেখব কি দেখব না, স্কুলে গিয়ে নিয়মিত ক্লাস নেব কি না, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারও আমার জন্মগত।

স্বাধীনতার অপব্যবহার আসলে অশিক্ষারই প্রতিফলন। শহরের বড় স্কুলের পড়ুয়ারা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ফেলে দিয়ে যায় চিপসের প্যাকেট। উচ্চশিক্ষিতরা গাড়িতে যেতে যেতে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল খাবারের প্যাকেট। কারও কাছে স্বাধীনতা মানে 'জয় বাংলা' বলা, কারও কাছে 'জয় শ্রীরাম' বলা। সব দৃশ্য স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করে।

কোনও নেতা কপালের লাল টিপকে আরও লম্বা করে গালাগাল বাড়াচ্ছেন দিন-দিন, কোনও নেতা গান গাওয়া বাড়িয়ে দিচ্ছেন অনুজ গায়কের তৈলবাজিতে-- সবই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার অপব্যবহারের মধ্যে পড়ে।

নয়াদিল্লির উপকণ্ঠে নয়ডায় এক হোটেলে রিজার্ভেশন ছিল কলকাতার এক বাসিন্দা ও তাঁর শিশুসন্তানের। হোটেলে গেলে বলা হল, বাংলাদেশ-কাশ্মীর-পঞ্জাবের কাউকে ঘর দেওয়া যাবে না। ভদ্রলোক জানালেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা, বাংলাদেশের নন। উত্তর এল, 'ও তো একই ব্যাপার।'

হোটেলের রিসেপশনিস্ট বলতেই পারেন, এটাও তো তাঁর স্বাধীনতা। আসলে ওটা স্বাধীনতার অপব্যবহার ও মিথ্যাচরণ। এমন নির্দেশ আসলে ছিল না।

নয়ডারই এক সাংবাদিক বন্ধুর আবাসনে দশ হাজার ফ্ল্যাট। সেখানে কোচবিহার, দিনহাটা, পুণ্ডিবাড়ির প্রচুর লোক গৃহসহায়িকার চাকরি করেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তাঁরা অনেকে নানা কারণ দেখিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। অনেকে আর ফিরছেন না বাংলা থেকে। তাঁদের ভয় পাওয়ানোর লোকেরাও স্বাধীনতার অপব্যবহার করছেন গুজব ছড়িয়ে।

বাংলার মতো দেশের বিভিন্ন রাজ্যে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফারাক সুতোর মতো ঝুলতে থাকে।

গুজরাটের বনসকণ্ঠতে এক তরুণী ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করেছিল। সে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে লিভ ইন করছে জেনে বাবা ও কাকা তাকে দুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দু'পাট্টায় গলায় ফাঁস দিয়ে মেরেছে। এটাও বাবা-কাকার দিক থেকে নাকি স্বাধীনতা।

উত্তর গুজরাটে প্রচুর গ্রামে লোক উপচে উঠেছে হঠাৎ। জানা যাচ্ছে, বহু মানুষ বেআইনি পথে আমেরিকা গিয়েছিল। এখন ফিরে আসছে ভয়ে, ট্রাম্পের হুমকিতে। এই যে বেআইনি পথে যাওয়া এবং আসা--এসবও স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। স্বাধীনতার অপব্যবহারের মধ্যেও।

এই যে নরেন্দ্র মোদি স্টাইলে কেরলের সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ন বিদেশ ঘুরতে ভালোবাসেন, গত ৯ বছরে ২৫ বার বিদেশ গিয়েছেন, অথচ মউ চুক্তির সংখ্যা শূন্য। এটাও একদিক দিয়ে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার অপব্যবহারের মধ্যে পড়ে।

মহারাষ্ট্রে আবার অন্য সমস্যা। নাসিক, কোলাপুর, জলগাঁওয়ের মতো বড় শহরে পুরসভা নির্দেশ দিয়েছে, ১৫ অগাস্টের দিন মাংস বিক্রি বন্ধ। এ নিয়ে রাজ্যজুড়ে হইচই। এখানেও সেই স্বাধীনতা এবং তার অপব্যবহারের প্রশ্ন জড়িয়ে। ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য যা খুশি তাই করব।

স্বাধীনতা দিবসের দু'দিন আগে উত্তরপ্রদেশের বহু আলোচিত হাথরসেই 'অনার কিলিং'-এর জন্য উনিশের তরুণীকে খুন করেছে তাঁর বাবা, সৎমা, সৎদাদু মিলে। ভয়ংকর নৃশংস ঘটনায়ও লাগানো হচ্ছে পারিবারিক স্বাধীনতা ও সম্মানের রং।

ওড়িশার কেন্দুপাড়ায় দেখলাম, ৯১ বছরের বৃদ্ধা শিক্ষক স্বামীর মৃত্যুর ৪৬ বছর পরে প্রাপ্য পেলেন কোর্টের হস্তক্ষেপে। আমলারা যা আটকে রেখেছিলেন নানা যুক্তিতে। বৃদ্ধার অর্ধেক জীবনই কষ্টে গেল আমলাদের ক্ষমতার অপব্যবহারে। এ কোন স্বাধীনতা? প্রয়োজনীয় শিক্ষা থাকলে নিশ্চয়ই তাঁর এত ভোগান্তি হত না। তখন জানতেন, মেয়েদের জন্য সরব অনেক সংস্থা এখন।

কী দাঁড়াল সব মিলিয়ে? স্বাধীনতা থাকলেই হবে না শুধু। পূর্ণবয়স্ক স্বাধীন দেশে আজ অনেক বেশি প্রয়োজনীয় শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা। শিক্ষা থাকলে আর চলবে না স্বাধীনতার ক্রমাগত অপব্যবহার। নারী পাচারকারী, বাল্যবিবাহ, স্কুলছুট, ড্রাগ পাচারকারী, ধর্ষকদের আটকাতে জনতাই যথেষ্ট হবে তখন। শুধু পুলিশের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে হবে না সবসময়!

রংদার রোববার

উলকি

পরিচিতি নিশ্চিহ্ন করতে মৃতদেহ ১০ টুকরো করে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে আসা হয়েছিল। কিন্তু কর্ণাটকের মহিলার শরীরে আঁকা এক উলকি সূত্রেই তদন্তকারীরা তাঁকে শনাক্ত করলেন। উলকি এভাবেই বহু যুগ ধরে আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। একটা সময়ে 'ট্যাটু' হয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ। দেখতে বেশ, কিন্তু ঠিকমতো না করালে বিপদের আশঙ্কা বলে বিশেষজ্ঞদের সতর্কতা।

প্রচ্ছদ কাহিনী তনুশ্রী পাল, অচিন্ত্য সরকার ও সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী
ছোটগল্প সৌরেন চৌধুরী ট্রাভেল ব্লগ বিদ্যুৎ রাজগুরু
কবিতা মনোনীতা চক্রবর্তী, স্বপন মজুমদার, সুদীপা দেব, চিরঞ্জিত ভাণ্ডারী, অলি আচার্য, শিপ্রা বিষ্ণু ও প্রলয় মণ্ডল

২২ অগাস্ট রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : তিনটি নতুন মেট্রো রুটের উদ্বোধন সহ একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে ২২ অগাস্ট ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, দমদম সেন্ট্রাল জেল সংলগ্ন ময়দান থেকেই সরকারি প্রকল্পগুলির উদ্বোধনের পাশাপাশি দলীয় সভাও করবেন তিনি। ইতিমধ্যেই নতুন এই মেট্রো রুটের উদ্বোধনকে পুজোর আগে বাংলাকে প্রধানমন্ত্রীর 'ঐতিহাসিক উপহার' বলে দাবি করে প্রচারে নেমে পড়েছে বিজেপি।

প্রধানমন্ত্রীর তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধনের বিষয়ে ইতিমধ্যেই রেলের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছে। এই তিনটি রুট হল শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড, বেলেঘাটা-রুবি এবং নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর তরফে তাঁকে পাঠানো আমন্ত্রণের চিঠি পোস্ট করেছেন। সেখানেই দুর্গাপুজোর আগে রাজ্যবাসীর জন্য একে 'ঐতিহাসিক উপহার' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তিনটি নতুন মেট্রো রুটের উদ্বোধন ছাড়াও হাওড়া মেট্রো স্টেশনের সাবওয়ের উদ্বোধনও করার কথা প্রধানমন্ত্রীর। সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনের পরেই প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে দলীয় সভা করার পরিকল্পনা চলছে বিজেপির তরফে।

১৮ জুলাই দুর্গাপুরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেও সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনের পাশাপাশি দলীয় সভা থেকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে উন্নয়নের বার্তা দিয়েছিলেন মোদি। এদিনও রেলের তরফে জানানো হয়েছে, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শুধুমাত্র চলতি বছরের বাজেটেই ১৩,৯৫৫ কোটি টাকা পেয়েছে বাংলা। এই মুহূর্তে রেল পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নতির জন্য সবমিলিয়ে ৮৩,৭৬৫ কোটি টাকার কাজ চলছে পশ্চিমবঙ্গে। ১০১টি স্টেশনকে বিশ্বমানের রেল স্টেশন হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া ৯টি বন্দে ভারত ও দুটি অমৃত ভারত ট্রেনও চালু হয়েছে। মেট্রো রেলের এই তিনটি নতুন রুটের উদ্বোধন সেই উন্নয়নের পরিসরকেই আরও বিস্তৃত করবে বলে দাবি করেছে বিজেপি।

পথকুকুর সমস্যা

দায়িত্ব নিতে হবে সবাইকে

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : দিল্লি-এনসিআরের পথকুকুর সমস্যা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়ার বেঞ্চ বৃহস্পতিবার মামলার সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর অন্তর্বর্তী নির্দেশ সংরক্ষণ করেছে। এদিন শুনানিতে পশুপ্রেমীদের আইনজীবী কপিল সিবাল ও অন্যরা প্রশ্ন তোলেন, পথকুকুরদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রই তো তৈরি নেই। লোকালয় থেকে ধরার পর কোথায় অবলা প্রাণীগুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে?

সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, প্রতিবছর প্রায় ৩৭ লক্ষ মানুষ কুকুরের কামড়ে আক্রান্ত হন। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ হাজার ঘটনা ঘটে। তাঁর বক্তব্য, 'কুকুর মারতে হবে, এমন কেউ বলছে না। কিন্তু নিরাপত্তার জন্য তাদের আলাদা করা জরুরি।'

আদালত দিল্লি পুরসভার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে, 'সংসদ আইন করেছে, নিয়ম বানিয়েছে, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। যাঁরা হস্তক্ষেপ করতে এসেছেন, তাঁদেরও দায়িত্ব নিতে হবে।' আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ১১ অগাস্টের রায়ের বিরোধী সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে।

বিশেষ সম্মান পাচ্ছেন বাংলার ১৫ জন পুলিশ

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবসে দিল্লি থেকে সার্ভিস মেডেল পাচ্ছেন বাংলার ১৫ জন পুলিশ আধিকারিক। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস' বা বিশেষ পুলিশ সম্মান পাচ্ছেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী ও চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগিরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সম্মান দেওয়া হয়। রাজ্যের তরফেও কর্মক্ষেত্রে সাহসিকতা ও প্রশংসনীয় পরিষেবার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এবছর 'চিফ মিনিস্টার পুলিশ মেডেল ফর আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস' পাচ্ছেন আইজি (মালদা রেঞ্জ) দীপনারায়ণ গোস্বামী, মিরাজ খালিদ, গৌরব শর্মা, দেবস্মিতা দাস। দিল্লিতে বিশেষ সম্মান পাচ্ছেন রাজ্যের ডেপুটি পুলিশ সুপার প্রিয়ব্রত বক্সী, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ দেবাংশু দাশগুপ্ত। রাষ্ট্রপতি পদক পাচ্ছেন আইপিএস ত্রিপুরারি অথর্ব।

কাশ্মীরের কিস্তোয়ারে ধসে নিখোঁজ দুশোর বেশি

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মৃত ৪৪

শ্রীনগর, ১৪ অগাস্ট : উত্তরাখণ্ডের ধারালির পর জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তোয়ার। উপত্যকার এই জেলার চসোতি গ্রামে ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ধসের ঘটনায় এক সিআইএসএফ জওয়ান সহ কমপক্ষে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১২০'রও বেশি মানুষ এবং তিন জওয়ান সহ দুশোরও বেশি মানুষ এখনও নিখোঁজ। উপগ্রহের ছবিতেও বৃহস্পতিবার সকালে ওই এলাকায় ঘন মেঘের উপস্থিতি ও বিধ্বস্ত দশা ধরা পড়ে।

হঠাৎ নেমে আসা প্রবল বন্যায় জীবনহানি ছাড়াও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এলাকায়। এখনও উদ্ধার অভিযান চলছে এবং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, এই বিপর্যয় ঘটে 'মাচাইল মাতা যাত্রা'র রাস্তায়। দুর্যোগের জেরে তীর্থযাত্রায় হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যায় উদ্ধারকারী দল। এখনও চলছে উদ্ধার অভিযান এবং আটকে পড়া মানুষদের সরিয়ে আনার কাজ।

চসোতি গ্রামটি ৯,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত মাচাইল মাতার মন্দিরের শেষ গাড়ি চলাচলযোগ্য গ্রাম। এখান থেকেই দেবী চণ্ডীর মন্দিরে যাওয়ার ৮.৫ কিলোমিটার পায়ে হাঁটা 'মাচাইল মাতা যাত্রা' শুরু হয়। ভয়াবহ বন্যার কারণে বার্ষিক যাত্রা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার বিপর্যয় শুরু হয় দুপুর ১২টা থেকে ১টার মধ্যে। সেই সময় শতাধিক ভক্ত সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। তখনই মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়। একটি লঙ্গরখানা (যৌথ রান্নাঘর) বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সিআইএসএফের এক কর্মীর দেহ উদ্ধার করা হলেও আরও তিন জওয়ান এখনও নিখোঁজ। সেনা, পুলিশ, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ উদ্ধারকাজে নেমেছে। কিন্তু ভারী বৃষ্টি ও ধ্বংসস্তূপের কারণে কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

দুর্যোগের একাধিক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাস্থলের ভিডিওতে দেখা যায়, আতঙ্কিত তীর্থযাত্রীদের দ্রুত নিরাপদে সরানো হচ্ছে। অন্য একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে ভয়ংকর বন্যার স্রোতের মধ্যেই এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার কথা চিৎকার করে জানাচ্ছেন পুলিশ-প্রশাসনের কর্মীরা।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জানিয়েছেন, তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে পরিস্থিতির বিষয়ে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'দুর্গম এলাকায় যোগাযোগে সমস্যা থাকায় নিশ্চিত তথ্য আসতে দেরি হচ্ছে। তবে জম্মু-কাশ্মীরের ভিতর ও বাইরে থেকে সবরকম ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে উদ্ধার অভিযান যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চালানো হচ্ছে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, ঘটনা অতি ভয়াবহ এবং বিপুল প্রাণহানি ঘটতে পারে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বৃষ্টি ও ধসে বহু প্রাণহানির ঘটনায় উদ্বেগ ও শোকপ্রকাশ করে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোকবার্তায় মোদি বলেন, 'কিস্তোয়ারে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। পরিস্থিতি নজরে রাখা হচ্ছে, উদ্ধার ও ত্রাণকাজ চলছে। যাঁদের প্রয়োজন, তাঁদের সবরকম সাহায্য দেওয়া হবে।' লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা পুলিশ, সেনা এবং সর্বস্তরের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে উদ্ধারকাজ আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভূমিধসে মৃত্যুমিছিল। বৃহস্পতিবার কিস্তোয়ারে।

ধ্বংসযজ্ঞ

- কিস্তোয়ার জেলার চসোতি গ্রামে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা-১টার মধ্যে মেঘভাঙা বৃষ্টি
- অন্তত ৪৪ জন নিহত, অধিকাংশই মাচাইল মাতার মন্দিরে যাওয়া তীর্থযাত্রী। ১২০-র বেশি আহত। নিখোঁজ দ্বিশতাধিক
- প্রায় ৬৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে
- সিআইএসএফের এক কর্মীর দেহ উদ্ধার, আরও ৩ জন নিখোঁজ

আধার গ্রহণযোগ্য নথি : সুপ্রিম কোর্ট

বাদ ৬৫ লক্ষ নাম প্রকাশের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরে পিছু হটতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন। খসড়া ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে আধার, এপিক কার্ড গ্রহণ করা হবে না বলে আগে ঘোষণা করেছিল তারা। পাশাপাশি খসড়া তালিকায় বাদ যাওয়া ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশ করা হবে না বলে জানিয়েছিল কমিশন। কিন্তু তাদের আপত্তি শেষপর্যন্ত টিকল না।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে, নির্বাচন কমিশন যে ১১টি নথিকে গ্রহণযোগ্য বলে জানিয়েছে সেই তালিকায় এবার আধার এবং এপিক-ও (সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র) থাকবে। একই সঙ্গে কমিশনের যুক্তি খারিজ করে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, বিহারে এসআইআরের পর যে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে মঙ্গলবারের মধ্যে তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। কেন তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে সেই কারণও জানাতে হবে।

প্রতিটি জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের পাশাপাশি বিহারের সিইও'র ওয়েবসাইটেও ওই তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সমস্ত গণমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমে প্রচার করতে হবে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

এর আগে কমিশন বলেছিল, মৃত্যু, ঠিকানা বদল, দুটি জায়গার ভোটার তালিকায় নাম তোলার কারণেই ৬৫ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে। সেই প্রসঙ্গে এদিন শীর্ষ আদালত বলেছে, যে কারণে নাম বাদ গিয়েছে তা প্রকাশ করতে হবে। বিহারে এসআইআর ইস্যুতে সোমবার থেকে লাগাতার শুনানি চলছে। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, 'যাবতীয় নথি যেন এপিক নম্বর দিয়ে খোঁজা সম্ভব হয়। খসড়া তালিকায় যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম তোলার আগে তাঁরা আধার কার্ড দেখাতে পারেন।'

বিচারপতি বাগচীর বক্তব্য, 'আপনাদের ১১টি নথির তালিকা দেখে মনে হচ্ছে নাগরিক-বান্ধব। কিন্তু আধার এবং এপিকও রয়েছে। যাঁরা এখনও পর্যন্ত ফর্ম জমা দেননি তাঁরা যে আধার ও এপিকও জমা দিতে পারেন সেকথা আপনারা নোটিশে জানাতে পারেন।' ১০ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে বলেছিল, ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আধারকেও যেন বিবেচনা করা হয়। দু-দিন আগে সুপ্রিম কোর্টই বলেছিল, আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। এদিন ৬৫ লক্ষের নামের তালিকা প্রকাশের কথা বলতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, বাদ যাওয়ার কারণ দর্শালে কমিশনের প্রতি ভোটারদের আস্থা বাড়বে। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন।

পর্যবেক্ষণ

- বিহারে এসআইআরের পর যে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে মঙ্গলবারের মধ্যে তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হবে
- কেন তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে সেই কারণও জানাতে হবে
- নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্য নথির তালিকায় এবার আধার এবং এপিক রাখতে হবে

৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণ রাষ্ট্রপতির।

নতুন বুথ বিন্যাস নিয়ে সর্বদল বৈঠকে কমিশন

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : রাজ্যে প্রায় ১৩ হাজারের কিছু বেশি বুথ বাড়তে চলেছে। বিধানসভা ভোটের আগে বর্তমানে রাজ্যের মোট বুথের সংখ্যা ৮০,৬০০টি। এই বৃদ্ধির ফলে সাকুল্যে মোট বুথের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৯৪ হাজার। নতুন এই বুথগুলির বিন্যাস নিয়ে রাজনৈতিক দলের মতামত নিতে চলতি মাসেই সর্বদলীয় বৈঠক করতে চলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। কমিশন সূত্রে এই কথা জানা গিয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত প্রতি বুথের সর্বোচ্চ ১৫০০ জন ভোটার থাকতে পারতেন। কিন্তু এবার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ঊর্ধ্বসীমা বুথপিছু ১২০০ ভোটার করা হয়েছে। এরই ফলে এই ১৩ হাজারেরও কিছু বেশি নতুন বুথ তৈরি করতে হচ্ছে কমিশনকে। ইতিমধ্যেই এই নতুন বুথগুলির জন্য জেলা প্রশাসনকে স্থান নির্বাচন করতে নির্দেশ দিয়েছে সিইও-র দপ্তর। এদিন আগরওয়াল বলেন, 'আমরা প্রায় ৮০ শতাংশের বেশি বুথ চূড়ান্ত করে ফেলেছি। বিষয়টি নিয়ে জেলাস্তরে সর্বদলীয় বৈঠকের পাশাপাশি রাজ্যস্তরেও আটটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হবে।'

সরকারি আধিকারিকদের সাসপেন্ড ও এফআইআর করা নিয়ে রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাতের জট কাটাতে দিল্লিতে মুখ্যসচিবকে তলব করেছিল কমিশন। তাদের মতে, বিষয়টি নিয়ে অযথা জলঘোলা না করে কমিশনের নির্দেশ মেনে নিলে আখেরে লাভবান হত রাজ্যই। কারণ অভিযোগ প্রমাণিত না হলে সাসপেন্ড বা এফআইআরের দরুন আধিকারিকদের ক্ষতির মুখে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

আগামী বছর ১ কোটি কন্যাশ্রীর লক্ষ্য মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : কন্যাশ্রী দিবস উদযাপনের মঞ্চ থেকেও আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সুরই বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার প্রথমে ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে কন্যাশ্রী দিবস ও পরে বেহালায় প্রাক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে ভোটের ইস্যুগুলি নিয়েই বিজেপিকে তোপ দাগলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল ভিন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিক হেনস্তা ও ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে কটাক্ষ। জাতীয় ও বিশ্ব স্তরে বাংলা ভাষার মাহাত্ম্য এবং এসআইআরের নেপথ্যে এনআরসি চালুর ষড়যন্ত্রের অভিযোগও আনতে ভুললেন না তিনি। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে দেখলাম, এসআইআর হবে। এসআইআরের নামে এনআরসি চালুর ষড়যন্ত্র এটা।' বাঙালি হেনস্তা নিয়ে তিনি বলেন, 'দেশ ভাগের পর যাঁরা এখানে এক কাপড়ে সবকিছু ফেলে চলে এসেছিল তারা তো দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য হয়েছে। তারা কি করবে? ১৯৮২ সালে কজনের বাবা-মায়ের বার্থ সার্টিফিকেট রয়েছে?' রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির কথাও এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

মনীষীদের অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা ভাষার যে মাধুর্য আছে তা কোথাও পাবেন না। প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষাও শেখা দরকার। কারণ, ওটা আন্তর্জাতিক ভাষা। সব ভাষাই জানা উচিত। কিন্তু দয়া করে মাতৃভাষা ভুলবেন না। মাটিটাকে ভুলবেন না।' বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু থেকে বিভিন্ন মনীষীদের নাম করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সবচেয়ে বেশি জেলে ছিলেন বাঙালিরাই। বেহালায় প্রাক স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান থেকেও একই দাবি করেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলায় কথা বলা কি অপরাধ? বাংলায় কথা বললে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' এসআইআর নিয়ে তোপ দেগে বলেন, '২০০২ সালে জন্মানো কোন নাগরিকের নাম থাকবে ভোটার তালিকায়? বাংলাকে ক্রমাগত অপমান করে চলেছে দিল্লি সরকার। কেন এত অপমান? এসআইআরের নামে মানুষকে সন্ত্রস্ত করে তোলা হচ্ছে।' পালটা দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় ফোর্স দিয়ে দরকার হলে সুষ্ঠু পরিবেশে নির্বাচন হবে। এসআইআরও হবে।'

রাজ্য সরকারের কাজের সমালোচকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, এই মুহূর্তে রাজ্যে ৯৩ লক্ষের বেশি ছাত্রী কন্যাশ্রীর সুবিধা পাচ্ছে। এই সংখ্যা আগামী বছর ১ কোটির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাবে। এই পর্যন্ত কন্যাশ্রী প্রকল্পে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার ১৭ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। বাংলায় স্কুলছুটের হার উল্লেখজনকভাবে কমেছে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও ভালো পড়াশোনা করছে। এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে। মিড ডে মিল পাচ্ছে পড়ুয়ারা। রাজনৈতিক মহলের মতে, বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। ভোটমুখী বাংলায় সেই জিগির বজায় রাখলেন মমতা। তাঁর প্রচারের অন্যতম অভিমুখ করে তুললেন চলতি ইস্যুগুলিকে। সঙ্গে প্রচার চালালেন রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ানও।

'পহলগামকে অস্বীকার করা যায় না'

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : বাস্তবকে অস্বীকার করা যাবে না। পহলগাম হামলার প্রসঙ্গ তুলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর মামলায় এমনই মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, বাস্তব দিকটাও বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চে বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হয়। তখনই আদালত এই মন্তব্য করে। জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো নিয়ে কেন্দ্রকে নোটিশ দিয়ে আট সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হোক, অনেক দিন ধরেই এই দাবি উঠছে। এই অবস্থায় জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন কলেজ শিক্ষক জহুর আহমেদ ভাট এবং সমাজকর্মী খুরশিদ আহমেদ মালিক। তাঁদের দাবি, জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা না-দেওয়ার ফলে নাগরিক অধিকারের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। তাঁদের আর্জি, জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট।

পরিযায়ী ধরপাকড়ে স্থগিতাদেশ নয়

নয়াদিল্লি, ১৪ অগাস্ট : বাঙালি পরিযায়ী হেনস্তায় পশ্চিমবঙ্গকে স্বস্তি দিতে পারল না সুপ্রিম কোর্ট। বরং বেআইনি অনুপ্রবেশ কেন বন্ধ করা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্নে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলায় মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক এবং বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করল শীর্ষ আদালত।

বিচারপতি সূর্য কান্তের কড়া বার্তা, 'আমরা বাস্তব অবস্থা উপেক্ষা করতে পারি না। ধরুন, কেউ একজন অনুপ্রবেশকারী এবং তিনি বেআইনিভাবে এদেশে ঢুকেছেন, তাহলে তাঁর ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব? আপনি যদি আটক না করেন, তাহলে অনুপ্রবেশকারীরা হারিয়ে যাবেন।' তবে যাঁরা সত্যিই পরিযায়ী শ্রমিক তাঁদের যাতে শনাক্ত করা যায়, সেই ব্যবস্থা করার কথাও বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'শ্রমিকদের শনাক্ত করার অবশ্যই কিছু ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাঁরা যেখান থেকে আসছেন সেখানকার কোনও পরিচয়পত্র বা অন্য কোনও রাজ্যের পরিচয়পত্রকে এই ব্যাপারে গ্রহণ করা যেতে পারে।'

তবে স্থগিতাদেশ না দিলেও পরিযায়ী হেনস্তায় কৈফিয়ত চেয়ে কেন্দ্রের পাশাপাশি ওড়িশা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বেঞ্চের সাফ কথা, 'যে সমস্ত রাজ্যে ওই পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ করছেন, সেখানকার সরকারের ওই শ্রমিকদের রাজ্য থেকে খোঁজখবর করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিই, তাহলে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। বিশেষ করে যারা সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে এদেশে ঢুকেছে, তাদের আইনানুযায়ী ফেরত পাঠানো দরকার।' বোর্ড অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জি জানিয়েছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অনুপ্রবেশকারীদের আটক করার জন্য গত মে মাসে যে নোটিশ দিয়েছিল, সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য যেন নির্দেশ জারি করা হয়।

আরজি করের সেই ঘর এখনও ভগ্নস্তূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : এক বছর পেরিয়ে গেলেও আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ওয়ার্ডটি মেরামত ছাড়াই পড়ে রয়েছে। আরজি কর কাণ্ডের সময় ১৪ অগাস্টের মধ্যরাতে একদল উন্মত্ত জনতা এখানে ভাঙচুর চালিয়েছিল। ঘটনার পরে সিট গঠন করেছিল লালবাজার।

বিচার চেয়ে ফের রাত দখল

জানা গিয়েছে, এখনও ওই ওয়ার্ডটি মেরামতির কাজ এগোয়নি। ২০২৪-এর অক্টোবর মাসেই মেরামত ও সংস্কারের জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর সবুজ সংকেত পেয়েছিল। শুধুমাত্র ভাঙচুর হওয়া জিনিসপত্রগুলি সরানো হয়েছে। প্রাথমিক চার্জশিটও আদালতে জমা পড়েনি। বৃহস্পতিবার অভয়ার বাবা-মা অকুস্থল পরিদর্শন চেয়ে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের প্রেক্ষিতে একাধিক বিজেপি নেতাকে নোটিশ দিয়েছিল পুলিশ। হাইকোর্টে এদিন বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দার আগাম জামিনের আর্জি মঞ্জুর করা হয়েছে। নবান্ন অভিযানের কারণে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চেয়ে আদালতের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে রাজ্য। পুলিশকে মারধরের অভিযোগে এদিন আরও একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের আগে এদিন ফের পথে নামে নাগরিক সমাজ। বিচারের দাবিতে রাত দখলের ডাক দিয়েছে অভয়া মঞ্চ, রিমঝিম সিনহারা।

এদিন অভয়ার বাবা-মার আর্জি, ঘটনাস্থল পরিদর্শন চেয়ে তাঁরা নিম্ন আদালতে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। সোমবার পরবর্তী শুনানি। এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত অশোক দিন্দার আগাম জামিনের আর্জি মঞ্জুর করে জানান, তাঁকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

জাপানি বিজ্ঞানীদের দৌলতে স্বপ্নের জগৎ এবার হাতের মুঠোয়

টোকিও, ১৪ অগাস্ট : ভাবুন তো, রাতের বেলা আপনি এক রহস্যময় পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন, আর হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল একটি বিশাল ডাইনোসর। ঠিক যেন জুরাসিক পার্কের ভিতরে পৌঁছে গিয়েছেন আপনি। ঠিক সেই সময়ই বেমক্কা আপনার ঘুম ভেঙে গেল। আক্ষেপ তো হবে, কী দারুণ একটা স্বপ্ন ছিল, অথচ পুরোটা মনে করতে পারছেন না। তাহলে সেই আক্ষেপের দিন শেষ, কারণ জাপানের বিজ্ঞানীরা এমন একটা মেশিন তৈরি করেছেন যা আপনার স্বপ্নের সব কীর্তিকলাপ ভিডিও করে রাখবে! পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি দেখলেন, আপনার রাতের স্বপ্নের সেই ডাইনোসরের পুরো ভিডিও আপনার ফোনে সেভ করা আছে! এমনটাই হতে চলেছে জাপানের এই বিজ্ঞানীদের কল্যাণে।

টোকিওর গবেষকদের এই আবিষ্কারটা যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো। তাঁরা এমন একটি এমআরআই (MRI) মেশিন বানিয়েছেন যা ঘুমের মধ্যে আপনার মস্তিষ্কে কী চলছে, তা একদম সিনেমার মতো রেকর্ড করতে পারে। ধরুন, আপনি স্বপ্নে ভূতের ভয়ে দৌড়াচ্ছেন, এই মেশিন আপনার সেই দৌড়ানোর দৃশ্য একেবারে সিন-বাই-সিন ভিডিও করে ফেলবে। এখন থেকে আর বন্ধুদের কাছে 'আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম' বলে গলা ফাটানোর দরকার নেই, বরং ভিডিওটা দেখিয়ে বলুন, 'দেখ, কী বিপদ থেকে বেঁচে ফিরেছি!'

অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, এর দরকারটা কী? এই আবিষ্কারের গুরুত্ব অনেক। যেসব মানুষ সহজে স্বপ্ন মনে রাখতে পারেন না, তাদের জন্য এটি দারুণ এক উপহার। আর মনস্তত্ত্ববিদরা তো মহাখুশি। কারণ তাঁরা এখন রোগীর অবচেতন মনের গভীরে উঁকি দিতে পারবেন এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর স্বপ্নের প্রভাব আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। জানতে পারবেন, কোন স্বপ্নটা রোগীকে হাসাচ্ছে আর কোনটা কাঁদাচ্ছে। হয়তো ভবিষ্যতে বিষণ্ণতা বা মানসিক চাপ মোকাবিলার নতুন পথ খুলে যাবে।

এই প্রযুক্তি এখনও তার শৈশবাবস্থায়। তবে এটি খুলে দিয়েছে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার। এতদিন আমরা শুধু গল্পের বই আর রূপকথার রাজ্যেই স্বপ্নের কথা পড়েছি। এবার হয়তো আমরা নিজেরাই হয়ে উঠব আমাদের স্বপ্নের সিনেমার পরিচালক। হয়তো ভবিষ্যতে এমন একটি অ্যাপ আসবে, যেখানে আমরা ঘুমোতে যাওয়ার আগে নিজেদের স্বপ্নের সিনেমার জন্য পছন্দের জেনার (যেমন - কমেডি, অ্যাকশন, হরর) সিলেক্ট করতে পারব! এই আবিষ্কারের ফলে স্বপ্ন আর কেবল কল্পনায় থাকবে না, বরং আমাদের হাতের মুঠোয় ধরা দেবে।

অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী ভেস থেমে গেলেন আশিতে

ছিলেন দেশে স্পোর্টস মেডিসিনের অন্যতম পথিকৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : ভারতের ক্রীড়া জগতে ডাঃ ভেস পেজের অবদান নিয়ে এক কথায় লেখা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব কাজগুলির মধ্যে একটা।

অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী হকি দলের সদস্য থেকে এদেশের খেলাধুলোর জগতে স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে আসা, তাঁর এই কাজের জগতের লম্বা বিস্তার, তাঁকে করেছিল অনন্য। তবে তিনি নিজে যে ধীরে ধীরে অসুস্থ-অশক্ত হয়ে পড়ছিলেন, সেই খবর সম্ভবত তাঁর শহর অর্থাৎ কলকাতার মানুষই আর রাখতেন না। এদিন ৮০ বছর বয়সে তাঁর সেই সুবিস্তৃত কর্মজীবন থেমে গেল। পারকিনসন্স রোগে ভুগছিলেন তিনি। দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি নার্সিহোমে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এদিন ভোররাতে। শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন হকি বেঙ্গলের সঙ্গে। পরামর্শদাতা ছিলেন রিলায়েন্স স্পোর্টসেরও। তাঁর প্রয়াণকালে পাশে ছিলেন একমাত্র পুত্র আটলান্টা অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী টেনিস খেলোয়াড় লিয়েন্ডার পেজ। তবে দুই মেয়ে বিদেশে থাকায় এদিনই তাঁর শেষকৃত্য হয়নি। এছাড়াও তাঁর স্ত্রী জীবিত। এদিন নার্সিংহোমে লিয়েন্ডারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সান্ত্বনা জানিয়ে আসেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

পিতৃহারা লিয়েন্ডার পেজকে সান্ত্বনা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের।

১৯৪৫ সালে গোয়ায় জন্ম ডাঃ পেজের। খেলতেন সেন্টার হাফ পজিশনে। স্কুল ও কলেজের পড়ার সময় হকি খেললেও সেসময় তিনি পড়াশোনাতেও ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন। ডাক্তারি পড়া শুরু করলেও হকির জগৎ থেকে সরে যেতে পারেননি। পড়াশোনার ফাঁকেও এতটাই মন ছিল খেলার মধ্যে যে জাতীয় দলেও নিজের জায়গা করে নিতে অসুবিধা হয়নি। ১৯৬৬ সালে হামবুর্গ ইন্টারন্যাশনাল কাপে প্রথমবার দেশের হয়ে খেলেন। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী দলের সদস্য ছিলেন। ডাক্তারি পড়ার সময় থেকেই কলকাতা হয়ে ওঠে তাঁর শহর। ফলে লম্বা সময় তিনি খেলেন কলকাতা প্রথম ডিভিশন হকি লিগে। যার মধ্যে বেশিরভাগ সময়টা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলেও খেলেন ডাঃ পেজ। টানা ১৩ বছর মোহনবাগানে খেলার সময়ে বেটন কাপ ও প্রথম ডিভিশন হকি লিগ চ্যাম্পিয়নও হয়েছেন বহুবার। হকি ছাড়াও ক্রিকেট, ফুটবল ও রাগবিও খেলেছেন তিনি। যার মধ্যে রাগবির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সবথেকে বেশি। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ পর্যন্ত তিনি ইন্ডিয়ান রাগবি ফুটবল ইউনিয়নের সভাপতিও ছিলেন। পেশাগতভাবে ডাক্তার ছিলেন বলেই এদেশে ডোপবিরোধী আন্দোলন ও স্পোর্টস মেডিসিন চালু করার অন্যতম প্রধান পুরোধা। এছাড়া ভারতের ডেভিস কাপ দল, এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) সঙ্গেও স্পোর্টস মেডিসিন পরামর্শদাতা হিসাবে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘসময়। অল ইন্ডিয়া মেডিকেল কমিশনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন।

ডাঃ পেজের দীর্ঘসময়ের সতীর্থ গুরবক্স সিং এদিন স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'ভেসের অভিষেকের সময়ে আমি অধিনায়ক ছিলাম। ও অসম্ভব ভালো টিমম্যান ছিল। ডাক্তারির পাশাপাশি যে হকি খেলাই যেখানে কঠিন কাজ ছিল সেখানে ও ক্রিকেট, ফুটবল ও রাগবিও খেলত। আমরা মোহনবাগানে ১৩ বছর একসঙ্গে খেলে ৯ বার করে বেটন ও হকি লিগে চ্যাম্পিয়ন হই। ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক দলে ওকে অন্তর্ভুক্ত না করাটা অন্যায় ছিল। কিন্তু '৭১ সালের বিশ্বকাপ দলে ও '৭২ সালের অলিম্পিক দলে সুযোগ পায়। দুটোতেই আমরা ব্রোঞ্জ জিতি। মানুষ হিসাবেও খুব মৃদুভাষী ছিল।' হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি দিলীপ তিরকে বলেছেন, 'এটা সত্যিই দুঃখের দিন আমাদের সবার কাছে। আমি সৌভাগ্যবান যে ওঁর সঙ্গ পেয়েছি।' এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি

> ভেসের অভিষেকের সময়ে আমি অধিনায়ক ছিলাম। ও অসম্ভব ভালো টিমম্যান ছিল। ডাক্তারির পাশাপাশি যে হকি খেলাই যেখানে কঠিন কাজ ছিল সেখানে ও ক্রিকেট, ফুটবল ও রাগবিও খেলত। আমরা মোহনবাগানে ১৩ বছর একসঙ্গে খেলে ৯ বার করে বেটন ও হকি লিগে চ্যাম্পিয়ন হই।
>
> **গুরবক্স সিং**

লেখেন, '১৯৭২ অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী দলের সদস্য ডাঃ ভেস পেজের প্রয়াণে শোকাহত। হকি এবং স্পোর্টস মেডিসিনে ওঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওঁর লিয়েন্ডার সহ পরিবারের সদস্য, বন্ধু ও যেসব ক্লাবের সঙ্গে উনি যুক্ত ছিলেন তাঁদের সমবেদনা জানাই।' ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, 'ডাঃ পেজের প্রয়াণে আমি গভীর শোকাহত। আমি তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পরিবারবর্গ ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীরভাবে সমবেদনা ব্যক্ত করছি। ভেস পেজের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।'

পরিবারসূত্রে খবর, ডাঃ পেজের মেয়েরা কলকাতায় পৌঁছালে রবিবার বা সোমবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা। *ছবি : ডি মণ্ডল*

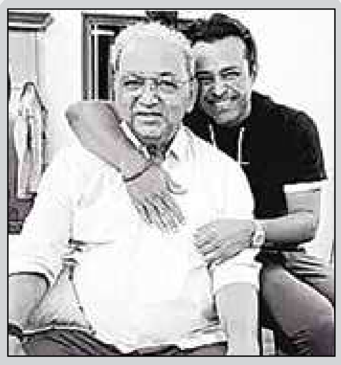

একনজরে ভেস পেজ

জন্ম
৩০ এপ্রিল, ১৯৪৫

মৃত্যু
১৪ অগাস্ট, ২০২৫

মিডফিল্ডার ছিলেন। জাতীয় দলে খেলেছেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত।

১৯৭১ সালে হকি বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন।

১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।

ছেলে লিয়েন্ডার পেজ ১৯৯৬ সালের আটলান্টা অলিম্পিকে লন টেনিসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। স্বাধীন ভারতে সেটাই ছিল অলিম্পিকে দ্বিতীয় ব্যক্তিগত পদক।

সর্বভারতীয় টেনিস সংস্থা (১৯৯১ থেকে) ও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনে (১৯৯৬-২০০১) স্পোর্টস মেডিকাল কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছেন।

হকির অপূরণীয় ক্ষতি, মানছেন সতীর্থ অজিত

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : নক্ষত্র পতন ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় হকি দলের সদস্য ভেস পেজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বৃহস্পতিবার ভোরে। কলকাতায় শেষমুহূর্তে বাবার পাশে ছিলেন ছেলে লিয়েন্ডার পেজ।

দীর্ঘদিন ধরে পারকিনসন্স রোগে ভুগছিলেন। একসময়ের হকির মিডফিল্ড মায়েস্ত্রোর নড়াচড়া-হাঁটাচলা ধীর হয়ে গিয়েছিল শেষ বয়সে। তবে মগজাস্ত্রের ধার

কমেনি তখনও। বছর দুইয়েক আগে মেজর ধ্যানচাঁদের ছেলে সতীর্থ অশোক কুমারের কাছে ভেস আবদার করেছিলেন হারিয়ে যাওয়া অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদকের রেপ্লিকা বানানোর। অশোকের কথায়, 'হাঁটতে-বসতে বেশ সমস্যা হত পেজের। বাড়ি বদলের সময় ওর ব্রোঞ্জ পদক হারিয়ে যায়। আমার থেকে পদকটা নিয়ে রেপ্লিকা বানাতে চেয়েছিল।'

মোহনবাগান দলে একসঙ্গে খেলেছিলেন ভেস-অশোক। মিউনিখ অলিম্পিকেও তাঁরা সতীর্থ ছিলেন। অশোকের থেকে পদক নিয়ে কলকাতা এমনকি মুম্বইয়ে চেষ্টা করার পরও রেপ্লিকা বানাতে পারেননি ভেস। ছয় মাস পরে তা

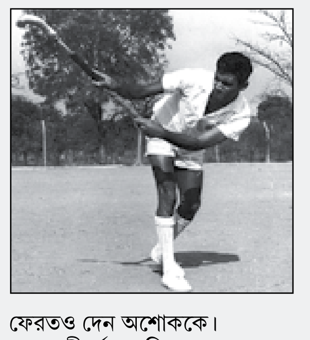

ফেরতও দেন অশোককে।

সতীর্থের স্মৃতিচারণায় অশোক বলেছেন, 'ভেস ছিল অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার। ১৯৬৯ সালে ওর সঙ্গে কলকাতা লিগ জিতেছিলাম। আর মানুষ হিসেবে ছিল

হারানো অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পদকের রেপ্লিকা বানাতে চেয়েছিলেন

সাধুসন্তদের মতো। সত্যিকারের এক পরোপকারী ডাক্তার।'

দুইবারের অলিম্পিক পদকজয়ী এবং কাছের বন্ধু অজিত পাল সিং সিনিয়ার পেজের প্রয়াণকে হকির অপূরণীয় ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, 'ওর স্ত্রী জাতীয় দলে বাস্কেটবল খেলতেন। বাবা এবং ছেলে লিয়েন্ডার দুইজনেই অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী। ক্রীড়াজগতে এমন একটা পরিবার বিরল। হকির বড় ক্ষতি হল।'

অন্যদিকে, শোকপ্রকাশ করে হকি ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট দিলীপ তিরকে বলেছেন, 'ভারতীয় হকির শোকের দিন। বেশ কয়েকবার ওঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল। খেলাধুলার প্রতি ওঁর আবেগ বরাবরই আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। ভারতে ক্রীড়া-সংস্কৃতি তৈরির অন্যতম পুরোধা ছিলেন উনি। ভারতীয় হকির তরফে ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।'

বিশেষ পুরস্কার আকাশ-অভিমন্যুদের

সাসপেন্ড যুগ্মসচিব, আয় বৃদ্ধি সিএবি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : কলঙ্কিত বাংলা ক্রিকেট সংস্থা। অতীতে কখনও হয়েছে কিনা, মনে করা যাচ্ছে না। অথচ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার অ্যাপেক্স কাউন্সিলের শেষ বৈঠকে যুগ্মসচিব দেবব্রত দাসকে সাসপেন্ড করা হল। আর্থিক তছরুপের পাশাপাশি উঠতি ক্রিকেটারদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অভিযোগে সাসপেন্ড হলেন দেবব্রত। আগামী ২৩ অগাস্ট তাঁকে ওম্বাডসম্যানের কাছে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাতের দিকে সিএবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে দেবব্রত বলে গেলেন, 'আমি রাজনীতির শিকার।' সিএবি-র যুগ্মসচিব সাসপেন্ড হওয়ার দিনে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার আয় বাড়ল মোট ১৪ কোটি টাকা। জানা গিয়েছে, শেষ আর্থিক বছরে সিএবি-র মোট ৬৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে। এসবের মধ্যেই আজ সন্ধ্যার অ্যাপেক্সের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ইংল্যান্ড সফরে থাকা দুই প্রতিনিধি আকাশ দীপ ও অভিমন্যু ঈশ্বরণকে বিশেষ সম্মান জানানো হবে। ৩০ অগাস্ট দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই পুরস্কার প্রদানের মঞ্চে অভিমন্যু ও আকাশকে সম্মান জানাবে সিএবি।

এদিকে, এদিনের অ্যাপেক্সের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা ২০-এর বদলে ২২ সেপ্টেম্বর হবে।

সংহতি দৌড়

বাগডোগরা, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাগডোগরা ইয়ং মেনস স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সংহতি দৌড় শুক্রবার আয়োজিত হবে। মাটিগাড়া খাপরাইল মোড় থেকে বাগডোগরা বিহার মোড়ে ক্লাব ভবন পর্যন্ত দৌড়ের সূচনা করবেন প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু ঘোষ। দৌড় দুইটি বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে।

আইএসএল চালু করতে

আদালতে যাবে এআইএফএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : আইএসএলের ১১ ক্লাবের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছিল লিগ শুরু করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে। তাদের সেই দাবি মেনে নিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এদিন এআইএফএফের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয় সব পক্ষই এই বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে যে, ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হতে দেরি হওয়ার কারণে ফুটবলার ও অন্য স্বত্বাধিকারীরা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। তাই আগামী সপ্তাহেই আদালতের দ্বারস্থ হয়ে আবেদন করা হবে, এই লিগ শুরু করতে দেওয়ার জন্য। প্রসঙ্গত, গত ৭ অগাস্ট ক্লাব ও এফএসডিএলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয় ফেডারেশন কর্তাদের। তারপরেই সুপ্রিম কোর্টে লিগ চালু করার আবেদন করা হোক, এই মর্মে ফেডারেশনকে চিঠি দেয় ক্লাবগুলি। আইনি পরামর্শ করার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে ফেডারেশনের তরফে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

দ্বিতীয় জয় মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : কলকাতা লিগে টানা দ্বিতীয় জয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। বৃহস্পতিবার শ্রীভূমি এফসি-কে হারাতে বেগ পেতে হয়নি তাদের। ১৮ মিনিটে শিবা মান্ডি মহমেডানকে গোল করে এগিয়ে দেয়। কিন্তু সেই লিড দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয়নি। পরের মিনিটেই শ্রীভূমিকে সমতায় ফেরান বাংলার সন্তোষজয়ী দলের সদস্য অরিত্র ঘোষ। প্রথমার্ধে ম্যাচের ফলাফল ১-১ ছিল। বিরতির পর লালথানকিমা নামতেই আক্রমণের তেজ বাড়ে মহমেডানের। ৭৮ মিনিটে সজল বাগের পাস থেকে গোল করে যান লালথানকিমা।

'শুধু একটাই প্রার্থনা, ভারত যেন না খেলে'

বহুত মারেঙ্গে, বাবরদের খোঁচা বাসিতের

ইসলামাবাদ, ১৪ অগাস্ট : ঝড় বইছে পাকিস্তান ক্রিকেটে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ২০২ রানে হার, সিরিজ খোয়ানোর পর বাবর আজমদের নিয়ে গোলাগুলি জারি। ৯২ রানে দলের গুটিয়ে যাওয়াকে চরম লজ্জা আখ্যা দিয়ে ক্ষুব্ধ শোয়েব আখতারের দাবি, একটু বল নড়াচড়া করলেই জারিজুরি শেষ পাক ব্যাটারদের। বাসিত আলি আবার এশিয়া কাপে সম্ভাব্য ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের প্রসঙ্গ টেনে খোঁচা দিয়েছেন।

মহম্মদ রিজওয়ানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান দল নিয়ে উপহাসের সুরে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বাসিত বলেছেন, 'প্রার্থনা করি, ভারত যেন এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলতে রাজি না হয়। এর আগে যেমনটা ভারতীয় দল করেছিল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ লেজেন্ড লিগে। ভারত-পাক ম্যাচ হলে ওরা প্রচুর মারবে, যা ভাবনারও অতীত।'

বর্তমান দলকে নিয়ে কটাক্ষের সুরে আরও জানান, আফগানিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতাও বোধহয় নেই এই দলের। কিন্তু পাক ক্রিকেটপ্রেমী, ক্রিকেটমহলের তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। আফগানিস্তানের কাছে হারকে কেউ পাত্তাও দেয় না। যত ঝামেলা, বিতর্ক ভারত ম্যাচ নিয়ে। যে ম্যাচে কোনওভাবে হারা চলবে না। হারলেই সবাই পাগল হয়ে যায়।

বুধবার ওডিআই সিরিজে ২৯৫ রান তাড়া করতে নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের সামনে ৯২-তে অলআউট হয়ে যায় পাকিস্তান। জেডেন সিলস ১৮ রান দিয়ে ৬ উইকেট নেন। ভেঙে খানখান তিন দশকের বেশি সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ না খোয়ানোর নজির। ৫ জন শূন্যতে আউট। মাত্র তিন ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোর করতে সক্ষম হয়।

শোয়েব আখতারের কথায়, পাক ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে চলবে না। ক্রিকেট টিমগেম। দলগত প্রয়াস জরুরি। যার অভাব প্রকট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বল একটু নড়াচড়া, সুইং করলেই ব্যাটারদের জারিজুরি শেষ। জেডেনরা যা ফের সামনে এনে দিয়েছে। তাগিদের পাশাপাশি পাক ক্রিকেটের বর্তমান পরিস্থিতি, পরিবেশে বদল দরকার। আরও বড় লজ্জা এড়াতে যখন এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হওয়ার প্রার্থনা করছেন বাসিতরা, তখন ম্যাচ বাতিলে বিশাল অঙ্কের ক্ষতির আশঙ্কায় সম্প্রচার সংস্থা। এশিয়া কাপ ঘিরে আয়ের মূল উৎস দুই প্রতিবেশীর দ্বৈরথ। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে যে হাইভোল্টেজ ম্যাচ হওয়ার কথা। যদিও ম্যাচ বয়কটের দাবি ক্রমশ জোরদার হচ্ছে ভারতে। শেষপর্যন্ত বেঁকে বসলে যা ক্ষতি হবে, তা সামলানো সহজ হবে না।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মহম্মদ রিজওয়ানদের ব্যর্থতা এশিয়া কাপের আগে আশঙ্কায় রেখেছে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটারদের।

দিল্লিতে একমঞ্চে মেসি-গিল-বিরাট

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : ক্রিকেট-ফুটবল-বলিউডের অভিনব ককটেল! ভারতীয় ক্রীড়ায় এমন ককটেল অতীতে কেউ কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না।

তার আগে বৃহস্পতিবার লিওনেল মেসির ভারত সফর নিয়ে অভিনব খবর সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরে মেসির ভারত সফরের অন্তিম পর্বে, নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে একমঞ্চে দেখা যাবে ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমান গিল, বিরাট কোহলি ও বলিউড বাদশা শাহরুখ খানকে। তাঁদের নিয়ে ডিসেম্বরে দিল্লিতে (সম্ভবত ১৫ ডিসেম্বর) অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে হতে চলেছে এক অদ্ভুত আসর। যেখানে মেসি-শুভমান-কোহলিরা ছাড়াও দেশের নানা সেলেব্রিটিকেও দেখার সম্ভাবনা রয়েছে।

কলকাতা দিয়ে মেসির ভারত সফর শুরু হওয়ার কথা। পরে আহমেদাবাদ, মুম্বই হয়ে দিল্লি যাবেন মেসি। আয়োজকরা চেয়েছিলেন ক্রিকেট-ফুটবল-বলিউডের ককটেল ইডেন গার্ডেন্সে আয়োজন করতে।

১৯ অগাস্ট এশিয়া কাপের দল নির্বাচন

কিন্তু সেই ভাবনা বাস্তবায়িত করার পথে বড় বাধা ভারতীয় সেনা। কারণ, ইডেন ভারতীয় সেনার আওতায় বলে সেখানে কোনও বাণিজ্যিক বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করা যায় না। তাই মেসির ইডেন দর্শন নিয়েও রয়েছে সংশয়। আজ সন্ধ্যায় সিএবি-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে এই ব্যাপারে আলোচনা হলেও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। হয়তো ইডেনের বদলে মেসি হাজির হবেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

এদিকে, ১৯ অগাস্ট এশিয়া কাপের জন্য মুম্বইয়ে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াড ঘোষণার কথা বিসিআইয়ের একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। সেখানে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকারের সঙ্গে টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে দেখা যেতে পারে বলে খবর।

দল নিয়ে ধোঁয়াশা রাখছেন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : কখনও তিন বিদেশি। আবার কখনও চার বিদেশি।

ডার্বির আগে ম্যাচ নিয়ে দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। এদিন অনুশীলনে কখনও দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিন্স জুটিকে সামনে রাখলেন। আবার কখনও জেমি ম্যাকলারেনকে সামনে রেখে প্রাকটিস করালেন। মোলিনার পরিকল্পনায় রয়েছেন বাগান জনতার নয়নমণি দিমি। তবে তিনি প্রথম থেকে শুরু করবেন নাকি পরের দিকে খেলবেন সেটা নিয়েই সংশয় রয়েছে। দিমির ফিটনেস নিয়ে কিছুটা চিন্তিত বাগান জনতাও। তবে ডার্বিতে প্রাক্তন ফুটবলার অসীম বিশ্বাসের বাজি কিন্তু এই অজি তারকা। তিনি বলেছেন, 'দিমি ডার্বিতে কিন্তু একটা ফ্যাক্টর। অতীতেও ডার্বিতে বারবার জ্বলে উঠেছে এই তারকা।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রায় পুরো দলটাই একই রয়েছে। এটা ওদের বাড়তি অ্যাডভান্টেজ। ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি মিগুয়েল ফিগুয়েরোকে ভালো লাগলেও হামিদকে নিয়ে একটু সংশয় রয়েছে।'

অসীম যেখানে মোহনবাগানকে এগিয়ে রাখছেন সেখানে আবার প্রাক্তন ফুটবলার তথা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর মতে, ডার্বি সবসময় ফিফটি ফিফটি। তিনি বলেছেন, 'ডার্বিতে দুই দলই সমান। ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি হামিদ আহদাদ, মহম্মদ বসিম রশিদ ও মিগুয়েলকে কিন্তু বেশ ভালো। উলটোদিকে মোহনবাগান আবার পুরোনো দলটাই ধরে রেখেছে। আমরা একটা উপভোগ্য ম্যাচ দেখতে পাব।'

আগের দিন অনুশীলনের শেষ দিকে চোট পেয়েছিলেন ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড। বৃহস্পতিবার সমর্থকদের দুশ্চিন্তা দূর করে পুরোদমে অনুশীলন করলেন তিনি। রক্ষণ থেকে আক্রমণ সব ফুটবলারকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিয়েছেন মোলিনা। ডার্বিতে হয়তো শুরু থেকে দুই উইংয়ে লিস্টন কোলাসোর সঙ্গে শিলিগুড়ির পাসাং দোরজি তামাংকে খেলাতে পারেন।

ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠে হয়তো তিন বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অগাস্ট : ইস্টবেঙ্গল এই মরশুমে এখনও সেই অর্থে পরীক্ষিত নয়। সেটা না রক্ষণ, না আক্রমণে।

রবিবার ডুরান্ড কাপে ডার্বি। তার আগে এখনও দিন-দুয়েক সময় রয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বৃহস্পতিবারও দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে গেলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তবে তা কেবল মাঝমাঠ বাদ দিয়ে। এদিন প্রস্তুতির প্রায় পুরো সময়টাই একসঙ্গে খেললেন মহম্মদ বসিম রশিদ, সাউল ক্রেসপো ও মিগুয়েল ফিগুয়েরো। অর্থাৎ একটা বিষয় স্পষ্ট, মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আক্রমণ রুখতে মাঝমাঠেই সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছেন লাল-হলুদ কোচ। হয়তো তিন বিদেশিকেই খেলাবেন। সেক্ষেত্রে রক্ষণে হয়তো চার ভারতীয়র ওপরই আস্থা রাখতে হবে। যদিও রশিদ যেমন আক্রমণ তৈরিতে ভূমিকা রাখেন তেমন রক্ষণেও ভরসা দিতে পারেন।

এদিন অনুশীলনে রক্ষণে ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে কখনও আনোয়ার আলির সঙ্গে খেললেন কেভিন সিবলে, আবার কখনও আনোয়ার জুটি বাঁধলেন মার্তন্ড রায়নার সঙ্গে। সাইডব্যাক পজিশন নিয়েও চলল পরীক্ষানিরীক্ষা। ডানদিকে মহম্মদ রাকিপ থাকলেও বাঁদিকে কখনও দেখা গেল লালচুংনুঙ্গাকে আবার কখনও প্রভাত লাকড়াকে। রক্ষণ নিয়ে অস্কারের যে বাড়তি চিন্তা রয়েছে তা বেশ বোঝা গেল। প্রাক্তন ফুটবলার রহিম নবিও বলছিলেন, 'ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণকে এখনও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। আনোয়ার অভিজ্ঞ। তবে রক্ষণভাগে বাকি ফুটবলারদের অধিকাংশই নতুন।' তাঁর সংযোজন, 'দুই ম্যাচেই দুর্বল দলের বিরুদ্ধে জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। ডার্বিই এই দলটার প্রথম পরীক্ষা।'

মোহনবাগান মোটের ওপর একই দল ধরে রাখলেও লাল-হলুদের ছয় বিদেশির মধ্যে চারজনই নতুন। নবি বলেছেন,

> ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণকে এখনও কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। আনোয়ার অভিজ্ঞ। তবে রক্ষণভাগে বাকি ফুটবলারদের অধিকাংশই নতুন। দুটো ম্যাচেই দুর্বল দলের বিরুদ্ধে জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। ডার্বিই এই দলটার প্রথম পরীক্ষা।
>
> **রহিম নবি**

'রশিদ, মিগুয়েল, হামিদদের এটাই নিজেদের প্রমাণ করার ম্যাচ। বড় ম্যাচের চাপ ওরা কতটা নিতে পারবে সেটাও দেখার।' এদিকে বৃহস্পতিবার প্রস্তুতির বেশিরভাগ সময়টাই মাঠের ধারে কাটালেন সৌভিক চক্রবর্তী ও পিভি বিষ্ণু। হালকা দৌড়ালেও মূল দলের সঙ্গে দুইজনের কেউই সেভাবে অনুশীলন করলেন না। ফলে ডার্বিতে সৌভিক ও বিষ্ণুর খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেল।

শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। বৃহস্পতিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে।

চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : শিলিগুড়ি ইস্টবেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের নীতীশ তরফদার, অসিত রায় ও ম্যাজিস্ট্রাল নিউট্রা ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল এফসি। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে বিধাননগর মিউনিসিপাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। ৬১ ও ৬৪ মিনিটে গোল দুইটি করেন যথাক্রমে চেশাবাম আজামন এবং দেবরাজ দাস। ম্যাচের সেরা হয়ে চেশাবাম পেয়েছে অমৃতকুমার চৌধুরী ও প্রভা চৌধুরী ট্রফি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি হাতে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের জুলিয়ান সরকার।

ফাইনালে বলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ অগাস্ট : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ৪ দলীয় নারায়ণ দাস ট্রফি ৩৫ ঊর্ধ্ব পুরুষদের ফুটবলে ফাইনালে উঠল বলাকা ক্লাব। ম্যাচের সেরা ফ্রেন্ডসের জুলিয়ান সরকার। সূর্যনগর পুরনিগম ময়দানে বৃহস্পতিবার তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে আয়োজকদের। ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সভাপতি মদন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে ফাইনালে বলাকা মুখোমুখি হবে অগ্নিচক্র যুবক সংঘের। ফাইনালের আগে শান্তির প্রতীক হিসেবে পায়রা উড়ানো হবে। থাকবে মিলিটারি ব্যান্ড।

KHOSLA ELECTRONICS
LED TV
Upto 60% DISCOUNT
EMI ₹994 onwards
FREE Bluetooth Soundbar worth ₹3,490
SOUND BAR / PARTY BOX
Upto 65% DISCOUNT
EMI ₹990 onwards
LG SAMSUNG SONY JBL boAt
AIR CONDITIONER
Upto 60% DISCOUNT
EMI ₹1,522 onwards
FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹10,500
REFRIGERATOR
Upto 40% DISCOUNT
EMI ₹922 onwards
FREE 500 Watt Bullet Mixy (Swift Spin) worth ₹4,999
NEW arrival
WASHING MACHINE
Upto 50% DISCOUNT
EMI ₹890 onwards
FREE Chopper worth ₹695
MICROWAVE OVEN
Upto 40% DISCOUNT
20 Ltr. Starting price ₹5,490*
FREE Dosa Tawa worth ₹1,599
KHOSLA ELECTRONICS
COST TO COST OFFER
EXCLUSIVE AT KHOSLA
3 EMI OFF
For Today only
15% CASH BACK ₹45,000*
₹0 PAYMENT
& 36 MONTHS EMI ON ALL BRANDS
EMI STARTS FROM ₹888
80% DISCOUNT
BUY 1 GET 1 FREE
FREE GIFT COUPON Worth ₹4,700*
STORES OPEN TILL MID NIGHT
ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED
HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak
Finance Available BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB FINANCIAL SERVICES kotak
MOBILE
50% DISCOUNT*
SAMSUNG
Z Fold 7 (12/512GB)
₹1,74,999*
EMI ₹7,291
iPhone
iPhone 16 (128GB)
₹68,500*
EMI ₹3,021
vivo
X200 FE (12/256)
₹49,499*
EMI ₹3,056
oppo
Reno 14 (8/256)
₹34,499* EMI ₹2,533
xiaomi
Note 14 (8/256)
₹18,999 EMI ₹1,333
FREE Neck Band/ Head Phone worth ₹1,000 with Every Mobile
LAPTOP
hp
i5 13th Gen, 16GB RAM, 512GB SSD, RTX 3050 6GB, 15.6" FHD
₹67,900* EMI ₹5,908
DELL Technologies
i3 13th Gen, 8GB RAM, 512GB SSD, Win11+ MSO,15.6" FHD
₹35,900* EMI ₹2,992
FREE Bagpack, Mouse, Bluetooth Speaker & Pen Drive
WORTH ₹3,499
BUMPER COST TO COST OFFER DEALS
BUY 564 L SBS
FREE 55 SMART 4K GOOGLE TV
worth ₹72,490
COST PRICE ₹99,990*
EMI ₹8,333
DISCOUNT 47%
BUY 233 L FF
FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN
worth ₹8,500
COST PRICE ₹24,990*
EMI ₹2,083
DISCOUNT 39%
BUY 7.5 KG FULLY AUTO HEATER WM
FREE 600 WATT IRON
worth ₹1,030
COST PRICE ₹15,990*
EMI ₹1,333
DISCOUNT 52%
550W MIXI + INDUCTION COOKER + 1.8 L SS KETTLE
COST PRICE ₹3,990
DISCOUNT 63%
DIGITAL AIR FRYER + CHOPPER
COST PRICE ₹5,990
EMI ₹750
DISCOUNT 55%
Panasonic
JAPAN QUALITY
TRUSTED FOR OVER 100 YEARS
CARE THAT GOES THE EXTRA MILE
Exclusive Offers that Add Extra Comfort to your Home.
MINI LED
AIR CONDITIONERS
5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*
10% CASHBACK UP TO ₹4,000* On Select Models
INSTALLATION* @ ₹1,200 + GST
TELEVISIONS
3 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY*
20% CASHBACK UP TO ₹15,000* On Select Models
SPECIAL LONG TENURE SCHEME* 9/0 & 15/0 On Select Models
T&C Apply. Limited Period Offer.
UP TO 15% INSTANT DISCOUNT*
SBI card
#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 10 Aug - 24 Aug 2025. T&C Apply.
CUSTOMER CARE NO. 95119 43020
enquiry@khoslaelectronics.com
84 SHOWROOMS
BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com
*T & C Apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Any Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Offers are not applicable with Samsung & Sony products.
Scan To Locate Your Nearest Khosla Store
COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300
RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600
ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232
SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685
BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392
MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

RP - Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies
spencers
GRAND FREEDOM FEST
SHOP KARO AZADI KE SAATH
13TH - 17TH AUG '25
Get ₹100 Rewards Cashback
On Joining My Spencers Rewards*
My spencers Rewards
JA KICHU CHAI, TUK KORE PAAI
Also call to order
1800 123 6868
*Offer valid from 13th-17th August | On min. purchase of ₹2999 and above
GET AT ₹239
আশীর্বাদ হোল হুইট আটা 5kg
MRP ₹278 (*Except Fortune oil)
GET ₹30 OFF ON EDIBLE OIL
GET AT ₹699/399
ইন্ডিয়া গেট সুপার বাসমতী চাল 5kg/
জীবা রোজানা বাসমতী চাল 5kg MRP ₹1099/800
GET COMBO @₹799
সাফোলা গোল্ড 3L+ ইন্ডিয়া গেট ফিস্ট রোজানা চাল 5kg MRP ₹1236
GET AT ₹177/106
ধারা সর্ষের তেল 1L/7 স্টার সয়াবিন তেল 750g
MRP ₹220/160
GET AT ₹575
আমুল সাদা ঘি 1L
MRP ₹650
BUY 2 GET 1 FREE*
মশলার রেঞ্জ (Selected range)
BUY 2 GET 1 FREE*
টাটা সাম্পান/ফরচুন ডালের রেঞ্জ
GET COMBO @₹829
ভাবল টিক্ক আমেরিকান আমন্ড 500g + কাজু 500g MRP ₹1649
GET 3 @₹99
সফট ড্রিংকস-এর রেঞ্জ 750ml
(On coke range) MRP ₹40
25% OFF
রেড লেবেল ন্যাচারাল কেয়ার 500g/
টাটা টি গোল্ড 500g MRP ₹310/280
BUY 2 GET 1 FREE*
চিপস্-এর রেঞ্জ
MRP ₹40 Onwards
BUY 2 @₹50 OFF
BUY 1 @₹15 OFF
ম্যাগি টু-মিনিট মশলা নুডলস 560g
MRP ₹120
FLAT 50% OFF
বিস্কুট-এর রেঞ্জ
MRP ₹100 Onwards
50% OFF
মুয়েসলি-র রেঞ্জ
MRP ₹390 Onwards
GET AT ₹95
কিসান ফ্রেশ টমেটো কেচাপ 1.1kg
MRP ₹150
15% OFF
মাজা ম্যাঙ্গো জুস-এর রেঞ্জ
1200-1750ml MRP ₹75 Onwards
55% OFF
শ্যাম্পু-র রেঞ্জ
MRP ₹882 Onwards
40% OFF
মাল্টি প্যাক সাবান-এর রেঞ্জ
MRP ₹190 Onwards
35% OFF
টুথপেস্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹140 Onwards
40% OFF
লিকুইড ডিটারজেন্ট-এর রেঞ্জ
MRP ₹330 Onwards
GET 1.8L VIM FLOOR CLEANER WORTH ₹395 FREE*
FREE*
(*On purchase of vim liquid dishwasher 2L)
BUY 2 @₹70 OFF
BUY 1 @₹15 OFF
ফ্লোর ক্লিনার/টয়লেট ক্লিনার-এর রেঞ্জ
MRP ₹235 Onwards
GET AT ₹999
Gala
গালা কুইক স্পিন মপ
MRP ₹1899
GET AT ₹1299*
safari
ARISTOCRAT
ভিআইপি অ্যারিস্টোক্র্যাট/সাফারি কেবিন সাইজ হার্ড স্ট্রলি 55cm MRP ₹7199 Onwards
(*On shopping of ₹999 & above)
BUY 1 GET 2 FREE*
INSCAPES
ইনস্কেপস ড্যাজলস ডাবল বেডশিট/আর্ট ফ্র্যাগর্যান্স ডাবল বেডশিট MRP ₹999 Onwards
GET AT ₹499*
BAJAJ
বাজাজ 1.5L কেটলি MRP ₹1595
(*On purchase of anything above ₹499)
GET AT ₹1999
BAJAJ
বাজাজ GX 15 মিক্সার গ্রাইন্ডার 500W
MRP ₹4125
GET AT ₹999
LA OPALA
লা ওপালা নোভো ডিনার সেট-এর রেঞ্জ
(Set of 16 Pcs) MRP ₹1825
GET AT ₹999
BERGNER
বার্গনার অর্কিড কুকওয়্যার সেট
(Set of 3 pcs) MRP ₹2995
GET AT ₹699
INSCAPES
ইনস্কেপস আল্ট্রাসনিক কমফর্টার
MRP ₹2999
GET AT ₹29/KG
পেঁয়াজ
GET AT ₹20/KG
আলু
GET AT ₹339/KG
আপেল রেড ডেলিশিয়াস
GET AT ₹59/KG
মুসাম্বি
UP TO 50% OFF
চিজ-এর রেঞ্জ
GET SPRITE/THUMS UP 2L FREE*
FREE*
(*On purchase of frozen veg & non-veg snacks worth ₹499)
T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134